# যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা

শাইখ, সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ্



**প্রকাশনায়**
**আত্-তাজ্নীদ্ পাবলিকেশন্স্**

**প্রথম প্রকাশঃ**
রমজান ১৪৩৩ হিজরী
আগস্ট ২০১২ ঈসায়ী



**কম্পোজঃ**
**আত্-তাজ্নীদ্ কম্পিউটার্স**
**বসুন্ধরা, ঢাকা**

**নির্ধারিত মূল্যঃ** ৬০.০০ (ষাট) টাকা মাত্র।

## সূচীপত্র





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ الْحَمْدَلِلّٰهِ نَحْمَدُهُ‘ وَنَسْتَعِيْنُه‘ وَنَسْتَغْفِرُه‘ وَنعُوْذُبِاللّٰهِ
مِنْ شُرُوْرِاَنْفُسِنَاوَمِنْ سَيِّأَتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَمُضِلَّ
لَه‘وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَدِيَ لَه‘ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَاِلاَهَ اِلاَّاللّٰهُ
وَحْدَه‘لاَشَرِيْكَ لَه‘وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه‘ وَرَسُوْلُه‘-يَآاَيُّهَا
اَلَّذِيْنَ امَنُوْا التَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِه ولاَتَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ
مُسْلِمُوْنَ- يَآاَيُّهَا النَّاسُ التَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ
نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً
وَّنِسَاءً وَاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهِ وَلْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلَيكُمْ رَقِيْباً-يَآاَيُّهَا اَلَّذِيْنَ امَنُوْا التَّقُوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً
سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَه‘ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

وَبَعْدُ

# ১ম অধ্যায়ঃ

# শয়তানের হামলা



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴿١١﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ
مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴿١٢﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ
أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴿١٣﴾ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ
يُبْعَثُونَ﴿١٤﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ﴿١٥﴾ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ
صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ
أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴿١٧﴾ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا
مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ﴿١٨﴾ وَيَا
آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ
فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴿١٩﴾ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ
عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا
مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ
النَّاصِحِينَ﴿٢١﴾ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا
وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا
الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴿٢٢﴾

(১১) আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার অবয়ব তৈরী করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম- আদমকে সেজদা কর, তখন সবাই সেজদা করল; কিন্তু ইবলীস ব্যতীত, সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (১২) আল্লাহ বললেনঃ আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সেজদা করতে নিষেধ করল? সে বললঃ আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা। (১৩) তিনি বললেন তুই এখান থেকে যা। এখানে অহংকার

করার কোন অধিকার তোর নাই। অতএব তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত। (১৪) সে বললঃ আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (১৫) আল্লাহ বললেনঃ তোকে সময় দেয়া হল। (১৬) সে বললঃ আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, অবশ্য আমিও তাদের জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকবো। (১৭) এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছনের দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। (১৮) আল্লাহ বললেনঃ এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে বের হয়ে যা। তাদের যে কেউ তোর আনুগত্য করবে, নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দিব। (১৯) হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। অতঃপর সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও, তবে এ বৃক্ষের কাছে যেয়ো না। তাহলে তোমরা গোনাহ্‌গার হয়ে যাবে। (২০) অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বললঃ তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি; তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও– কিংবা চিরকাল বসবাসকারী হয়ে না যাও। (২১) সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বললঃ আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্খী। (২২) অতঃপর প্রতারণাপূর্বক তাদেরকে সম্মত করে ফেলল। অনন্তর যখন তারা বৃক্ষ আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজের উপর জান্নাতের পাতা জড়াতে লাগল। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (সূরা আল আ'রাফঃ ১১-২২ নং আয়াত)

*যখন ইবলীস অহংকার করত আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে হযরত আদম (আঃ) কে সিজদা করতে অস্বীকার করল তখন আল্লাহ তাআলা তাকে লাঞ্ছিত ও অমানিত করে বের করে দিলেন। এমন সময় সে আল্লাহর নিকট দোয়া করল, হে আল্লাহ আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দাও। আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবুল করেন। সে তখন কসম করে বললঃ অবশ্য আমিও তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকব এবং তাদের উপর হামলা করব, তাদের সামনের দিক থেকে, পেছনের দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম



দিক থেকে। অর্থাৎ, প্রত্যেক কল্যাণ ও অকল্যাণ পথে বসব। কল্যাণ থেকে তাদেরকে বাধা দিব এবং অকল্যাণ বস্তুকে তাদের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় করে ওগুলো গ্রহণ করতে উৎসাহিত করব। এবং তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। শয়তান তার এ ধারণা বাস্তবেই সত্য করে দেখিয়েছে।

যেমন আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেনঃ

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

(অথাৎ, আর তাদের উপর ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করল। ফলে তাদের মধ্যে মুমিনদের একটি দল ব্যতীত সকলেই তার পথ অনুসরণ করল। (সূরা সাবাঃ ২০ নং আয়াত)

আল্লাহ বললেনঃ যে কেউ তোর অসুসরণ করবে, নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দিব।

ইবলীস হামলার প্রথম টার্গেট হযরত আদম ও হযরত হাওয়া আলাইহিমাস সালামকে বেছে নিল। এবং তার মিথ্যা ধোকাকে কার্যকর করার জন্যে তাদের সামনে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বললঃ আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙখী। আল্লাহর নামে কসম খেয়ে মিথ্যা বলতে পারে এটা তাঁদের জানা ছিল না। তাই তাঁরা ইবলীসের কথা বিশ্বাস করে গাছের ফল খেয়ে নিলেন।

তখন আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে ডেকে বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, **শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।**

ইবনু কাসীর (রঃ) বলেন, আল্লাহর নাম নিয়ে মুমিনকে প্রতারিত করা যেতে পারে। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বলেনঃ যে আমাকে আল্লাহর নাম নিয়ে প্রতারণা করেছে, আমি সদা–সর্বদা তার কাছে প্রতারিত হয়েছি। তাহলে আদম (আঃ) প্রতারিত হবেন না কেন?

**'ইবলীস' আল্লাহ ওয়ালাদের ধোকা দেয়ার জন্যে আল্লাহর নামের অপপ্রয়োগ করেছে এবং আল্লাহ ওয়ালাদের প্রধান অবলম্বন আসমানী গ্রন্থসমূহের রদবদল করতে, আল্লাহর আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করতে ও গোপন করতে তাদের অনুসারীদের উৎসাহিত করেছে এবং নির্ভেজাল**

**তাওহীদে মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটিয়েছে। এবং আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন ইসলামের বিরোধতায় সুচনালগ্ন থেকে ইসলাম পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ইবলীস ও তার চেলা-চামুণ্ডাগণ সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। অদ্যাবধি সে ইসলাম ও মুসলিম ধ্বংসে তার হামলার কৌশল পরিবর্তন করে চলেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে তার যুদ্ধ চালু রাখবে। আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে ইবলীসের হামলা ও ধোঁকা থেকে রক্ষা করুন।**

ইবনু কাসীর (রাঃ) বলেন, সীরা ইবনু আবিল ফাকা হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেনঃ শয়তান বিভিন্ন পন্থায় বানী আদমকে পথভ্রষ্ট করে থাকে। সে ইসলামের পথের উপর এসে বসে পড়ে এবং বলেঃ "তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে এবং স্বীয় বাপ দাদার ধর্ম ত্যাগ করবে?" কিন্তু ঐ লোকটি শয়তানের অবাধ্য হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর সে লোকটির হিজরতের পথে এসে বসে যায় এবং বলেঃ তুমি স্বীয় দেশ ছেড়ে কেন হিজরত করেছো? মুহাজিরের মর্যাদা একটা জানোয়ার ও ঘোড়ার চেয়ে বেশী হয় না। কিন্তু সে তার কথা অমান্য করে ও হিজরতের পথ অবলম্বন করে। এরপর শয়তান তার জিহাদে গমন বন্ধ করার জন্যে পথে বসে পড়ে। জিহাদ জীবন দিয়েও হতে পারে এবং মালধন দিয়েও হতে পারে। সে তাকে বলেঃ তুমি কি যুদ্ধ করার জন্যে বের হচ্ছো? সাবধান! নিহত হয়ে যাবে এবং তোমার স্ত্রী অন্যের সাথে বিবাহিতা হয়ে যাবে। আর তোমার মালধন লোকেরা পরস্পরের মধ্যে ভাগ বন্টন করে নেবে। কিন্তু তবুও সে জিহাদের জন্যে বেরিয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি এই কাজ করে এবং মারা যায়, তাকে বেহেশতে স্থান দেয়া আল্লাহ পাকের জন্যে অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে, হয় সে নিহতই হোক, বা পথে ডুবেই মরুক, অথবা পথিমধ্যে কোন জীবজন্তু দ্বারা পদদলিতই হোক।

(তাফসীর ইবনু কাসীর, উক্ত আয়াত সমূহের তাফসীর দ্রঃ)



## শয়তান মিথ্যা আশা দিয়ে বানী আদমের একটি নির্দিষ্ট অংশকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴿١١٨﴾ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴿١٢٠﴾ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا﴿١٢١﴾

(১১৭) তারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর উপাসনা করে এবং শুধু অবাধ্য শয়তানের পূজা করে। (১১৮) যার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। শয়তান বললঃ আমি অবশ্যই আপনার বান্দাদের মধ্য হতে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব। (১১৯) তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুদেবরকর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্টি আকৃতি পরিবর্তণ করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ব্যতীত শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। (১২০) সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা বৈ নয়। (১২১) তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। তারা সেখান থেকে কোথাও পালাবার জায়গা পাবে না।

(সূরা নিসাঃ ১১৭-১২১ নং আয়াত)

إِنَاثًا (মহিলা)ঃ এর দ্বারা ঐ সকল মূর্তিকে বুঝানো হচ্ছে যাদের নাম মহিলা। যেমন লাত, উজ্জা, মানাত, নায়েলা, ইত্যাদি। অথবা ফেরেশতা বুঝানো হচ্ছে। কেননা আরবের মুশরিকগণ ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা মনে করে তাদের পূজা করত।

شَيْطَاناً مَّرِيداً (অবাধ্য শয়তান)ঃ মূর্তি, ফেরেশতাসহ আন্যান্য বস্তুর পূজা, প্রকৃতপক্ষে শয়তানের পূজা করা। কেননা শয়তানই মানুষকে আল্লাহর দরবার থেকে হাকিয়ে অন্যান্য আস্তানা ও বস্তুর পূজা করতে উৎসাহিত করে। যেমন আগের আয়াতে বর্নণা করা হয়েছে।

نَصِيباً مَّفْرُوضاً (নির্দিষ্ট অংশ)ঃ জাহান্নামীদের ঐ কোটা যাদেরকে শয়তান পথভ্রষ্ট করে নিজের সাথে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ (আমি আশ্বাস দেব)ঃ ঐ সকল মিথ্যা আশ্বাস যা শয়তানের ধোঁকা এবং প্রভাবে মানুষের মনে উদয় হয় এবং তাদের পথভ্রষ্টের কারণ হয়ে দাড়ায়।

فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَام (তারা পশুদের কর্ণ ছেদন করবে)ঃ এগুলো বাহিরা, সায়িবা পশুর চিহ্ন এবং আকৃতি। মুশরিকগণ ঐগুলো মূর্তির নামে ওয়াকফ করত এবং চেনার জন্যে কান সহ অন্যান্য অঙ্গ কেটে দিত।

فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ (তারা আল্লাহর সৃষ্টি আকৃতি পরিবর্তন করবে)ঃ এটি কয়েক প্রকার। (ক) পশুর কান ও অন্যান্য অঙ্গ কাটা, চেরা ও ছিদ্র করা। (খ) আল্লাহ তায়ালা চন্দ্র, সূর্য, পাথর, আগুন ও অন্যান্য বস্তু বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মুশরিকগণ ঐ গুলোর সৃষ্টির উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। (গ) ফিতরাত বা হালাল ও হারামের পরিবর্তণ করা। (ঘ) এ ছাড়া পুরুষ ও নারীর অপারেশনের মাধ্যমে প্রজনণ ক্ষমতার বিলুপ্তি সাধন করা, মেকাপ এর নামে ভ্রু-এর কেশ উঠিয়ে নিজের আকৃতি বিকৃতি করা, উল্কি করা অথাৎ, ছাঁচ বা সূচের সাহায্যে দেহে অঙ্কিত স্থায়ী নকশা করা ইত্যাদি। এ সকল শয়তানী কাজ থেকে বেচে থাকা প্রয়োজন।

(কুরআন কারীম, উর্দু অনুবাদ ও তাফসীর, শাহ ফাহদ কুরআন কারীম প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, উক্ত আয়াত সমূহের তাফসীর দ্রঃ)



# ওয়াহী দুই প্রকারঃ (১) আল্লাহর পক্ষ থেকে (২) শয়তানের পক্ষ থেকে

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

অর্থঃ নিশ্চয় শয়তানগণ তাদের বন্ধুদেরকে ওয়াহী করে–যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে। (সূরা আনআমঃ ১২১ নং আয়াত)

একটি লোক হযরত ইবনু উমারকে (রাঃ) বললো মুখতারের দাবী যে, তার কাছে না কি ওয়াহী আসে? হযরত ইবনু উমার (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ "সে সত্য কথাই বলেছে।"

অতঃপর তিনি ...... وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ এই আয়াতটি পাঠ করেন।

আবু যামীল হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমি একদা ইবনু আব্বাসের (রাঃ) কাছে বসে ছিলাম। সেই সময় মুখতার হজ্জ করতে এসেছিল। তখন একটি লোক হযরত আববাসের (রাঃ) কাছে এসে বলেঃ "হে ইবনু আব্বাস (রাঃ), আবু ইসহাক (অর্থাৎ মুখতার) ধারণা করছে যে, আজ রাত্রে নাকি তার কাছে ওয়াহী এসেছে।" এ কথা শুনে হযরত ইবনু আববাস (রাঃ) বলেনঃ "সে সত্য কথাই বলেছে" আমি তখন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম এবং মনে মনে ভাবলাম যে, ইবনু আববাস (রাঃ) তাকে সত্যায়িত করছেন! অতঃপর হযরত ইবনু আববাস (রাঃ) বলেনঃ ওয়াহী দু'প্রকার। একটি হচ্ছে আল্লাহর ওয়াহী এবং অপরটি হচ্ছে শয়তানের ওয়াহী। আল্লাহর ওয়াহী আসে হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) নিকট এবং শয়তানের ওয়াহী এসে থাকে তার বন্ধুদের নিকট। তারপর উপরোক্ত আয়াতটিই পাঠ করেন।

(তাফসীর ইবনু কাসীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً

অর্থঃ আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক নাবীর জন্যে বহু শয়তানকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি, তাদের কতক শয়তান মানুষের মধ্যে এবং কতক শয়তান জ্বিনদের হয়ে থাকে, তারা ধোঁকা দেয়ার জন্যে একে অপরকে কারুকার্য খচিত কথাবার্তা ওয়াহী করে।

(সূরা আনআমঃ ১১২ নং আয়াত)

## শয়তান এমন সবকেই বলা হয় যাদের দুষ্টামির কোন নযীর থাকে না

আকরামা (রঃ) বলেন যে, জ্বিনের শয়তানরা মানবরূপী শয়তানের কাছে ওয়াহী নিয়ে আসে এবং মানবরূপী শয়তানরা জ্বিনের শয়তানদের কাছে ওয়াহী নিয়ে আসে।

يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً আল্লাহ পাকের এই উক্তি সম্পর্কে আকরামা (রঃ) বলেন যে, মানুষের মধ্যেও শয়তান আছে এবং জ্বিনদের মধ্যেও আছে। এখন মানবরূপী শয়তানরা জ্বিন শয়তানদের কাছে তাদের মনের সংকল্পের কথা প্রকাশ করে থাকে। তারা একে অপরের কাছে খারাপ কথার ওয়াহী করে। আকরামা (রঃ) বলেন যে, মানবীয় শয়তান হচ্ছে তারাই যারা মানুষকে পাপকার্যের পরামর্শ দান করে এবং জ্বিনদের মধ্যকার শয়তানরা জ্বিনদেরকে পথভ্রষ্ট করে থাকে।

মুজাহিদ (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন যে, জ্বিন জাতির কাফিররা হচ্ছে দানবীয় শয়তান এবং ঐ শয়তানরা মানবীয় শয়তানদের কাছে ওয়াহী পাঠিয়ে থাকে। আর মানব জাতির কাফিররা হচ্ছে মানবীয় শয়তান।

আকরামা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমি একদা মুখতারের কাছে গমন করি। সে আমাকে অথিতি হিসেবে গ্রহণ করে এবং রাতেও আমাকে তার কাছে অবস্থান করায়। আতঃপর সে আমাকে বলেঃ "আমার কওমের কাছে যাও এবং তাদেরকে হাদীস শুনাও" আমি যখন তার কথামত তাদের কাছে গমন করি। একটি লোক আমার সামনে এসে বলেঃ "ওয়াহী সম্পর্কে আপনার মতামত কি?" আমি উত্তরে বলি–ওয়াহী দু'প্রকারের হয়ে থাকে।



আল্লাহপাক বলেনঃ

"(হে নবী সাঃ) আমি এই কুরআন তোমার কাছে ওয়াহী করেছি।"

আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ–

شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً

অথাৎ, মানবীয় শয়তান ও দানবীয় শয়তানরা একে অপরের কাছে কতকগুলি মনোমুগ্ধকর ধোঁকাপূর্ণ ও প্রতারণাপূর্ণ কথার ওয়াহী করে থাকে। একথা শুনামাত্র তারা আমার উপর আক্রমণ করে বসে এবং আমাকে মারপিঠ করতে উদ্যত হয়। আমি তাদেরকে বলিঃ এটা তোমাদের কি ধরনের আচরণ? আমি তো তোমাদের একজন মেহমান। শেষে তারা আমাকে ছেড়ে দেয়। আকরামা (রঃ) মুখতারের কাছে এ কথাটা পেশ করেছিলেন। সে ছিল আবু উবাইদের পুত্র। আল্লাহ তার মঙ্গল না করুন! সে ধারনা করত যে, তার কাছেও ওয়াহী এসে থাকে। তার বোন সুফিয়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমারের (রাঃ) স্ত্রী ছিলেন। তিনি একজন সতী সাধবী মহিলা ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) যখন খবর দেন যে, মুখতার তার উপর ওয়াহী আসার দাবী করে থাকে, তখন আকরামা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন যে, শয়তানেরা তাদের বন্ধুদের কাছে ওয়াহী করতে থাকে এবং একে অপরের কাছে মিথ্যে কথা পৌঁছিয়ে বেড়ায়, যা শোনার ফলে শ্রবণকারী তার উপর প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

(তাফসীর ইবনু কাসীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

## শয়তান সমস্ত আদম সন্তানের শত্রু

يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ

অর্থঃ হে আদম সন্তানগণ! শয়তান যেন তোমাদেরকে সেইরূপ ফিৎনায় জড়িয়ে ফেলতে না পারে যেইরূপ তোমাদের পিতামাতাকে (ফিৎনায় জড়িয়ে ফেলে) জান্নাত হতে বহিস্কৃত করেছিল এবং তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জন্যে বিবস্ত্র করেছিল, সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখতে পায় যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাওনা, নিঃসন্দেহে শয়তানকে আমি বেঈমান লোকদের বন্ধু ও অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি। (সূরা আরাফঃ ২৭ নং আয়াত)

অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঈমাদারদেরকে শয়তান ও তার দল সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যেন তারা তোমাদের অসাবধনতা ও অলসতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তোমাদেরকে ঐরূপ ফিৎনা ও গোমরা করতে না পারে, যেমন তোমাদের পিতা–মাতাকে সে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এবং জান্নাতী পোশাক খুলে দিয়েছে। বিশেষকরে যখন তাকে দেখাই যায় না, সুতরাং তার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অধিক গুরুত্ব ও চিন্তা করা প্রয়োজন।



## মানুষের উপর শয়তানের প্রথম হামলা

মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের সর্বপ্রথম আক্রমণের ফলে তার পোশাক খসে পড়েছিল। আজও শয়তান তার শিষ্যবর্গের মাধ্যেমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছায় সভ্যতার নামে সর্বপ্রথম তাকে উলঙ্গ বা অর্ধ–উলঙ্গ করে পথে নামিয়ে দেয়। শয়তানের তথাকথিত প্রগতি নারীকে লজ্জা-সরম থেকে বঞ্চিত করে সাধারণ্যে অর্ধ–উলঙ্গ অবস্থায় নিয়ে আসা ছাড়া অর্জিতই হয় না।

(তাফসীর মাআরেফুল কুরআন,উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

অত্র আয়াতে সব মানব সন্তানকে সম্বোধন করে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, প্রত্যেক কাজে শয়তান থেকে বেচেঁ থাক। সে যেন আবার তোমাদেরকে ফাসাদে ফেলে না দেয়, যেমন তোমাদের পিতা-মাতা আদম ও হাওয়াকে জান্নাত থেকে বের করিয়েছে এবং তাদের পোশাক খুলে উলঙ্গ করার কারণ হয়েছে। সে তোমাদের পুরাতন শত্রু। সর্বদা তার শত্রুতার প্রতি লক্ষ্য রাখ।

ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াত যুগে শয়তান মানুষকে যেসব লজ্জাজনক ও অর্থহীন কুপ্রথায় লিপ্ত করেছিল, তম্মেধ্যে একটি ছিল এই যে, কোরাইশদের ছাড়া কোন ব্যক্তি নিজ বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় কা'বা গৃহের তওয়াফ করতে পারত না। তাকে হয় কোন কোরাইশীর কাছ থেকে বস্ত্র ধার করতে হতো, না হয় উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করতে হতো।

(মাআরেফুল কুরআন, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

## 'শয়তান' ইবরাহীম আঃ-কে স্বীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ) কে কুরবানী করার সময় তিনবার ধোঁকা দিয়েছিল

ইতিহাস ও তাফসীর ভিত্তিক কোন কোন রেওয়ায়েতে জানা যায় যে, শয়তান তিনবার হযরত ইবরাহীম (আঃ)–কে প্রতারিত করার চেষ্টা করে এবং ইবরাহীম (আঃ) প্রত্যেক বারই তাকে সাতটি কংকর নিক্ষেপের মাধ্যেমে তাড়িয়ে দেন। অদ্যাবধি এই প্রশংসনীয় কাজের স্মৃতি মীনায় তিন বার কংকর নিক্ষেপের মাধ্যেমে উদযাপিত হয়।

(মাআরেফুল কুরআন, সূরা সাফফাত-এর ১০৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

# শয়তান মানব জাতীর প্রকাশ্য শত্রু

وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوّاً مُّبِيناً

অর্থঃ আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৫৩ নং আয়াত)

অত্র আয়াতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের সাথে কড়া কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিনা প্রয়োজনে কঠোরতা করা যাবে না এবং প্রয়োজন হলে হত্যা পর্যন্ত করার অনুমতি রয়েছে।

হত্যা ও যুদ্ধের মাধ্যেমে কুফরের শান-শওকত এবং ইসলামের বিরোধিতাকে র্নিমূল করা যায়। তাই এর অনুমতি রয়েছে। গালি-গালাজ ও কটু কথা দ্বারা কোন দূর্গ জয় করা যায় না এবং কারও হেদায়েত হয় না। তাই এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী বলেনঃ আলোচ্য আয়াত হযরত ওমর (রাঃ)-এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। ঘটনাটি জনৈক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)-কে গালি দিলে প্রত্যুত্তরে তিনিও তার বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাকে হত্যা করতেও মনস্থ করেন, ফলে দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

কুরতুবীর বক্তব্য এই যে,

এই আয়াতে মুসলমানদেরকে পারস্পরিক কথাবার্তা বলা সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক মতানৈক্যের সময় কঠোর ভাষা প্রয়োগ করো না। এর মাধ্যমে শয়তান তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-কলহ সৃষ্টি করে দেয়। (মাআরেফুল কুরআন, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوّاً مُّبِينا ঃ নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

অথাৎ শয়তান যেকোনভাবে মানুষকে বিপদে ফেলতে পারে। যেমন কড়া কথা ও গালি-গালাজের মাধ্যেমে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ও যুদ্ধ বাধিয়ে



দিতে পারে। অতএব, শয়তান মানব জাতীর প্রকাশ্য শত্রু। এর সম্পর্কে স্বজাগ থাকতে হবে।

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

অর্থঃ হে বানী-আদম! আমি কি তোমাদের এই কথার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিনি যে-শয়তানের ইবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (সূরা ইয়াসীনঃ ৬০ নং আয়াত)

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ ঃ এর দ্বারা (ক) عَهْدِ اَلَسْتُ (আমি কি তোমাদের প্রভু নই?) বুঝানো হয়েছে। যা আদম আঃ-এর পিঠ থেকে বের করার সময় নিয়েছিলেন। (খ) ঐ সকল ওসিয়ত যা নবীগণ স্ব স্ব জাতীকে নির্দেশ দিতেন। (গ) অথবা ঐ সকল যুক্তিনির্ভর দলীল বুঝানো হয়েছে যা আসমান ও যমীনে স্থাপন করেছেন। (ফাতহুল ক্বাদীর)

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ঃ (প্রকাশ্য শত্রু) এটি হচ্ছে পূর্বের নির্দেশের কারণ। কেননা তোমাদেরকে শয়তানের ইবাদত ও তার ধোঁকা গ্রহণ করা থেকে এজন্য বাধা দেয়া হয়েছে যে, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু এবং সে তোমাদেরকে বিভিন্ন উপায়ে ধোঁকা দেয়ার জন্যে কসম খেয়ে রেখেছে। (উর্দূ তাফসীর)

সমস্ত মানুষ এমনকি জিনদেরকেও কিয়ামতের দিন বলা হবে, আমি কি তোমাদেরকে দুনিয়াতে শয়তানের ইবাদত না করার আদেশ দেইনি? এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাফেররা সাধারণতঃ শয়তানের ইবাদত করত না, বরং দেব-দেবী অথবা অন্য কোন বস্তুর পূজা করত। কাজেই তাদেরকে শয়তানের ইবাদত করার অভিযোগে কেমন করে অভিযুক্ত করা যায়? জওয়ার এই যে, প্রত্যেক কাজে ও প্রত্যেক অবস্থায় কারও আনুগত্য করার নামই ইবাদত। তারাও চিরকাল শয়তানী শিক্ষার অনুসরণ করেছিল। বিধায় তাদেরকে শয়তানের ইবাদতকারী বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি অর্থের মহব্বতে এমনসব কাজ করে, যদ্দারা অর্থ বৃদ্ধি পায় এবং স্ত্রীর মহব্বতে এমনসব কাজ করে যদ্দারা স্ত্রী সন্তুষ্ট হয়, হাদীসে তাদেরকে অর্থের দাস ও স্ত্রীর দাস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (মাআরেফুল কুরআন, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

## শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হারাম।

## সে মানুষকে শুধু অন্যায় ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়।

**يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴿١٦٨﴾** إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴿١٦٩﴾

অর্থঃ (১৬৮) হে মানবমণ্ডলী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১৬৯) সে তো তোমাদেরকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহর প্রতি এমনসব বিষয়ে মিথ্যারোপ করো যা তোমরা জান না। (সূরা বাকারাহঃ-১৬৮, ১৬৯ নং আয়াত)

خُطْوَةٌ এটা (খুত্‌ওয়াতুন)-এর বহুবচন। خُطْوَةٌ বলা হয় পায়ের দুই ধাপের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে। সুতরাং خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ -এর অর্থ হচ্ছে শয়তানী কাজকর্ম। (মাআরেফুল কুরআন)

শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুশরিকদের ন্যায় আল্লাহর হালাল বস্তুকে হারাম করো না। তারা দেব-দেবীর নামে উৎসর্গীত জানোআরকে হারাম হিসেবে মনে করত। হাদীসে এসেছে যে, নবী (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেনঃ আমি আমার বান্দাদের একত্ববাদীরূপে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু শয়তান তাদেরকে ঐ দ্বীন থেকে পথভ্রষ্ট করেছে এবং আমার বৈধকৃত বস্তুকে তাদের উপর অবৈধ করে দিয়েছে-(মুসলিম)।

(কুরআন কারীম, উর্দূ অনুবাদ ও তাফসীর)



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা, নিশ্চতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা বাকারাঃ ২০৮ নং আয়াত)

হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো। এমন যেন না হয় যে–যেসকল কথা তোমাদের কল্যাণকর হবে এবং মনমতো হবে ঐগুলো মান্য করবে এবং অন্যান্য নির্দেশাবলীকে অমান্য করবে। অনুরূপভাবে তোমরা যে দ্বীন পরিত্যাগ করে এসেছ, তার কথা ইসলামে সংযোগ করতে চেষ্টা করো না। বরং শুধু ইসলামকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করো।

অত্র আয়াত দ্বারা ইসলামে বিদআত সৃষ্টি নিষেধ করা হচ্ছে এবং ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে হারাম ঘোষণা করেছে। যেখানে ইসলামকে পূর্ণভাবে মান্য করার অবকাশ নেই। বরং ধর্মকে ইবাদত তথা মসজিদে সীমাবদ্ধ করে রাষ্ট্র ও প্রশাসণ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। সাধারণ মুসলমানদেরকে বুঝানো হচ্ছে যে, তারা যেসকল রসম ও আঞ্চলিক প্রথাকে পছন্দ করে এবং ঐগুলো পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। যেমন, মৃত্যু ও বিবাহ-শাদীতে বিভিন্ন রসম ও হিন্দুয়ানী প্রথা।

উক্ত আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে তোমাদেরকে উপরোল্লেখিত ইসলাম বিরোধী ক্রিয়া-কলাপকে অত্যান্ত সুন্দর যুক্তির সাথে উপস্থাপন করে, অন্যায় কর্মের উপর সুন্দর পোশাক পরিয়ে দেখায়, বিদআতকে ছওয়াবের কর্ম বলে প্রমাণ করে-যেন মানুষেরা পথভ্রষ্ট হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করে।

(কুরআন কারীম, উর্দূ অনুবাদ ও তাফসীর, শাহ ফাহদ প্রিঃ)

# শয়তান মানুষকে ভাল কাজ করতে ভুলিয়ে দেয়

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ

অর্থঃ শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্থ। (সূরা মুজাদালাহঃ ১৯ নং আয়াত)

فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ঃ (শয়তান তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে) অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে যেসকল কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন, শয়তান তাদেরকে ঐগুলো থেকে অমনযোগী করে দিয়েছে এবং তাদেরকে যেসকল কাজ করতে নিষেধ করেছেন, ঐগুলোকে সুন্দর আকৃতি দিয়ে, ভুল বুঝিয়ে, মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তাদেরকে ঐসব হারাম কাজে লিপ্ত করিয়েছে।

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً

অর্থঃ সে বললঃ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন প্রস্তর খণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই আমাকে একথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি আশ্চার্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে নিয়েছে। (সূরা কাহ্ফঃ ৬৩ নং আয়াত)

وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ঃ (শয়তানই আমাকে একথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল) হযরত মূসা (আঃ) তাঁর খাদেম ইউশা' ইবনে নূনকে সঙ্গে নিয়ে হযরত খিযির (আঃ) এর সন্ধানে বের হলেন এবং সঙ্গে থলেতে একটি মাছ নিয়ে নিলেন। পথিমধ্যে একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর মাথা রেখে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল, আল্লাহ তাআলা সে পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে, সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মত হয়ে গেল। ইউশা' ইবনে নূন এই



আশ্চর্যজনক ঘটনা নিরীক্ষণ করছিল। মূসা (আঃ) ঘুমিয়ে ছিলেন। যখন জাগ্রত হলেন, তখন ইউশা' ইবনে নূন মাছের এই আশ্চার্যজনক ঘটনা তার কাছে বলতে ভুলে গেলেন এবং সেখান থেকে সামনে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকাল বেলায় মূসা (আঃ) খাদেমকে বললেনঃ আমাদের নাশতা আন। এই সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নাশতা চাওয়ার পর ইউশা' ইবনে নূনের মাছের ঘটনা মনে পড়ল। সে ভুলে যাওয়ার ওযর পেশ করে বললঃ শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।
(সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত উবাই ইবনে কাবের রেওয়ায়েতের ঘটনার সার-সংক্ষেপ)

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

অর্থঃ যখন তুমি দেখবে যে, লোকেরা আমার আয়াতসমূহে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করছে তখন তুমি তাদের নিকট হতে দূরে সরে যাবে, যতক্ষণ না তারা অন্য কোন প্রসঙ্গে নিমগ্ন হয়, শয়তান যদি তোমাকে ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর আর-এই যালিম লোকদের সাথে তুমি বসবে না।
(সূরা আনআমঃ ৬৮ নং আয়াত)

এ আয়াতে প্রত্যেক সম্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে। নবী কারীম (সাঃ)-ও এর অন্তর্ভূক্ত আছেন এবং উম্মতের ব্যক্তিবর্গও। প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্মোধন করাও সাধারণ মুসলমানদেরকে শুনানোর জন্যে। নতুবা তিনি এর আগেও কখনও এরূপ মজলিসে যোগদান করেননি। কাজেই কোন নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন ছিল না।

ইমাম জাস্সাস আহ্কামুল-কুরআনে বলেনঃ আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, যে মজলিসে আল্লাহ, আল্লাহর রসূল কিংবা শরীয়তের বিপক্ষে কথাবার্তা হয় এবং তা বন্ধ করা, করানো কিংবা কমপক্ষে সত্য কথা প্রকাশ করার সাধ্য না থাকে, তবে এরূপ প্রত্যেকটি মজলিস বর্জণ করা মুসলমানদের উচিত। হাঁ, সংশোধনের নিয়তে এরূপ মজলিসে যোগদান করলে এবং হক কথা প্রকাশ করলে তাতে কোন দোষ নাই। আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ

স্মরণ হওয়ার পর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে উপবেশন করো না। এ থেকে ইমাম জাস্‌সাস মাসআলা চয়ন করেছেন যে, এরূপ অত্যাচারী, অধার্মিক ও উদ্ধত লোকদের মজলিসে যোগদান করা সর্বাবস্থায় গুণাহ্, তারা তখন কোন অবৈধ আলোচনায় লিপ্ত হোক বা না হোক। কারণ, বাজে আলোচনা শুরু করতে তাদের দেরী লাগে না। কেননা আয়াতে সর্বাবস্থায় যালেমদের সাথে বসতে নিষেধ করা হয়েছে। তারা তখনও জুলুমে বাপৃত থাকবে এরূপ কোন শর্ত আয়াতে নেই। (মাআরেফুল কুরআন, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

হে মুহাম্মাদ (সাঃ)! যখন তুমি কাফেরদেরকে দেখবে যে, তারা মিথ্যা প্রতিপন্নতা ও বিদ্রূপের সঙ্গে আমার আয়াতসমূহ সম্পর্কে সমালোচনা করছে, তখন তুমি তাদের নিকট থেকে দূরে সরে যাবে যে পর্যন্ত না, তারা অন্য কোন প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে এটা ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়া মাত্রই তুমি আর এই অত্যাচারীদের সাথে বসবে না। ভাবার্থ এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মতের কোন লোকই যেন ঐ সব অবিশ্বাসকারী ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারীর সাথে উঠা-বসা না করে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে পরিবর্তন করে ফেলে এবং ওগুলিকে সঠিক ও প্রকাশমান ভাবার্থের উপর কায়েম রাখে না। (ইবনে কাসীর,উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)



# কুরআন তেলাওয়াত-এর পূর্বে আউযুবিল্লাহ্ পাঠ করা

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

অর্থঃ অতএব, যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থণা কর।

(সূরা নাহলঃ ৯৮ নং আয়াত)

যখন কুরআন তেলাওয়াতের সাথে শয়তান থেকে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তখন অন্যান্য কাজের বেলায়ও এটা আরো জরুরী হয়ে যায়। এছাড়া স্বয়ং কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে শয়তানী কুমন্ত্রণারও আশঙ্কা থাকে। ফলে তেলাওয়াতের আদব কায়দা কম হয়ে যায় এবং চিন্তাভাবনা ও বিনয়নম্রতা থাকে না। এ জন্যে কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থণা করা জরুরী মনে করা হয়েছে।

আল্লাহপাক ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলায় ফেরেশতা পাঠিয়েছেন এবং তাদের গর্ব খর্ব করেছেন। এটাও স্মরণীয় বিষয় যে, মুসলিম কাফিরের হাতে মৃত্যুবরণ করেন, তিনি শহীদ হন। যে সেই গোপনীয় শত্রু শয়তানের হাতে মারা পড়ে সে আল্লাহর দরবার থেকে হবে বহিস্কৃত, বিতাড়িত। মুসলমানের উপর কাফিরেরা জয়যুক্ত হলে মুসলমান প্রতিদান পেয়ে থাকেন। কিন্তু যার উপর শয়তান জয়যুক্ত হয় সে ধ্বংস হয়ে যায়। শয়তান মানুষকে দেখতে পায় কিন্তু মানুষ শয়তানকে দেখতে পায় না বলে কুরআন কারীমের শিক্ষা হলোঃ তোমরা তার অনিষ্ট হতে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থণা কর যিনি তাকে (শয়তানকে) দেখতে পান কিন্তু সে তাকে দেখতে পায় না।

আউযুবিল্লাহ পড়া হলো আল্লাহ তাআলার নিকট বিণীত হয়ে প্রার্থণা করা এবং প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট হতে তার নিকট আশ্রয় চাওয়া।

(ইবনে কাসীর, ভূমিকা দ্রঃ)

# শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

অর্থঃ শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা-বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও ছলাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে?

(সূরা মায়িদাঃ ৯১ নং আয়াত)

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আনসারদের দুটি দলকে কেন্দ্র করে মদ হারাম হওয়ার আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। তারা প্রচুর পরিমাণে মদ পান করার ফলে নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। কারও চেহারায় আঘাত লাগে, কারও মাথা ক্ষত-বিক্ষত হয় এবং কারও দাড়ি উঠিয়ে ফেলা হয়। কেউ বলেনঃ আমার উমুক সঙ্গী আমাকে আহত করেছে। এভাবে তারা একে অপরের শত্রু হয়ে পড়েন। অথচ ইতিপূর্বে তাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি বিদ্যমান ছিল। কারও প্রতি কারও কোন হিংসা বিদ্বেষ ছিল না। তারা বলতে শুরু করেন, যদি সে আমার প্রতি সহানুভুতিশীল হতো তবে আমাকে এভাবে আহত করত না। এভাবে তাদের মধ্যে শত্রুতা বেড়ে যায়।

তখন আল্লাহ তাআলা يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ হতে فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ পর্যন্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন।

(ইবনে কাসীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

শরাবের একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, এটা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে এবং এ শত্রুতা ও বিরোধ মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এই অনিষ্টকারীতাই সবচাইতে গুরুতর।



শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, মদ্যপান করে যখন মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তখন সে নিজের গোপন কথাও প্রকাশ করে দেয়। যার পরিণাম অনেক সময় অত্যান্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ আকারে দেখা দেয়। বিশেষকরে সে ব্যক্তি যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে, তবে তার দ্বারা বেফাঁসভাবে কোন গোপন তথ্য প্রকাশিত হওয়ার ফলে সারা দেশেই পরিবর্তণ ও বিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। দেশের রাজনীতি এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের কৌশলগত গোপন তথ্য শত্রুর হাতে চলে যেতে পারে। বিচক্ষণ গুপ্তচরেরা এ ধরনের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে।

আল্লামা তানতাবী (রাহঃ) আল জাওহারে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন। তারই কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে- ফ্রান্সের জনৈক পণ্ডিত হেনরী তার গ্রন্থ 'খাওয়াতির ও সাওয়ানিহ ফিল ইসলাম-এ লিখেছেনঃ প্রাচ্যবাসীকে সমূলে উৎখাত করার জন্যে সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র এবং মুসলমানদেরকে খতম করার জন্যে নির্মিত দু'ধারী তলোআর ছিল এই 'শরাব'। আমরা আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার করেছি। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত আমাদের পথে অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে এবং আমাদের ব্যবহৃত অস্ত্রে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়নি, ফলে তাদের বংশ বেড়েই চলেছে। এরাও যদি আমাদের সেই উপঢৌকন গ্রহণ করে নিত, যেভাবে তাদের একটি বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠী তা গ্রহণ করে নিয়েছে, তাহলে তারাও আমাদের কাছে পদাণত ও অপদস্থ হয়ে পড়ত। আজ যাদের ঘরে আমাদের সরবরাহকৃত শরাবের প্রবাহ বইছে, তারা আমাদের কাছে এতই নিকৃষ্ট ও পদদলিত হয়ে গেছে যে, তারা মাথাটি পর্যন্ত তুলতে পারছে না।

(মাআরেফুল কুরআন, সূরা বাকারা-এর ২১৯ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

## আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা নেই

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴿٤٠﴾ قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴿٤١﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴿٤٢﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴿٤٣﴾

অর্থঃ (৩৯) সে বলল হে আমার পালনকর্তা! আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব। (৪০) আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত। (৪১) আল্লাহ বললেনঃ এটা আমার পর্যন্ত সোজা পথ। (৪২) যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই; কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোর পথে চলে। (৪৩) তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম। (সূরা হিজরঃ ৩৯-৪৩ নং আয়াত)

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ (যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই)– থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলার মনোনীত বান্দাদের উপর শয়তানী কারসাজির প্রভাব পড়ে না। কিন্তু বর্ণিত আদমের কাহিনীতে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম ও হাওয়ার উপর শয়তানের চক্রান্ত সফল হয়েছে।

এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কুরআন বলেঃ

إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ

(সূরা আলে ইমরানঃ ১৫৫ নং আয়াত)

এ থেকে জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেরামের উপরও শয়তানের ধোঁকা এক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে।



তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের উপর শয়তানের অধিপত্য বিস্তার না হওয়ার অর্থ এই যে, তাদের মন-মস্তিষ্ক ও জ্ঞান-বুদ্ধির উপর শয়তানের এমন আধিপত্য বিস্তৃত হয় না যে, তাঁরা নিজ ভ্রান্তি কোন সময় বুঝতেই পারেন না। ফলে তওবা করার শক্তি হয় না কিংবা কোন ক্ষমার অযোগ্য গুনাহ করে ফেলেন।

উল্লেখিত ঘটনাবলী এ তথ্যের পরিপন্থি নয়। কারণ, আদম ও হাওয়া তওবা করেছিলেন এবং শয়তানের চক্রান্তে যে গুনাহ করেছিলেন, তা মাফ করা হয়েছিল। (মাআরেফুল কুরআন, উক্ত আয়াত সমূহের তাফসীর দ্রঃ)

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾

অর্থঃ (৯৯) তার (শয়তানের) আধিপত্য চলে না তাদের উপর, যারা ঈমান আনে এবং আপন পালনকর্তার উপর ভরসা রাখে। (১০০) তার আধিপত্য তো তাদের উপরই চলে, যারা তাকে বন্ধু মনে করে এবং তাকে অংশীদার মানে। (সূরা নাহলঃ ৯৯, ১০০ নং আয়াত)

### আল্লাহর প্রতি ঈমান ও ভরসা শয়তানের আধিপত্য থেকে মুক্তির পথ

এ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা শয়তানকে এমন শক্তি দেননি যাতে সে যে কোন মানুষকে মন্দ কাজে বাধ্য করতে পারে। মানুষ স্বয়ং নিজের ক্ষমতা ও শক্তি অসাবধানতাবশতঃ কিংবা কোন স্বার্থের কারণে প্রয়োগ না করলে সেটা তারই দোষ। তাই বলা হয়েছেঃ যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং যাবতীয় অবস্থা ও কাজকর্মে স্বীয় ইচ্ছাশক্তির পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে (কেননা, তিনিই সৎকাজের তওফীকদাতা এবং প্রত্যেকটি অনিষ্ঠ থেকে রক্ষাকারী) এ ধরণের লোকের উপর শয়তান অধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। অবশ্য যারা আত্মস্বার্থের কারণে শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব করে, তার কথাবার্তা পছন্দ করে এবং আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে তাদেরকে কোন সৎকাজের দিকে যেতে দেয় না এবং তারা সমস্ত মন্দ কাজের অগ্রভাগে থাকে। (মাআরেফুল কুরআন, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

## শয়তান মানুষের অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে ও অশ্লীলতার আদেশ করে

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً

অর্থঃ শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে তার নিকট হতে ক্ষমা ও দয়ার অঙ্গীকার করেন। (সূরা বাকারাঃ ২৬৮ নং আয়াত)

হাদীস শরীফে রয়েছে, রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ বানী আদমের মনে শয়তান এক ধারণা জন্মিয়ে থাকে এবং ফেরেশতা এক ধারণা জন্মিয়ে থাকে। শয়তান দুষ্টমি ও সত্যকে অবিশ্বাস করার প্রতি উত্তেজিত করে এবং ফেরেশতা সৎকাজের প্রতি এবং সত্যকে স্বীকার করার প্রতি উৎসাহিত করে। যার মনে এই ধারণা আসবে সে যেন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং জেনে নেয় যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে হয়েছে। আর যার মনে ঐ ধারণা আসবে সে যেন আল্লাহর নিকট আশ্রয় পার্থনা করে। শেষে الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ (২ঃ২৬৮) এই আয়াতটি তিনি পাঠ করেন। (তিরমিযী)

এই হাদিসটি হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে মাওকুফ রূপেও বর্নিত আছে। পবিত্র আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তাআলার পথে খরচ করতে শয়তান বাধা দেয় এবং মনে কু-ধারণা জন্মিয়ে দেয় যে, এইভাবে খরচ করলে সে দরিদ্র হয়ে যাবে। এই কাজ বিরত রাখার পর তাকে পাপের কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে এবং আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে, অবৈধ কাজে এবং সত্যের বিরুদ্ধাচরণের কাজে উত্তেজিত করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা এর বিপরীত নির্দেশ দেন যে, সে যেন তাঁর পথে খরচ করা হতে বিরত না হয় এবং শয়তানের ধমকের উল্টো বলেন যে, ঐ দিনের বিনিময়ে তিনি তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর সে যে তাকে দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয় দেখাচ্ছে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আল্লাহ তাকে তাঁর সীমাহীন অনুগ্রহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছেন। তাঁর চেয়ে অধিক দাতা, দয়ালু ও অনুগ্রহশীল আর কে হতে পারে? আর পরিণামের জ্ঞান তার অপেক্ষা বেশী কার থাকতে পারে। (ইবনে কাসীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)



## লোক দেখানো দানকারী শয়তানের সঙ্গী

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَـــاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَاء قِرِيناً

অর্থঃ আর সে সকল লোক যারা স্বীয় ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে না, ঈমান আনে না কিয়ামত দিবসের প্রতিও এবং শয়তান যার সাথী হয় সে হল নিকৃষ্টতর সাথী। (সূরা নিসাঃ ৩৮ নং আয়াত)

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ বাক্যের দ্বারা দাম্ভিকের আরেকটি দোষের কথা বলা হয়েছে। তা হল এই যে,এসব লোক আল্লাহর পথে নিজেরাও ব্যয় করে না এবং অন্যকেও ব্যয় না করার অনুপ্রেরণা যোগায়। অবশ্য তারা ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশে। আর যেহেতু এরা আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে না, সেহেতু তাদের পক্ষে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের সওয়াবের নিয়তে ব্যয় করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ ধরণের লোক শয়তানের দোসর। অতএব, তাদের পরিণতিও তাই হবে, যা হবে তাদের দোসর শয়তানের পরিণতি।

(মাআরেফুল কুরআন, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

## উম্মাতে মুহাম্মদী-এর পূর্ববর্তী জাতীসমূহের মন্দ আমলগুলিকে শয়তান শোভনীয় করে দেখিয়েছিল

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থঃ আল্লাহর কসম, আমি তোমার পূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে রসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর শয়তান তাদেরকে (মন্দ) কর্মসমূহ শোভনীয় করে দেখিয়েছে। আজ সে-ই তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা নাহলঃ ৬৩ নং আয়াত)

শয়তান তাদের মন্দ কর্মসমূহ শোভনীয় করে দেখিয়েছে, এর ফলে তারা রসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। হে নবী, মক্কার কোরায়শরাও ঐরূপ তোমাকে মিথ্যুক বলছে।

وَعَاداً وَثَمُودَ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ

অর্থঃ আমি আ'দ ও সামূদকে ধ্বংস করেছি। তাদের বাড়ী-ঘর থেকেই, তাদের অবস্থা তোমাদের জানা হয়ে গেছে। শয়তান তাদের ধর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল, অতঃপর তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল এবং তারা ছিল হুশিয়ার।

(সূরা আনকাবূতঃ ৩৮ নং আয়াত)



## প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, গোনাহগার-এর উপর শয়তান অবতীর্ণ হয়

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾

অর্থঃ আমি আপনাকে বলব কি কার নিকট শয়তানেরা অবতরণ করে? তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী গোনাহগারের উপর। তারা শ্রুত কথা এনে দেয় এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।

(সূরা শু'আরাঃ ২২১-২২৩ নং আয়াত)

এই কুরআন অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে শয়তানের কোন হাত নেই। কেননা শয়তান প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, গুনাহ্গার অর্থাৎ গণক ও জ্যোতিষী-এর নিকট অবতরণ করে, আম্বিয়া ও সালেহীনদের নিকট নয়।

عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَأَلَ أُنَاسٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكُهَّانِ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنْ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيُقَرْقِرُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা নবী (সাঃ)-কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করল। তিনি বললেন, এরা কিছুই নয়। তারা বললো ইয়া রসূলল্লাহ, কোন কোন সময় তারা এমন কথা বলে যা সত্য প্রমাণিত হয়। বর্ণনাকারী বলেন, নবী (সাঃ) বললেন, এসব সত্য কথা। এগুলো শয়তানেরা শুনে মনে রাখে, পরে এদের বন্ধুদের কানে মুরগীর ন্যায় কর কর শব্দ করে নিক্ষেপ করে। অতঃপর তারা এর সাথে শতশত মিথ্যা যোগ করে দেয়।

(বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুত তাওহীদ, দুশ্চরিত্র, পাপী, মোনাফেক প্রভৃতি খারাপ লোকের কেরাত পাঠ..... অনুচ্ছেদ, ১১২৮ পৃঃ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/৭০৪০)

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا

অর্থঃ আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি কাফেরদের উপর শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি। তারা তাদেরকে বিষেশভাবে (মন্দকর্মে) উৎসাহিত করে। (সূরা মরিয়ামঃ ৮৩ নং আয়াত)

উক্ত আয়াতদ্বয় ও হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, শয়তান প্রত্যেক মিথ্যাবাদী গুনাহগার অথাৎ, গণক ও জ্যোতিষী ও কাফিরদের নিকট অবতীর্ণ হয়।

## দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা সম্পূর্ণ হওয়ার পর শয়তান কর্তৃক চুক্তির তথ্য ফাঁস

চুক্তি সম্পূর্ণ হওয়ার পর সবাই চলে যাওয়ার উপক্রম করছিলেন, এমন সময় শয়তান সম্মেলনের বিষয় জেনে গেল। কুরায়েশদের কাছে খবর পৌঁছানোর সময় ছিল না। যদি পৌঁছাতো তবে তারা সংঘবদ্ধভাবে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। এ কারণে শয়তান উঁচু পাহাড় চুড়ায় উঠে উচ্চস্বরে বললো, মিনাবাসীরা, মুহাম্মদকে দেখো। বে-দ্বীন লোকেরা বর্তমানে তার সঙ্গে রয়েছে। তোমাদের সাথে লড়াই করার জন্যে তারা সমবেত হয়েছে।

প্রিয় নবী বললেন, ওটা হচ্ছে এই ঘাঁটির শয়তান। ওরে আল্লাহর দুশমন, শুনে রাখ, খুব শীঘ্রই আমি তোর জন্যে সময় পাচ্ছি। এরপর তিনি লোকদের বললেন, তারা যেন নিজ নিজ তাবুতে ফিরে যায়।

(যাদুল মায়াদ, ২য় খণ্ড, ৫১ পৃঃ, আর রাহীকুল মাখতুম সহ, ১৬৫ পৃঃ)



## দারুন নাদ্ওয়ায় কোরায়শদের বৈঠকে শয়তানের উপস্থিতি

মক্কার পৌত্তলিকরা যখন দেখলো যে, সাহাবায়ে কেরামরা পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ ফেলে রেখে আওস এবং খাযরাজদের এলাকায় গিয়ে পৌঁছেছে, তখন তারা দিশেহারা হয়ে পড়লো। ক্রোধে তারা অস্থির হয়ে উঠলো। ইতিপূর্বে তারা এ ধরণের বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখিন কখনোও হয়নি। এ পরিস্থিতি ছিলো তাদের মূর্তিপূজা এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর মারাত্মক আঘাত এবং চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।

পূর্ব নির্ধারিত সময়ে প্রতিনিধিরা দারুন নাদ্ওয়ায় পৌঁছে গেলো। এ সময় ইবলীস শয়তান একজন বৃদ্ধের রূপ ধারণ করে সভাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলো। তার পরিধানে ছিলো জোব্বা। প্রবেশদ্বারে তাকে দেখে লোকেরা বলল, আপনি কে? আপনাকে তো চিনতে পারলাম না। শয়তান বললো আমি নজদের অধিবাসী, একজন গেলো। আপনাদের কর্মসূচী শুনে হাযির হয়েছি। কথা শুনতে চাই, কিছু কার্যকর পরামর্শ দিতে পারব আশা করি। পৌত্তলিক নেতারা শয়তানকে যত্ন করে সসম্মানে নিজেদের মধ্যে বসালো।

**আল্লাহর রসূলকে হত্যা করার নীলনক্শাঃ** সবাই হাযির হওয়ার পর আলোচনা শুরু হলো। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর নানা প্রকার প্রস্তাব পেশ করা হলো। প্রথমে আবুল আসওয়াদ প্রস্তাব করলো, তাঁকে আমরা আমাদের মধ্যে থেকে বের করে দেবো। তাঁকে মক্কায় থাকতে দেবো না। আমরা তাঁর ব্যাপারে কোন খবরও রাখব না যে, তিনি কোথায় যান, কি করেন। এতেই আমরা নিরাপদে থাকতে পারবো এবং আমাদের মধ্যে আগের মতো সহমর্মিতা ফিরে আসবে।

শেখ নজদী রূপী শয়তান বললো, এটা কোন কাজের কথা নয়। তোমরা কি লক্ষ্য করোনি যে, তার কথা কতো উত্তম, কতো মিষ্টি। তিনি সহজেই মানুষের মন জয় করেন। যদি তোমরা তার ব্যাপারে নির্বিকার থাকো, তবে তিনি কোন আরব গোত্রে হাযির হবেন এবং তাদেরকে নিজের অনুসারী করার পর তোমাদের উপর হামলা করবেন। এরপর তোমাদের শহরেই

তোমাদেরকে নাস্তানাবুদ করে তোমাদের সাথে যেমন খুশী আচরণ করবেন। কাজেই তোমরা অন্য কোন প্রস্তাব চিন্তা করো।

আবুল বুখতারী বললো, তাকে লোহার শেকলে বেঁধে আটক করে রাখা হোক। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে একটা বন্ধ ঘরে রাখা হোক। এতে করে সেই ঘরে তার মৃত্যু হবে। কবি যোহাইর এবং নাবেগার এভাবেই মৃত্যু হয়েছিল।

শেখ নজদী রূপী শয়তান বললো, এ প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য নয়। তোমরা যদি তাকে আটক করে ঘরের ভেতর রাখো, তবে যেভাবে হোক, তার খবর আর সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে যাবে। এরপর তারা মিলিতভাবে তোমাদের ওপর হামলা করে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। এরপর তার সহায়তার সংখ্যা বৃদ্ধি করে তোমাদের ওপর হামলা করবে। সেই হামলায় তোমাদের পরাজয় অনিবার্য। কাজেই অন্য কোন প্রস্তাব নিয়ে চিন্তা করো।

উল্লেখিত দু'টি প্রস্তাব বাতিল হওয়ার পর তৃতীয় একটি প্রস্তাব পেশ করা হলো। মক্কার সবচেয়ে জঘন্য অপরাধী আবু জেহেল এ প্রস্তাব উত্থাপন করলো। সে বললো, তার সম্পর্কে আমার একটি প্রস্তাব রয়েছে। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, এখনো কেউ সেই প্রস্তাবের ধারে কাছে পৌঁছেনি। সবাই বললো, বলো, আবুল হাকাম, কি সেই প্রস্তাব? আবু জেহেল বললো প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে যুবককে বাছাই করে তাদের হাতে একটি করে ধারালো তলোয়ার দেয়া হবে। এরপর সশস্ত্র শক্তিশালী যুবকরা একযোগে তাকে হত্যা করবে। এমনভাবে মিলিত হামলা করতে হবে, দেখে যেনো মনে হয় একজন আঘাত করেছে। এতে করে আমরা এই লোকটির হাত থেকে রেহাই পাবো। এমনিভাবে হত্যা করা হলে তাকে হত্যার দায়িত্ব সকল গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। বনু আব্দে মান্নাফ সকল গোত্রের সাথে তো যুদ্ধ করতে পারবে না। ফলে তারা হত্যার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে রাযি হবে। আমরা তখন তাকে হত্যার ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেবো।

শেখ নজদী রূপী শয়তান এ প্রস্তাব সমর্থন করলো। মক্কার পার্লামেন্টে এ প্রস্তাবের ওপর ঐক্যমত্যে উপণীত হলো। সবাই এ সঙ্কল্পের সাথে ঘরে ফিরলো যে, অবিলম্বে এ প্রস্তাব কার্যকর করতে হবে।

(ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড ৪৮০-৪৮২ পৃঃ, আর রাহীকুল মাখতুম সহ, ১৭১, ১৭২ পৃঃ)



# বদরের যুদ্ধে ইবলীসের হামলা

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ

অর্থঃ যখন তিনি আরোপ করেন তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্যে এবং তোমাদের উপর আকাশ থেকে পানি অবতরণ করেন, যাতে তোমাদিগকে পবিত্র করে দেন এবং যাতে তোমাদের থেকে শয়তানের অপবিত্রতা অপসারণ করে দেন। আর যাতে করে তোমাদের অন্তরসমূহ সুরক্ষিত করে দিতে পারেন এবং তাতে যেন তোমাদের পাগুলো সুদৃঢ় করে দিতে পারেন। (সূরা আনফালঃ ১১ নং আয়াত)

وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ (এবং যাতে তোমাদের থেকে শয়তানের অপবিত্রতা অপসারণ করে দেন)ঃ আলী ইবনু আবি তালহা (রাঃ) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ বদরে যেখানে নবী (সাঃ) অবতরণ করেছিলেন সেখানে মুশরিকরা বদর ময়দানের পানি দখল করে নিয়েছিল এবং মুসলমান ও পানির মাঝখানে তারা প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড়িয়েছিল। মুসলমানরা দূর্বলতাপূর্ণ অবস্থায় ছিলেন। ঐ সময় শয়তান মুসলমানদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করে দেয়। সে তাদেরকে বলেঃ তোমরা তো নিজেদেরকে বড়ই আল্লাহওয়ালা মনে করছো। আর তোমাদের মধ্যে স্বয়ং রসূলও (সাঃ) বিদ্যমান রয়েছেন। পানির উপর দখল তো মুশরিকদের রয়েছে। আর তোমরা পানি থেকে এমনভাবে বঞ্চিত রয়েছো যে, নাপাক অবস্থাতেই নামায আদায় করছো।" তখন আল্লাহ তায়ালা প্রচুর পানি বর্ষণ করলেন। মুসলমানরা পানি পানও করলেন এবং পবিত্রতাও অর্জন করলেন। মহান আল্লাহ শয়তানের কুমন্ত্রণাও খাটো করে দিলেন। পানির কারণে মুসলমানদের দিকের বালু জমে শক্ত হয়ে গেলো। ফলে জনগণের ও জানোয়ারগুলির চলাফেরার সুবিধা হলো।

(ইবনে কাসীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থঃ যখন শয়তান তাদের কার্যাবলীকে (তাদের দৃষ্টিতে) চাকচিক্যময় ও শোভনীয় করে দেখাচ্ছিল, তখন সে (গর্বভরে) বলেছিল, কোন মানুষই আজ তোমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারবে না, আমি সাহায্যার্থে তোমাদের নিকটই থাকব, কিন্তু উভয় বাহিনীর মধ্যে যখন প্রত্যক্ষ যুদ্ধ শুরু হলো তখন সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সরে পড়লো এবং বললো- তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি যা দেখছি তোমরা তা দেখ না, আমি আল্লাহকে ভয় করি, আল্লাহ শাস্তিদানে খুবই কঠোর।

(সূরা আনফালঃ ৪৮ নং আয়াত)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বদরের দিন ইবলীস স্বীয় পতাকা উঁচু করে মুদলিজ গোত্রের একটি লোকের রূপ ধারণ করতঃ তার সেনাবাহিনীসহ উপস্থিত হয়। সে সুরাকা ইবনু মালিক ইবনু জু'সুমের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে এবং মুশরিকদের অন্তরে সাহস ও ইৎসাহ উদ্দীপনা যোগাতে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন উভয়বাহিনী কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে যায় তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক মুষ্টি মাটি নিয়ে মুশরিকদের চেহারায় নিক্ষেপ করেন। সাথে সাথে তাদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়। জিবরাঈল (আঃ) শয়তানের দিকে অগ্রসর হল। ঐ সময় সে একজন মুশরিকের হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল। জিবরাঈল (আঃ) কে দেখা মাত্রই সে লোকটির হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের সেনাবাহিনী সহ পালাতে শুরু করল। ঐ লোকটি তখন তাকে বললঃ হে সুরাকা! তুমি তো বলেছিলে যে, আমাদের সাহায্যার্থে তুমি আমাদের সাথেই থাকবে, কিন্তু এখন এ করছো কি?" ঐ অভিশপ্ত যেহেতু ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাচ্ছিল তাই সে বললোঃ "আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। আমি তো আল্লাহকে ভয় করছি। আল্লাহর শাস্তি খুবই কঠোর।" অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, শয়তানকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে দেখে হা'রিস ইবনু হিসাম তাকে ধরে ফেললো। সে তখন তার গালে এমন জোরে একটা চড় মেরে দিলো যার ফলে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো। তখন অন্যান্যরা তাকে বললঃ "হে সুরাকা! তুমি এই অবস্থায় আমাদেরকে অপদস্থ করছো এবং আমাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছ?" সে উওরে বললোঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমাদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। আমি তাদেরকে দেখছি যাদেরকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ না।

(ইবনে কাসীর, ইক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)



# উহুদের যুদ্ধে শয়তানের হামলা

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ

অর্থঃ তোমাদের যে দুটি দল লড়াইয়ের দিনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, তাদেরই পাপের দরুন।

(সূরা আল-ইমরানঃ ১৫৫ নং আয়াত)

উহুদের যুদ্ধে সাহাবীদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে পড়ার বাহ্যিক কারণ তাদের পূর্ববর্তী কোন কোন পদস্খলন। যার ভিত্তিতে তাদের দ্বারা আরো কিছু পাপ করিয়ে নেয়ার জন্য শয়তান প্রলুব্ধ হয় এবং ঘটনাচক্রে তার সে লোভ চরিতার্থও হয়ে যায়। রূহুল-মা'আনী গ্রন্থে যুজাজ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে,-শয়তান তাঁদেরকে এমন কতিপয় পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেগুলো নিয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হওয়া সমীচীন মনে হয়নি। সে কারণেই তারা জিহাদ থেকে সরে পড়েন, যাতে নিজেদের অবস্থার সংশোধন করে পছন্দনীয় অবস্থায় জিহাদ করতে পারেন এবং শহীদ হয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হতে পারেন।

(মাআরেফুল কুরআন, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ إِبْلِيسُ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ فَقَالَ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَبِي أَبِي فَوَاللَّهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ عُرْوَةُ فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উহুদের দিন যখন মুশরিকরা পরাজিত হয়ে ভাগতে লাগলো, তখন ইবলীস চীৎকার করে বলতে শুরু করলঃ হে আল্লাহর বান্দারা! অর্থাৎ হে মুসলমানেরা! তোমাদের পশ্চাতের লোকদের হত্যা কর। (অথাৎ তারা কাফের কিন্তু আসলে তারা ছিল মুসলমান) সুতরাং অগ্রভাগের লোকেরা পশ্চাতের (লোকদের উপর) ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং উভয় দলে সংঘর্ষ বেধে গেল। হুযাইফা অকস্মাৎ তাঁর পিতা ইয়ামানকে দেখতে পেলেন (মুসলমানরা তাঁর উপর হামলা করছে-অথচ তিনি ছিলেন মুসলমান)। তখন তিনি বলে উঠলেন, হে আল্লাহর বান্দারা! আমার পিতা, আমার পিতা, (তিনি মুসলমান) কিন্তু আল্লাহর কসম! তারা বিরত হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে হত্যা করেই ফেললো। তখন হুযাইফা বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করুন।

উরওয়া বলেন, এ ঘটনার দুঃখ হুযাইফার মনে মহান আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ আমৃত্যু) বিদ্যমান ছিল।

(সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবু বাদ্‌উল খালক, ইবলীস ও তার দলবলের বর্ণনা অনুচ্ছেদ, ৪৬৪ পৃঃ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় খণ্ড, হা/৩০৪৮)



# হামরাউল আসাদ-এর যুদ্ধে শয়তানের হামলা

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

অর্থঃ যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা বহু সাজ-সরঞ্জাম সমাবেশ করেছেঃ তাদের ভয় কর।' তখন তাদের ঈমান আরোও বেড়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।

(সূরা আল-ইমরানঃ ১৭৩ নং আয়াত)

এ যুদ্ধের ঘটনাটি এই যে, মক্কার কাফেররা যখন ওহুদের ময়দান থেকে ফিরে এল, তখন পথে এসে তাদের আফসোস হলো যে, আমরা বিজয় অর্জন করার পরিবর্তে অনর্থকই ফিরে এলাম। সবাই মিলে একটা কঠিন আক্রমণ চালিয়ে সমস্ত মুসলমানকে খতম করে দেয়াই উচিত ছিল। আর এই কল্পনা তাদের মনে এমনই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল যে, পুনরায় মদীনায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করতে লাগল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের মনে গভীর ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। তাতে তাঁরা সোজা মক্কার পথ ধরল। কিন্তু যেতে যেতে মদীনাযাত্রী কোন কোন পথিকের কাছে বলে দিয়ে গেল যে, তোমরা সেখানে গিয়ে কোন প্রকারে মুসলমানদের মনে আমাদের ভয় বিস্তার করবে যে, তারা আবার এদিকে ফিরে আসছে। "(কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, শয়তান স্বীয় চেলা-চামুণ্ডাদের মাধ্যমে এই কাজটি করেছিল। (উর্দু তাফসীর)" এ ব্যাপারটি ওহীর মাধ্যমে হুযুর (সাঃ) জানতে পারলেন। কাজেই তিনি 'হামরাউল-আসাদ' পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

(ইবনে জরীর, রূহুল-বায়ান, মাআরেফুল কুরআন সহ, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

## ক্বিয়ামতের দিন ফয়সালার পর শয়তান তার সকল অপকর্মের কথা অস্বীকার করবে

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থঃ যখন সব কাজের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবেঃ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করে, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। অতঃপর তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করো না এবং নিজেদেরকেই ভৎর্সনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরা আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহর শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয় জালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(সূরা ইবরাহীমঃ ২২ নং আয়াত)

যখন ঈমানদারগণ জান্নাতে এবং কাফির ও মুশরিকগণ জাহান্নামে চলে যাবে, তখন শয়তান ঐ কথাগুলি বলবে।



## শয়তানের চতুর্মুখী হামলা থেকে পরিত্রাণের উপায়

### (১) আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়াঃ

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴿٢٠٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴿٢٠١﴾

অর্থঃ (২০০) শয়তানের কুমন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (২০১) যারা আল্লাহভীরু, শয়তান যখন তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিয়ে খারাপ কাজে নিমগ্ন করে, সাথে সাথে তারা আত্মসচেতন হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের জ্ঞান চক্ষু ফিরে যায়। (সূরা আ'রাফঃ ২০০, ২০১ নং আয়াত)

আল্লাহ পাক বলেনঃ "শয়তানের কুমন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"

যদি শয়তান তোমাদের অন্তরে কোন কুমন্ত্রণা দেয় এবং বিভ্রান্ত করতে শুরু করে অথবা শত্রুর সাথে ঝগড়ায় সময় তোমাকে রাগান্বিত করে এবং ঐ মুর্খ হতে এড়িয়ে চলা থেকে তোমাকে বিরত রাখে এবং তাকে দুঃখ দিতে তোমাকে উত্তেজিত করে, তাহলে তুমি আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। মুর্খ যে তোমার উপর বাড়াবাড়ি করছে তা আল্লাহ দেখছেন এবং তোমার আশ্রয় প্রার্থনাও তিনি শুনছেন। তাঁর কাছে কোন কথাই গোপন নেই। শয়তানের বিভ্রান্তি এবং ফাসাদ-সৃষ্টি তোমাদের যে পরিমাণ ক্ষতি সাধন করতে পারে আল্লাহ তা সম্যক অবগত।

কালেমাটি হচ্ছে নিম্নরূপঃ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থাৎ, "আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

(ইবনে কাসীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلَانِ يَسْتَبَّانِ فَأَحَدُهُمَا احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ فَقَالَ وَهَلْ بِي جُنُونٌ

সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সাঃ)-এর কাছে ছিলাম। দু'জন লোক পরস্পরকে গালাগালি করছিল। তাদের একজনের চেহারা (রাগে) লাল হয়ে গেল এবং তার গর্দানের রগ ফুলে মোটা হয়ে উঠল। তখন নবী (সাঃ) বললেন, আমি এমন একটি কথা জানি, এ ব্যক্তি যদি পড়ে, তাহলে তার রাগ প্রশমিত হয়ে যাবে। সে যদি বলেঃ (আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তান) আমি শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। তাহলে তার রাগ পড়ে যাবে। লোকেরা সেই ব্যক্তিকে জানাল, নবী (সাঃ) বলছেন, শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও। তখন লোকটি বলল, আমি কি পাগল হয়েছি।

(সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবু বাদউল খাল্ক, ইবলীস ও তার দলবলের বর্ণনা অনুচ্ছেদ, ৪৬৪ পৃঃ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় খণ্ড, ৩১৬ পৃঃ হা/৩০৫০)

وَهَلْ بِي جُنُونٌ (আমি কি পাগল হয়েছি?)ঃ আল্লামা নববী বলেনঃ এই উক্তিটি এমন একজন ব্যক্তির যে দ্বীন বুঝেনি, মহান শরীয়তের আলোকে নিজের জীবন গঠন করেনি এবং সে মনে করেছে যে, পাগলরাই শুধু "আউযুবিল্লাহ" বলবে। অথচ সে জানেনা যে, রাগও শয়তানের কুমন্ত্রণার অংশবিশেষ। অথবা সে ছিল মুনাফিক কঠোরপ্রাণ বেদুঈন।

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴿٩٧﴾
وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ﴿٩٨﴾

(৯৮) অর্থঃ বলুন, হে আমার পালনকর্তা! আমি শতানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থণা করছি, (৯৭) এবং হে আমার পালনকর্তা! আমার নিকট-তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থণা করছি।

(সূরা মু'মিনূনঃ ৯৭, ৯৮ নং আয়াত)

رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ



শয়তানের প্ররোচনা ও চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এটা একটা সুদূরপ্রসারী অর্থবহ দোয়া। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলমানদেরকে এই দোয়া পড়ার আদেশ করেছেন, যাতে ক্রোধ ও গোস্‌সার অবস্থায় মানুষ যখন বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে পড়ে, তখন শয়তানের প্ররোচনা থেকে এই দোয়ার বরকতে নিরাপদ থাকতে পারে। (মাআরেফুল কুরআন)

রসুলুল্লাহ (সাঃ) শয়তান হতে এভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করতেনঃ

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

আমি মহাজ্ঞানী, সর্বশ্রোতা আল্লাহ তাআলার নিকট বিতাড়িত শয়তানের প্ররোচনা, প্রবঞ্চনা ও কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

(আবূদাউদ, সালাত অধ্যায়, ১ম খণ্ড, ১১৩পৃঃ; তিরমিযী, ছলাত শুরুর সময় কি বলতে হবে, অনুচ্ছেদ, ১ম খণ্ড, ৫৭ পৃঃ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কারো কাছে শয়তান আসে এবং জিজ্ঞেস করে-এ জিনিস কে সৃষ্টি করেছে, এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছেঃ (এসব বলতে বলতে) শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে, তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে? ব্যাপার যখন এ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, তখন অবশ্যই সে যেন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় এবং চুপ হয়ে যায়।

(সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবু বাদউল খাল্ক, ইবলীস ও তার দলবলের বর্ননা অনুচ্ছেদ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় খণ্ড, ৩১৪ পৃঃ হা/ ৩০৩৪)

শয়তান যখন কারো মনে রবের স্রষ্টার সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তখন সে যেন আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায় এবং চুপ হয়ে যায়।

## (২) আল্লাহর নিকট একান্তভাবে দোয়া করাঃ

وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

অর্থঃ "আর আমি তাকে (মরিয়মকে) ও তার সন্তানকে বিতাড়িত শয়তানের হাত থেকে তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম।

(সূরা আল-ইমরানঃ ৩৬ নং আয়াত)

আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবুল করেছিলেন। যেমন হাদীসে রয়েছেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا وَالشَّيْطَانُ يَمَسُّهُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাঃ) বলেছেনঃ ভুমিষ্ট হওয়ার সময় শয়তান স্পর্শ করে না এমন কোন নবজাতক শিশুই জন্মগ্রহণ করে না। শয়তানের স্পর্শ করার কারণে নবজাতক শিশু চিৎকার করে কেঁদে উঠে। তবে মরিয়ম ও তাঁর সন্তান (হযরত ঈসা (আঃ)-কে) শয়তান স্পর্শ করতে পারেনি।

এ হাদীস বর্ণনা করার পর আবু হুরাইরা বলেন, তোমরা চাইলে হাদীসের সমর্থনে কুরআনের আয়াতঃ

وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

অর্থঃ "আর আমি তাকে (মরিয়ম) ও তার সন্তানকে (ঈসা (আঃ)) বিতাড়িত শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম"-পাঠ করো।

(সহীহ্ বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুত তাফসীর, সূরা আল-ইমরান এর তাফসীর দ্রঃ, বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৪র্থ খণ্ড, ৩৩৬ পৃঃ হা ৪১৮৮)

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّأْمَ فَقُلْتُ مَنْ هَا هُنَا قَالُوا أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ أَفِيكُمْ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ مِنْ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আলকামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শাম দেশে (সিরিয়ায়) যাই। এবং লোকদেরকে জিজ্ঞেস করি, এখানে কি কোন সাহাবী আছেন? তারা জবাব দিল, আবুদ দারদা (রাঃ) আছেন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন,



তোমাদের মাঝে এমন লোকও কি আছেন, যাকে আল্লাহ আপন নবী (সাঃ)-এর মৌখিক দোয়ায় শয়তান থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন?

(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, কিতাবু বাদউল খালক, ইবলীস ও তার দলবলের বর্ণনা অনুচ্ছেদ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় খন্ড, ৩১৮ পৃঃ হা/ ৩০৪৫)

উক্ত আয়াত ও হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে দোয়া করলে শয়তানের হামলা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

## (৩) সালাতের মধ্যে শয়তানের হামলা থেকে পরিত্রাণের উপায়ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ

আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, (একবার) নবী (সাঃ) নামায পড়লেন, তারপর বললেন, শয়তান আমার সামনে এসেছিল এবং আমার নামায ভাঙাঁবার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। (কিন্তু) আল্লাহ আমাকে তার উপর কর্তৃত্ব দিয়ে দিয়েছেন।

(সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবু বাদউল খালক, ইবলীস ও তার দলবলের বর্ননা অনুচ্ছেদ; বাংলা বুখারী, ৩য় খণ্ড, ৩১৭ পৃঃ হা/ ৩০৪২)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَقَلْبِهِ فَيَقُولُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا حَتَّى لَا يَدْرِيَ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যখন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান পিছন দিয়ে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে ভাগতে থাকে। আযান যখন শেষ হয়ে যায়, তখন সামনে এগিয়ে আসে। যখন কাতার সোজা করা হয়, তখন ভেগে যায়। কাতার সোজা করা

হলে, এগিয়ে আসে এবং মানুষের অন্তরে ওয়াস-ওয়াসা (প্ররোচনা) সৃষ্টি করতে থাকে; আর বলতে থাকে-অমুক কথা স্মরণ কর এবং অমুক কাজ মনে কর, এমন কি সে ব্যক্তির এ কথা স্মরণ থাকে না যে, নামায তিন রাকাত পড়েছে না কি চার রাকাত। যখন সে মনেই করতে পারে না যে, তিন রাকাত পড়েছে কি চার রাকাত পড়েছে, তাহলে দু'টি সাহু সিজদা করবে।

(সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবু বাদউল খালক, ইবলীস ও তার দলবলের বর্ণনা অনুচ্ছেদ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় খণ্ড, ৩১৭ পৃঃ হা/ ৩০৪৩)

নামাযে শয়তানের হামলার প্রভাবে যদি সে ভুলে যায়- তিন রাকাত পড়েছে, কি চার রাকাত, তাহলে দু'টি সাহু সিজদা করবে।

عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলছেনঃ আমি নবী (সাঃ)-কে নামাযের মধ্যে মানুষের এদিকে-সেদিক নজর করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, এটা হলো (নামাযে শয়তানের) হস্তক্ষেপ; যা সেই শয়তান তোমাদের নামাযে করে থাকে।

(সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবু বাদউল খালক, ইবলীস ও তার দলবলের বর্ননা অনুচ্ছেদ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় খণ্ড, ৩১৯ পৃঃ হা/ ৩০৪৯)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ وَاللَّهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ {صحيح



**مسلم / كِتَاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ** بَاب جَوَازِ لَعْنِ الشَّيْطَانِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ وَجَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ}

আবুদ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সালাতের জন্য দাড়াঁলেন। অতপর আমরা তাঁকে বলতে শুনলাম-আমি তোর অনিষ্ট হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। তারপর তিনবার বললেনঃ আমি তোকে আল্লাহর লানত দ্বারা অভিশাপ করছি। এবং কিছু ধরার ন্যায় হাত বাড়ালেন। যখন তিনি সালাত সমাপ্ত করলেন, তখন আমরা বললামঃ আমরা আপনাকে সালাতে এমনসব কথা বলতে শুনেছি, যা ইতিপূর্বে কখনো আমরা সালাতে বলতে শুনিনি। আমরা আরো প্রত্যক্ষ্য করলাম যে, আপনি আপনার হাত প্রসারিত করলেন। একথা শুনে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আমার মুখমণ্ডলে নিক্ষেপের জন্য আল্লাহর দুশমন ইবলিস অগ্নিশিখা নিয়ে আগমন করল। তিনবার বললাম, আমি তোর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। তারপর বললাম আমি তোকে আল্লাহর পূর্ণ লা'নতের সাথে অভিশাপ দিচ্ছি (তিনবার) সে আর দেরি করলনা। অতঃপর আমি তাকে গ্রেফতার করতে চাইলাম। আল্লাহর কসম যদি আমার ভাই সুলাইমান (আঃ) এর দোয়ার কথা মনে না পড়ত, তবে সকালে তাকে বন্দী অবস্থায় পেয়ে মদীনার ছেলেরা খেলা-ধুলা করত।

(সহীহ মুসলীম, ১ম খণ্ড, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াযিউস সালাত, বাবু জাওয়াযি লা'নিশ-শায়তানি ফী আসনায়িছ ছলাহ্ ওয়াত-তায়াউযি মিনহু ওয়া জাওয়াযিল আমালিল ক্বালীলি ফিছ-ছলাহ্, ২০৫ পৃঃ)

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্বয়ং মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে সালাতে হামলা করার জন্য আল্লাহর দুশমন ইবলীস অগ্নিশিখা নিয়ে আগমন করেছিল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার পর শয়তান চলে যায়। অতএব সকল মুসলমানকে হামলা করার জন্য শয়তান যে সদা তৎপর এই হাদীসটি তার একটি স্পষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ আমাদেরকে শয়তানের সকল হামলা হতে রক্ষা করুন।

عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ

شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي

{**صحيح مسلم / كِتَاب السَّلَامِ** بَاب التَّعَوُّذِ مِنْ شَيْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الصَّلَاةِ}

আবুল'আলা হতে বর্ণিত। ওসমান ইবনে আবিল আস নাবী (সাঃ) এর নিকট গিয়ে বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! শয়তান আমার এবং সালত ও কেরাআতের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং তাতে প্যাঁচ লাগিয়ে দেয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ সে একটা শয়তান, তাকে খিন্‌যাব্ বলা হয়; যখন তুমি তার উপস্থিতি অনুভব করবে, তখন তার থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাবে এবং বামদিকে তিনবার থুথু ফেলবে। (হযরত ওসমান বলেন) অতঃপর আমি এরূপ করলে আল্লাহ তাআলা আমার হতে তাকে দূর করে দেন।

(মুসলিম, ২য় খণ্ড, কিতাবুস সালাম, বাবুত তায়াউযি মিনাশ-শায়তানিল ওয়াস্‌ওয়াসাতি ফিস-সালাহ্; মিশকাত, ঈমান অধ্যায়, ওয়াস ওয়াসা (মনের খটকা) অনুচ্ছেদ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ; বাংলা মেশকাত, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, **১**ম খণ্ড, ৬৩ পৃঃ, হা/ ৭১)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন সূর্যের এক অংশ উদিত হয়, তখন তা সম্পূর্ণ ও পরিস্কারভাবে উদিত না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়া বন্ধ রেখো। আর সূর্যের একপাশ যখন অস্ত যাবে, তখন সম্পূর্ণ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত নামায পড়া বন্ধ রেখো। তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তকালে নামায পড়বে না। কেননা, শয়তানের দুই শিং এর মধ্যখান দিয়ে এর উদয় ঘটে।

(সহীহ বুখারী, **১**ম খণ্ড, কিতাবু বাদউল খালক, শয়তান ও তার দলবলের বর্ণনা অনুচ্ছেদ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় খণ্ড, ৩১৩ পৃঃ হা/ ৩০৩১)



عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ

{**صحيح مسلم/كِتَاب صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ وَأَحْكَامِهِمْ** بَاب تَحْرِيشِ الشَّيْطَانِ وَبَعْثِهِ سَرَايَاهُ لِفِتْنَةِ النَّاسِ وَأَنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ قَرِينًا}

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছিঃ শয়তান একথা হতে নিরাশ হয়ে গিয়েছে যে, আরব উপদ্বীপে মুসল্লীগণ তাকে পূজা করবে, কিন্তু সে তাদের একের বিরুদ্ধে অপরকে লেলিয়ে দেয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়নি।

(সহীহ মুসলীম ২য় খণ্ড, কিতাবু ছিফাতিল মুনাফিকীন ওয়া আহকামিহিম; বাব তাহরীশিশ-শয়তান ওয়া বা'ছাহু সারায়াহু, ৩৭৬ পৃঃ; মিশকাত, কিতাবুল ঈমান, বাবুন ফিল ওয়াসওয়াসা, (মনের খটকা অনুচ্ছেদ); বাংলা মেশকাত, এমদাদিয়া পুস্তকালয় **১**ম খণ্ড, **৬১** পৃঃ হা/ ৬৬)

## (৪) শয়তান মানুষের শরীরে শিরায় শিরায় রক্ত ধারার মতই বিচরণ করেঃ

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا سُوءًا

[নবী (সাঃ)-এর সহধর্মীনী] সুফিয়া বিনতে হুয়াই (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রসূলুল্লাহ (সাঃ) (মসজিদে নববীতে) ইতিকাফ অবস্থায় ছিলেন। আমি রাত্রে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর খেদমতে আসলাম। কিছু কথাবার্তা বললাম। তারপর ফিরে আসার জন্য উঠে দাঁড়ালাম, তখন রসূল

(সাঃ)-ও আমাকে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য আমার সাথে উঠলেন। সুফিয়ার বাসস্থান উসামা ইবনে যায়েদের বাসভবনেই ছিল। এমন সময় দু'জন আনসারী সে স্থান অতিক্রম করছিলেন। তাঁরা যখন নবী (সাঃ)-কে দেখলেন, দ্রুত চলে যেতে লাগলেন। নবী (সাঃ) বললেন, একটু অপেক্ষা কর, এই মহিলা সুফিয়া বিনতে হুয়াই (আমার স্ত্রী)। তারা জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রসূল, সুবহানাল্লাহ! (আপনার ব্যাপারে আমরা কি অন্যরূপ ধারণা করতে পারি!) তিনি বললেন, শয়তান মানুষের শরীরে শিরায় শিরায় রক্ত ধারার মতই প্রবাহমান থাকে। আমার আশংকা হয়েছিল, সে তোমাদের অন্তরে কোন কুধারণা সৃষ্টি করে দেয় নাকি।

(সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবু বাদউল খাল্‌ক, ইবলীস ও তার দলবলের বর্ণনা অনুচ্ছেদ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় খণ্ড, ৩১৬ পৃঃ হা/ ৩০৩৯)

শয়তান রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সম্পর্কে আনসারদের মনে কুধারণা সৃষ্টি করে দিতে পারে যে, তিনি পর নারীর সঙ্গে গোপনে সম্পর্ক রাখেন, অতএব নবী (সাঃ) আনসারদের নিকট শয়তানের প্ররোচনা খণ্ডন করে দিলেন। সুতরাং, হে মুসলিমগণ শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে সাবধান!

## (৫) ঈমান ও তাওহীদ দৃঢ় হলে শয়তান কোন ক্ষতি করতে পারে নাঃ

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ فَقَالَ عُمَرُ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ قَالَ عُمَرُ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ يَهَبْنَ ثُمَّ قَالَ أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْنَنِي وَلَا تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ نَعَمْ أَنْتَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى



اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ

সাদ-ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। তখন কয়েকজন কুরাইশ মহিলা (নবী পত্নীগণ) তাঁর সাথে আলাপ করছিল। তারা খুব উচ্চস্বরে বেশী (অর্থ) দাবী করছিল। যখন উমর (রাঃ) অনুমতি চাইলেন, তখন তারা উঠলো এবং ত্বরিত পর্দার আড়ালে চলে গেল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্মিতহাস্যে অনুমতি দিলেন। উমর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আপনাকে স্মিতহাস্য রাখুন। তিনি বললেন, আমার কাছে যেসব মহিলা ছিল, তাদের ব্যাপারে আমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। যখনই তারা তোমার কণ্ঠস্বর শুনেছে তখনই পর্দার আড়ালে চলে গেছে। উমর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার তুলনায় আপনাকে তাদের ভয় করাই অধিক কর্তব্য ছিল। তারপর উমর মহিলাদের সম্বোধন করে বললেন, হে নিজেদের দুশমনেরা! তোমরা আমাকে ভয় কর, অথচ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ভয় কর না? তারা জবাব দিল, হাঁ, তুমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তুলনায় অধিক কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয় ব্যক্তি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ নিবদ্ধ! শয়তান কখনও কোন পথে তোমাকে চলতে দেখলে সাথে সাথে সেই পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে।

(সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবু বাদউল খালক, ইবলীস ও তার দলবলের বর্ণনা অনুচ্ছেদ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় খণ্ড, ৩২১ পৃঃ হা/ ৩০৫২)

হযরত উমার (রাঃ) ঈমান, ইসলাম ও তাওহীদে অত্যান্ত কঠোর ছিলেন। এজন্য শয়তান তাঁকে ধোঁকা দেয়ার পরিবর্তে পলায়ন করত।

## (৬) রাত্রে শয়তানের হামলা হতে পরিত্রাণের উপায়ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا

يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ

আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে রময়ানের (সাদকায়ে) ফেতরের হিফাজতের জন্য (কর্মচারী) নিযুক্ত করলেন। তখন একজন আগন্তুক আমার কাছে আসল এবং দু'হাত ভরে খাদ্যশস্য নিতে শুরু করল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট নিয়ে যাব। তখন সে পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করল এবং বলল, যখন তুমি বিছানায় শুতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে। আল্লাহ সর্বদা তোমার হেফাযত করে যাবেন। ভোর হওয়া পর্যন্ত শয়তান তোমার ধারেও ঘেঁষতে পারবে না। তখন নবী (সাঃ) বললেন, (কথাটি) তোমাকে সে সত্য বলেছে। অথচ আসলে সে মিথ্যাবাদী এবং সে হল শয়তান।

(সহীহ্ বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবু বাদউল খালক, ইবলীস ও তার দলবলের বর্ণনা অনুচ্ছেদ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় খণ্ড, ৩১৪ পৃঃ হা/৩০৩৩)

রাত্রে শোয়ার সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে সারা রাত্রি শয়তান হতে নিরাপদে থাকা যায়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ নিদ্রা যাওয়ার কালে তোমাদের প্রত্যেকের মাথার শেষাংশে শয়তান তিনটি করে গিরা দিয়ে দেয় এবং প্রত্যেক গিরায় এ কথা বলে ফুঁ মারে যে, রাত অধিক রয়ে গেছে, এখনো শুয়ে থাক। অতঃপর সে লোক যদি জেগে উঠে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন একটি গিরা খুলে যায়। তারপর যদি



ওযু করে, দ্বিতীয় গিরাও খুলে যায়। আর যদি সালাত আদায় করে তাহলে সব গিরাই খুলে যায়। অতঃপর এই ব্যক্তি পবিত্র মন ও ফূর্তির মধ্যে দিন শুরু করবে, অন্যথায় খবিস প্রকৃতি ও অলসতার মধ্যে দিন শুরু করবে।

(সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবু বাদউল খালক, ইবলীস ও তার দলবলের বর্ণনা অনুচ্ছেদ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় খণ্ড ৩১২ পৃঃ হা/৩০২৮)

রাত্রে শয়তানের তিনটি গিরা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হল প্রথমে ঘুম থেকে জাগার দোয়া পড়তে হবে। (দ্বিতীয়) ওযু করতে হবে, (তৃতীয়) সালাত আদায় করতে হবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ

আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সাঃ) এর সামনে এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়, যে সারা রাত ভোর হওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিল। নবী (সাঃ) বলেন, এলোকের উভয় কানে শয়তান পেশাব করেছে।

(সহীহ্ বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবু বাদউল খালক, ইবলীস ও তার দলবলের বর্ণনা অনুচ্ছেদ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় খণ্ড, ৩১৩ পৃঃ হা/৩০২৯)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أُرَاهُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ

নবী (সাঃ) থেকে আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে এবং ওজু করে, তখন তার তিনবার নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে ফেলা উচিত। কেননা, শয়তান তার নাকের ছিদ্র পথে রাত্রিযাপন করে।

(সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবু বাদ্উল্ খাল্ক, ইবলীস ও তার দলবলের বর্ণনা অনুচ্ছেদ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় খণ্ড, ৩২১ পৃঃ হা/৩০৫৩)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ أَوْ قَالَ جُنْحُ اللَّيْلِ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنْ الْعِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাঃ) বলেছেন, যখন সাঁঝের আঁধার নেমে আসে, তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে আটকে রেখো। কেননা, এই সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে। যখন রাত্রের কিছু সময় চলে যাবে, তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার। তুমি আল্লাহর নাম স্মরণ করে তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করবে, আল্লাহর নামে বাতি নিভাবে এবং আল্লাহ্র নাম নিয়েই পানির পাত্র ঢেকে রাখবে। আর আল্লাহর নামে যিকির করেই আপন পাত্র ঢেকে রাখবে। (ঢাকবার কিছু না পেলে) যৎসামান্য কিছু হলেও তার উপর দিয়ে রাখবে।

(সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবু বাদ্উল্ খাল্ক, ইবলীস ও তার দলবলের বর্ণনা অনুচ্ছেদ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় খণ্ড, ৩১৬ পৃঃ হা/৩০৩৮)

## (৭) দিনে শয়তানের হামলা থেকে মুক্তির উপায়ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি (দৈনিক) একশ'বার এ দোয়া পড়ে–"আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, বাদশাহী একমাত্র তারই, সমস্ত প্রশংসাও শুধুমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।" তাহলে



তার দশটি গোলাম আযাদ করার সমপরিমাণ সওয়াব হবে। একশ'টি সওয়াব তার নামে লেখা হবে এবং তার একশ'টি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে। এদিন সন্ধা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে সুরক্ষিত থাকবে। কোন ব্যক্তি তার থেকে উত্তম সওয়াবের কাজ উপস্থিত করতে সক্ষম হবে না। তবে হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি পারবে, যে এর চেয়ে বেশী আমল করে।

(সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবু বাদ্উল্ খাল্ক, ইবলীস ও তার দলবলের বর্ণনা অনুচ্ছেদ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় খণ্ড, ৩২০ পৃঃ হা/৩০৫১)

## *দিনের বেলা শয়তান থেকে সুরক্ষিত থাকার দোয়াঃ–

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

**(লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্ দাহূ লা- শারীকা লাহূ লাহুল মুল্কু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িং ক্বাদীর)**

"আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, বাদশাহী একমাত্র তারই, সমস্ত প্রশংসাও শুধুমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।"

## (৮) স্ত্রী মিলনের সময় শয়তানের হামলা হতে পরিত্রাণের উপায়ঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ

{صحيح بخاري/كِتَاب بَدْءِ الْخَلْقِ بَاب صِفَةِ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ}

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন আপন পত্নীর কাছে মিলনের উদ্দেশ্যে যায় আর এই দোয়া পড়ে اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا তাহলে কোন সন্তান জন্মালে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারে না এবং তার ওপর কর্তৃত্বও করতে সক্ষম হয় না।

(সহীহ্ বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবু বাদউল খালক, ইবলীস ও তার দলবলের বর্ণনা অনুচ্ছেদ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় খণ্ড, ৩১৭ পৃঃ হা/৩০৪১)

## (৯) স্বপ্নের মধ্যে শয়তানের হামলা হতে পরিত্রাণের উপায়ঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنْ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ

{صحيح بخاري / كِتَاب بَدْءِ الْخَلْقِ بَاب صِفَةِ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ}

আব্দুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (রাঃ) তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, নেক ও ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে, আর কুস্বপ্ন হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। অতএব তোমাদের কেউ যখন এমন কোন কুস্বপ্ন দেখে যা ভীতিজনক, তখন সে যেন তার বাঁ দিকে থুথু মারে এবং আল্লাহর কাছে শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চায়। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

(সহীহ্ বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবু বাদউল খালক, ইবলীস ও তার দলবলের বর্ণনা অনুচ্ছেদ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় খণ্ড ৩২০ পৃঃ)

## (১০) হাই তোলার সময় শয়তান হাসেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّثَاؤُبُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ

আবু হুরাইরা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে (এসে থাকে), সুতরাং যখন তোমাদের কারো হাই আসবে, যথাশক্তি দিয়ে তা দমন করবে। কেননা, যখন হাই তোলার সময় কেউ 'হা' করে, তখন শয়তান হাসতে থাকে।

(সহীহ্ বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবু বাদউল খালক, ইবলীস ও তার দলবলের বর্ণনা অনুচ্ছেদ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় খণ্ড, ৩১৮ পৃঃ হা/৩০৪৭)



## (১১) খানাপিনার সময় শয়তানের হামলা হতে পরিত্রাণের উপায়ঃ

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

{صحيح مسلم / كِتَاب الْأَشْرِبَةِ بَاب آدَاب الطَّعَام وَالشَّرَاب وَأَحْكَامِهِمَا }

হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, শয়তান সেই খাদ্যকে নিজের জন্য হালাল করে নেয়, যাতে বিসমিল্লাহ বলা হয় না।

(সহীহ্ মুসলিম, ২য় খণ্ড, বাবু আদাবিত ত্বয়ামি ওয়াশ-শারাবি ওয়া আহকামিহিমা, ১৭২পৃঃ; মিশকাত, কিতাবুল আতয়িমা; বাংলা মিশকাত, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ৮ম খণ্ড, ১৪৪ পৃঃ, হা/৩৯৮১)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا

{صحيح مسلم / كِتَاب الْأَشْرِبَةِ بَاب آدَاب الطَّعَام وَالشَّرَاب وَأَحْكَامِهِمَا }

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ সাবধান! তোমাদের কেহ যেন বাম হাতে না খায় এবং সেই হাতে পানও না করে। কেননা, শয়তান তার বাম হাতে খায় ও পান করে।

(সহীহ্ মুসলিম, ২য় খণ্ড, বাবু আদাবিত ত্বয়ামি ওয়াশ-শারাবি ওয়া আহকামিহিমা, ১৭২পৃঃ; মিশকাত, কিতাবুল আতয়িমা; বাংলা মিশকাত, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ৮ম খণ্ড, ১৪৫ পৃঃ, হা/৩৯৮৪)

## শয়তানের হামলা কত দিন চলবে

قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴿١٤﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ﴿١٥﴾
قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴿١٦﴾

(১৪) অর্থঃ সে বললঃ আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (১৫) আল্লাহ বললেনঃ তোকে সময় দেয়া হল। (১৬) সে বললঃ আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকব। (সূরা আরাফঃ ১৪-১৬ নং আয়াত)

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ﴿٣٧﴾ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴿٤٠﴾

(৩৬) অর্থঃ সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (৩৭) আল্লাহ বলেলেনঃ তোকে অবকাশ দেয়া হল। (৩৮) সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। (৩৯) সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব। (৪০) আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত। (সূরা হিজ্‌রঃ ৩৬-৪০ নং আয়াত)

উক্ত আয়াতগুলো প্রমাণ করছে যে, অভিশপ্ত ইবলিস কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আদম সন্তানদেরকে পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিরলসভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করবে এবং গুটি কয়েক মুমিন মুখ্‌লিস্‌ বান্দা ব্যতীত সকলকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।



## অভিশপ্ত ইয়াহুদী ও পথভ্রষ্ট খৃষ্টানদের কয়েকটি আমার্জনীয় অপরাধ

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ

অর্থঃ তাদের জন্যে আফসোস! যারা স্বহস্তে পুস্তক রচনা করে এবং বলে যে, এটা আল্লাহর নিকট হতে সমাগত-যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। তাদের হস্ত যা লিপিবদ্ধ করেছে তজ্জন্যে তাদের প্রতি আক্ষেপ এবং তারা যা উপার্জন করছে তজ্জন্যে তাদের প্রতি আক্ষেপ!

(সূরা বাকারাঃ ৭৯ নং আয়াত)

ইয়াহুদীরা তাওরাতের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করেছিল এবং ওতে কম বেশী করেছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নাম তা থেকে বের করে ফেলেছিল। এজন্য তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ নাযিল হয়েছিল।

এখানে ইয়াহুদী আলেমদেরকে নিন্দা করা হচ্ছে যে, তারা নিজেদের কথাকে আল্লাহ্‌র কালাম বলতো এবং নিজেদের লোককে সন্তুষ্ট করে দুনিয়া কামাত।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলতেন "তোমরা কিতাবীদেরকে কোন কিছু জিজ্ঞেস কর কেন? তোমাদের কাছে তো নব প্রেরিত আল্লাহ্‌র কিতাব বিদ্যমানই আছে। কিতাবীরা তো আল্লাহর কিতাবের মধ্যে পরিবর্তন করে ফেলেছে। নিজেদের হস্তলিখিত কথাকেই আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ লাগিয়ে তা ছড়িয়ে দিয়েছে। কাজেই তোমাদের নিজস্থ রক্ষিত কিতাব ছেড়ে তাদের পরিবর্তিত কিতাবের কি প্রয়োজন? বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, তারা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে না, কিন্তু তোমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করে বেড়াচ্ছ।

'অল্প মূল্যে'র অর্থ হচ্ছে আখেরাতের তুলনায় স্বল্পতা। অর্থাৎ ওর বিনিময়ে সারা দুনিয়া পেলেও আখেরাতের তুলনায় এটা অতি নগণ্য জিনিস। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন যে, তারা যে এভাবে নিজেদের কথাকে আল্লাহর

কথা বলে জনগণের কাছে স্বীকৃতি নিচ্ছে এবং ওর বিনিময়ে দুনিয়া কামাচ্ছে, এর ফলে তাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

(ইবনে কাসীর উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

مِنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ

অর্থঃ ইয়াহুদীদের মধ্যে কেউ কেউ যথাস্থান হতে বাক্যাবলী পরিবর্তিত করে। (সূরা নিসাঃ ৪৬ নং আয়াত)

এই আয়াতটি مِنْ শব্দ দ্বারা শুরু হয়েছে তাতে مِنْ শব্দটি جنس বর্ণনা করার জন্য এসেছে।

যেমনঃ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ (২২:৩০) অতঃপর ইয়াহুদীদের ঐ দলের যে পরিবর্তন করণের কথা বলা হচ্ছে, তার ভাবার্থ এই যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার কথার ভাবার্থ বদলিয়ে দেয় এবং ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। আর এ কাজ তারা জেনে শুনে ও বুঝে সুজে করে থাকে। এর ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। (ইবনে কাসীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ

অর্থঃ হে আহলে কিতাব! তোমাদের কাছে আমার রসূল এসেছে, তোমরা কিতাবের যেসব বিষয় গোপন কর তন্মধ্যে হতে বহু বিষয় সে তোমাদের সামনে পরিস্কারভাবে ব্যক্ত করে, আর বহু বিষয় (প্রকাশ করা) বর্জন করে, তোমাদের কাছে আল্লাহর নিকট থেকে এক আলোকময় বস্তু এসেছে এবং তা একটি স্পষ্ট কিতাব। (সূরা মায়িদাঃ ১৫ নং আয়াত)

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি স্বীয় উচ্চ মর্যাদা সম্পর্ন্ন রসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে হিদায়াত ও দ্বীনে হকসহ সমস্ত মাখলুকের নিকট পাঠিয়েছেন। মুজিযা ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি তাঁকে দান করেছেন। যে কথাগুলো ইয়াহুদ ও নাসারাগণ বদলিয়ে দিয়েছিল, ভুল ব্যাখ্যা করে অন্য অর্থ বানিয়ে



নিয়েছিল, আল্লাহর সত্তার উপর অপবাদ দিয়েছিল, কিতাবুল্লাহ্র যে অংশটি তাদের জীবনের প্রতিকুল ছিল তা তারা গোপন করে দিয়েছিল। ঐ সব কিছুই এ রসূল (সাঃ) প্রকাশ করেদেন।

(ইবনে কাসীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

অর্থঃ আমি যেসব উজ্জ্বল নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, আমি ঐগুলোকে সর্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ করার পরও যারা ঐসব বিষয়কে গোপন করে, আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেন এবং অভিসম্পাত কারীগণও তাদেরকে অভিসম্পাত করে থাকে।

(সূরা বাকারাঃ ১৫৯ নং আয়াত)

এখানে ঐসব লোককে ভীষণভাবে ধমক দেয়া হয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার কথাগুলো এবং শরীয়তের বিষয়গুলো গোপন করত। কিতাবীরা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রশংসা বিষয়ক কথাগুলো গোপন করে রাখতো। এজন্যেই এরশাদ হচ্ছে যে, সত্যকে গোপনকারীরা অভিশপ্ত। যেমন প্রত্যেক জিনিস ঐ আলেমের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে যিনি জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহ পাকের কথাগুলো প্রচার করে থাকেন। এমন কি পানির মৎসগুলো এবং বাতাসের পক্ষীগুলোও তাঁর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। অনুরূপভাবে যারা সত্য কথা জেনেশুনে গোপন করে এবং বোকা ও বধির হওয়ার ভান করে তাদের প্রতি প্রত্যেক জিনিসই অভিশাপ দিয়ে থাকে।

হাদীসে এসেছেঃ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি শরীয়তের কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয় এবং সে তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।

(আবু দাউদ, কিতাবুল ইলম, বাবু কিরাহিয়াতি মান্‌য়িল ইল্‌ম; ২য় খণ্ড, ৫১৫ পৃঃ; সুনান তিরমিযী, আবওয়াবুল ইলম, বাবু মাজা–য়া ফী কিত্‌মানিল ইল্‌ম, ২য় খণ্ড, ৯৩পৃঃ)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ এই আয়াতটি না থাকলে আমি একটি হাদীসও বর্ণনা করতাম না।

(ইবনে কাসীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَـئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ যা গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছেন তা যারা গোপন করে ও তৎপরিবর্তে নগণ্য মূল্য গ্রহণ করে, নিশ্চয় তারা স্ব স্ব পেটে অগ্নি ছাড়া অন্য কিছু ভক্ষণ করে না; এবং কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাদের সাথে কথাও বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(সূরা বাকারাঃ ১৭৪ নং আয়াত)

অর্থ্যাৎ তাওরাতের মধ্যে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর গুণাবলী সম্পর্কিত যেসব আয়াত রয়েছে সেগুলো যেসব ইয়াহুদী তাদের রাজত্ব চলে যাওয়ার ভয়ে গোপন করে এবং সাধারণ আরবদের নিকট হতে হাদিয়া ও উপঢৌকন গ্রহণ করতঃ এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার বিনিময়ে তাদের আখেরাতকে খারাপ করে থাকে, তাদেরকে এখানে ভয় দেখানো হয়েছে। যদি রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নবুওয়াতের সত্যতার আয়াতগুলো- যা তাওরাতের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, জনগণের মধ্যে প্রকাশ পায়, তবে তারা তাঁর আয়ত্তাধীনে এসে যাবে এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করবে এই ভয়ে তারা হিদায়াত ও মাগফিরাতকে ছেড়ে পথভ্রষ্টতা ও শাস্তির উপরেই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। এই কারণেই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ধ্বংস তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। পরকালের লাঞ্চনা ও অপমান তো প্রকাশমান। কিন্তু এই কালেও জনগণের নিকট তাদের প্রতারণা প্রকাশ হয়ে গেছে। তাদের দুষ্ট আলেমরা যে আয়াতগুলো গোপন করতো সেগুলোও জনসাধারণের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাছাড়া রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অলৌকিক ঘটনাবলী এবং তাঁর নিস্কলুষ চরিত্র মানুষকে তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা স্বীকারের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। হাত ছাড়া হয়ে যাবে এই ভয়ে যে দলটি হতে তারা আল্লাহর কালামকে গোপন রাখতো, শেষে ঐ দলটি তাদের হাত ছাড়া হয়েই যায়। ঐ দলের লোক রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাতে



বাইয়াত গ্রহণ করে এবং মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে মিলিত হয়ে ঐ সত্য গোপনকারীদের প্রাণনাশ করতে থাকে এবং নিয়মিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মহান আল্লাহ তাদের এই গোপনীয়তার কথা কুরআন মাজীদের জায়গায় জায়গায় বর্ণনা করেছেন। এখানেও বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কথা গোপন করে তারা যে অর্থ উপার্জন করছে তা প্রকৃতপক্ষে আগুণের অঙ্গার দ্বারা তারা তাদের পেট পূর্ণ করছে। (ইবনে কাসীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ قَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদীগণ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এসে বলল, তাদের এক পুরুষ ও এক নারী যেনা করেছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, রজমের ব্যাপারে তাওরাতের মধ্যে তোমরা কি পেয়েছ? তারা বলল, আমরা তাদেরকে অপমান করি এবং তাদেরকে চাবুক মারা হয়। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (যিনি প্রথমে ইয়াহুদী ছিলেন পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন) বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছো। তন্মধ্যে অবশ্যই রজমের কথা উল্লেখ আছে। আচ্ছা তাওরাত নিয়ে এসো। তারা তা অনলো এবং খুললো বটে, কিন্তু তাদের একজন রজমের আয়াতের উপর হাত

দ্বারা চাপা দিয়ে রাখলো এবং তার সামনে ও পিছন থেকে পড়লো। তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তাকে বললেন, তোমার হাত উঠাও। সে হাত উঠালো। দেখা গেলো তন্মধ্যে রজমের আয়াত রয়েছে তখন তারা বললো, হে মুহাম্মাদ (সাঃ) সে (আবদুল্লাহ) সত্যই বলেছে। তার মধ্যে রজমের আয়াত ঠিকই আছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) নির্দেশ করলেন, তখন তাদের উভয়কে রজম করা হলো। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি দেখেছি পুরুষ লোকটি মহিলাটিকে আড়াল করে তাকে পাথর থেকে রক্ষা করে যাচ্ছে।

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মুহারিবীন, অমুসলিম সংখ্যালঘু (যিম্মির) বিধিবিধান এবং যখন তারা যেনা করে......অনুচ্ছেদ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৬ষ্ট খণ্ড, ২০৬ পৃঃ হা/৬৩৬৫)

আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ ইসলামের গতি রোধ করে দেয়ার জন্য তাদের কিতাবে বর্ণিত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর গুণাবলী সম্পর্কিত যেসব আয়াত রয়েছে ঐগুলো গোপন করতো এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নাম কিতাব থেকে বের করে দিয়েছিল। কিতাবের আয়াত পরিবর্তন করে, ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে অন্য অর্থ বানিয়ে আল্লাহর সত্তার উপর অপবাদ দিয়েছিল। কিতাবুল্লাহর যে অংশটি তাদের জীবনের প্রতিকুল ছিল, তা তারা গোপন করে দিয়েছিল, উদ্দেশ্য ইসলামের গতি রোধ করে দেয়া। এর বিনিময়ে নগণ্য মূল্য গ্রহণ করা, তাদের রাজত্ব চলে যাওয়ার ভয়, সাধারণ আরবদের নিকট হতে হাদিয়া ও উপঢৌকন গ্রহণ করা।

ইসলাম সকল বাধা অতিক্রম করে বিশ্বে বিজয়ী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আল্লাহর দুশমন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ পূর্বের কৌশলের পাশাপাশি আল্লাহর প্রিয় দ্বীন ইসলামকে ধ্বংসের জন্য বহুমূখী ষড়যন্ত্র শুরু করে দেয়।

যেমনঃ-

**(ক) রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনী গ্রন্থ রচনা করে-তাতে নবী (সাঃ) এর পবিত্র চরিত্রে দোষারোপ করা। (খ) কুরআন-এর আয়াত ও হাদীস-এর অপব্যাখ্যা করে ইসলামের বিরূদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা।**



# ইসলাম ধ্বংসের জন্য নতুন হামলা

**(ক) রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনী গ্রন্থ রচনা করে তাতে নবী (সাঃ) এর পবিত্র চরিত্রে দোষারোপ করা।**

**(১) মিথ্যা ঈশ্বর মুহাম্মাদঃ** নানা প্রকার কদর্থ প্রকাশের জন্য হযরত মুহাম্মাদকে এই শ্রেণীর লেখকগণ নানা বিকৃত নামে অভিহিত করিতে থাকেন। ইহার মধ্যে 'মাহউন্ড' (Mahaund) 'মেকন' (Macon) এবং Mammet বা Mawmet তাহাদের অধিক প্রিয় বলিয়া মনে হয়। সে যাহাই হউক, এই 'মামেট' বা 'মাউমেট' শব্দটি 'বোৎ' বা প্রতিমা অর্থে গ্রহণ করিয়াই তাহারা ইহা হতে Mammetry বা প্রতিমা-পূজা এবং Maumery বা প্রতিমাগার প্রভৃতি শব্দ সৃষ্টি করিয়া লন।

এই সময়কার বিভিন্ন শ্রেণীর বই-পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, "মুহাম্মাদ নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করেন।" কাজেই ঈশ্বরত্বের সিংহাসন লইয়া "মুহাম্মাদকে যীশুর প্রতিদ্বন্দী মনে করিয়া" ইউরোপের শিক্ষিত লোকেরাও হযরতকে "আরব জাতির পরমেশ্বর" ও "জাল ঈশ্বর" বলে অভিহিত করিতে থাকেন। এই সময়কার খ্রীষ্টান লেখকগণ প্রচার করিতে থাকেন যে- "আরবগণ মুহাম্মাদ নামক একটি পুতুল-প্রতিমের পূজা করিত। মুহাম্মাদ নিজের জীবনকালে স্বহস্তে এই পুতুলটি নির্মাণ করেন এবং উহাকে অ-ভঙ্গুঁর করার জন্য একটি পিশাচের সাহায্যে ও যাদু-মন্ত্রের দ্বারা উহাতে একটি ভয়ঙ্কর রকমের শক্তি প্রবিষ্ট করাইয়া দেন যে, এই পুতুলটি খ্রীষ্টানদিগের প্রতি এমন আশ্চর্যজনক হিংসা ও ঘৃণার ভাব পোষণ করিত যে, তাহাদের কেহ সাহস করিয়া এই প্রতিমার নিকট যাইতে চাহিলেও কোন একটি গুরুতর বিপদে পতিত হইত। এমন কি, ইহাও কথিত আছে যে, কোন পক্ষীও উহার উপর দিয়া উড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ আহত হইয়া পড়িত ও সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া যাইত"

(History of Charles the Great. CH. IV, ৬-৭ পৃষ্ঠা, T. Rodd কর্তৃত অনুবাদিত (১৮১২) হতে গৃহীত: মোস্তফা-চরিত সহ, ১২৭,১২৮ পৃঃ)

**(২) মদ্য ও শূকর মাংসঃ** "একদা পানোন্মত্ত অবস্থায় মুহাম্মাদ তাঁহার প্রাসাদে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার পুরাতন রোগটির আক্রমণের আশঙ্কা

করিয়া তিনি খুব তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। যাওয়ার সময় সকলকে বলিয়া গেলেন যে, কোন দেবদূতের আহবানে তিনি উঠিয়া যাইতেছেন। এ অবস্থা কেহ যেন তাঁহার অনুসরণ না করে, অন্যথায় দেবদূতের কোপে পড়িয়া তাঁহাকে নিধনপ্রাপ্ত হইতে হইবে। রোগাক্রমণের ফলে মাটিতে পড়িয়া আঘাত প্রাপ্ত না হন- এই উদ্দেশ্যে, অতঃপর তিনি একটা গোবরগাদার উপর উঠিয়া বসিলেন, সেই সময় রোগাক্রমণের ফলে তিনি সেখানে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মুখ দিয়া ফেন বাহির হইতে লাগিল। ইহা দেখিতে পাওয়া মাত্র একপাল শূকর সেখানে ছুটিয়া আসিল ও তাঁহাকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিল এবং এইরূপে মুহাম্মাদের জীবন-লীলার অবসান হইয়া গেল। এই সময় শূকরের চীৎকার শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী ও অন্যান্য পরিজনবর্গ সেখানে ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের প্রভুর শরীরের অধিকাংশই শূকরদল খাইয়া ফেলিয়াছে। তখন তাহারা দেহের অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে একটি স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত কাষ্ঠ পেটিকার মধ্যে স্থাপন করিলেন এবং সকলে একত্র হইয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, স্বর্গের দেবদূতরা প্রভুর শরীরের অল্পাংশ মাত্র মর্ত্যবাসীদিগের জন্য রাখিয়া, আনন্দ কোলাহল সহকারে তাহার অধিকাংশ স্বর্গধামে লইয়া গিয়েছেন। মুসলমান জাতিল শূকরের প্রতি ঘৃণার মূল কারণ ইহাই।

(Flowers of History, (প্রথম খন্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা) Bohn.১৮১৯ 'মোস্তফা-চরিত' সহ, ১২৯ পৃঃ)

**(খ) কুরআন-এর আয়াত ও হাদীস-এর অপব্যাখ্যা করে ইসলামের বিরূদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা।**

**(১) খ্রীষ্টান লেখকগণ সাধারণতঃ** অসাধারণ আগ্রহের সাথে বর্ণনা করিয়া থাকেন যে, হযরত আশৈশব Epilepry (Falling disease) বা মৃগী ও মুর্ছারোগে পীড়িত ছিলেন। পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত গল্পটাকে সূত্ররূপে অবলম্বন করিয়া বহু মিথ্যা ও কষ্ট-কল্পনার সাহায্যে তাঁহারা এই জাজ্বল্যমান মিথ্যাকে জগতময় প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহারা বলেন, হালিমার গৃহে অবস্থানকালে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা হযরতের মূর্ছারোগেরই ফল। এই রোগগ্রস্থ হওয়াতে সময় সময় তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন, এবং এই রোগের বিকারেই তিনি মনে করিতেন যে, খোদার নিকট হইতে তিনি 'বাণী' বা অহি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।



স্যার উইলিয়াম মূর একজন ভদ্র ও উচ্চপদস্থ ইংরেজ। এ-দেশে উচ্চতম রাজপদে অধিষ্ঠান করার সময় তিনি সরকারী তহবিলের মারফতে মুসলমানেরও অনেক 'নুন' খাইয়াছিলেন। তাঁহার লেখা পড়িয়া অনুমান করা যায় যে, তিনি অল্প-বিস্তর আরবীও জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্মযাজকের ফরমাইশ মোতাবেক এবং তাহাদের দুরভিসন্ধি সফল করার জন্যই যে পুস্তক প্রণয়ন করা হইয়াছে, তাহাতে ন্যায় ও সত্যের মস্তকে পদাঘাত না করাই আশ্চর্যের কথা। স্যার উইলিয়াস মূরের লিখিত Life of Mahomet বা মুহাম্মাদের জীবন-চরিত নামক পুস্তকের দুইটি সংস্করণ (১৮৫৭ ও ১৮৬১ সালে) প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের শেষ সংস্করণ প্রচারিত হওয়ার পর ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে স্বনামধন্য মহাত্মা সৈয়দ আহমদ সাহেব লণ্ডন হইতে Essays on the lire of Mohammed নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। মহাত্মা সৈয়দ বিশেষ করিয়া মূর সাহেবের মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা এবং তাহার উল্লিখিত সূত্রগুলির অকিঞ্চিৎকরতা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দেন।

ইহার পর ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মূর সাহেবের পুস্তকের এক নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মূর সাহেব কোন্ গুপ্ত ও গোপনীয় কারণে বাধ্য হইয়া যে পুস্তকে পূর্ব সংস্করণের প্রাগৈছলামিক যুগের আরবীয় ইতিহাস এবং "Most of the notes, with all the reference to original authorities have been omitted throughout amended" প্রায় সমস্ত টীকা ও মূল পুস্তকের যাহা হইতে বিবরণগুলি সংগৃহীত হইয়াছে-'বরাত' গুলি একদম হজম করিয়া দিয়েছেন, এবং কেনইবা পুস্তকখানা সর্ম্পূণভাবে সংশোধিত হইয়াছে। সৈয়দ সাহেব মরহুমের পুস্তকের সহিত মূর সাহেবের পূর্ব সংস্করণের পুস্তকখানা মিলাইয়া দেখিলে তাহা সহজে বোধগম্য হইতে পারিবে।

আলোচ্য প্রসঙ্গেও সৈয়দ সাহেব মরহুম মূর সাহেবকে এমনি করিয়া চাপিয়া ধরিয়াছিলেন যে, তিনি পূর্ব সংস্কাণের লেখাটি সংযত করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। তবে তাহা স্বীকার করার মত সৎসাহস তার নাই বলিয়া নীরবে এই কার্যটি সম্পন্ন করা হইয়াছে।

**মূরের চরম অজ্ঞতাঃ** স্যার উইলিয়াম মূর ইংলণ্ডের একজন অদ্বিতীয় আরবী ভাষাবিদ ও ইসলামিক বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত! হেশামীর বর্ণিত "উছিবা" কে "উমিবা" বলিয়া উল্লেখ করিয়া এবং এই "উমিবা" শব্দের কল্পিত অনুবাদ করিয়া তিনি পূর্ব বর্ণিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

তিনি পূর্ব সংস্করণে বলিয়াছিলেনঃ হেশামী ও তাঁহার পরবর্তী লেখকগণ বলেন, অবস্থা দর্শনে হালিমার স্বামী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, বালকটি (হযরত) "Had a fit" মূর্ছা গিয়াছিল "তিনি পাদটিপ্পনীতে বলিতেছেন যে, আরবীতে এখানে 'উমিবা' শব্দ আছে, উহার অর্থ মূর্ছাগ্রস্থ হইয়াছে।

স্যার উইলিয়াম মূরের এই উক্তির প্রত্যেক বর্ণই ভিত্তিহীন, কল্পিত ও জাজ্বল্যমান মিথ্যা।

**কারণঃ-**

১. হেশামী বা তাঁহার পরবর্তী কোন লেখকই বলেন নাই যে, 'বালক মূর্ছাগ্রস্থ হইয়াছিল' "Had a fit"। হালিমার স্বামী ঐ কথা বলিয়াছেন বলিয়া কোথাও ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ নাই।
২. ইউরোপের ও মিসরের মুদ্রিত হেশামী আমাদের সম্মুখে আছে, কোথাও 'উমিবা' শব্দ নাই। বরং সকল সংস্করণে 'উছিবা' শব্দই বিদ্যমান আছে।
৩. 'উছিবা' শব্দের আভিধানিক অর্থ- "প্রাপ্ত হইয়াছে" আরবী ভাষায় এরূপ স্থলে উহার অর্থ হয়– "ভূত-প্রেত কর্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছে"। সহজ বাংলায় আমরা যেমন বলিয়া থাকি–"রামকে ভূতে পাইয়াছে"।
৪. আরবি ভাষায় আমাদের সামান্য যতটুকু জ্ঞান আছে, এবং প্রধান প্রধান আরবী অভিধানগুলি বিশেষভাবে তন্ন তন্ন করিয়া যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, স্যার উইলিয়ামের উদ্ধৃত এই 'উমিবা' শব্দের অর্থও কোন মতেই "মূর্ছা (Epilepsy) রোগগ্রস্ত হইয়াছে" হইতে পারে না। বরং খুব সম্ভব ম-ও-ব বা ম-য়-ব ধাতুমূলক কোন ক্রিয়াবাচক শব্দই আরবী ভাষাতে নাই।
৫. এই বিবরণ সত্য বলিয়া গৃহীত হইলেও, হালিমার স্বামীর কথায় এই মাত্র জানা যাইতেছে যে, হযরত 'ভূতাবিষ্ট' হইয়াছেন বলিয়া তিনি (হালিমার স্বামী) 'আশঙ্কা' করিয়াছিলেনঃ

"হে হালিমা! আমার ভয় হইতেছে যে, বালক (মুহাম্মাদ) হয়ত ভূতাবিষ্ট হইয়াছে।" হেশামী ও তাঁহার পরবর্তী লেখকগণ এই কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।



৬. হেশামী এই বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, হালিমা হযরতকে লইয়া বিবি আমেনার নিকটে উপস্থিত হইলে এবং এই সকল কথা কহিলে, তিনি (আমেনা) হালিমাকে বলিলেনঃ

"তুমি কি ভয় করিতেছে যে, তাঁহার উপর শয়তানের প্রভাব হইয়াছে? হালিমা বলিলেন, "হাঁ তাহাই বটে।" হালিমার উত্তর শুনিয়া আমেনা বলিলেন, 'অসম্ভব! তাঁহার উপর শয়তানের প্রভাব হইতেই পারে না। আমার পুত্রের মধ্যে একটা মহত্বের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই উক্তি দ্বারা অকাট্যরূপে জানা যাইতেছে যে, 'মূর্ছা' মৃগী বা অন্য কোন রোগের আশঙ্কা কেহই করে নাই। বরং নিজেদের কুসংস্কারবশতঃ সম্ভবত হযরতের চরিত্রের অসাধারণ ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মনে এরূপ একটা আশঙ্কা হইয়াছিল।

৭. 'হেশামীর পরবর্তী লেখকগণ' এই ঘটনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদান করিতেছেনঃ "হালিমা বলিতেছেন, তাঁহার স্বজনগণ বলিলেন, এই বালকটির 'নজর লাগিয়াছে' অথবা 'এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়' এরূপ কোন জিনে তাঁহাকে পাইয়াছে। অতএব তাঁহাকে আমাদিগের 'গুণীণের' নিকট লইয়া যাও, তিনি দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন। (হযরত বলিতেছেন, তাহাদের এই সকল অকারণ আশঙ্কা ও অলীক ধারণার বিষয় অবগত হইয়া) আমি তাহাদিগকে বলিলাম, এ সকল কি (ফাজিল বকাবকি হইতেছে?) যাহা বলা হইতেছে, আমাতে তাহা কিছুই নাই। (তোমরা দেখিতে পাইতেছ না?) আমার জ্ঞানের কোন বৈলক্ষণ্য বা মনের কোনই বিকার ঘটে নাই, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। তখন (হালিমার স্বামী) আমার দুধবাপ বলিলেন- তোমরা দেখিতেছ না, সে কেমন নির্বিকারভাবে (জ্ঞানের) কথা কহিতেছে, আমার নিশ্চিত আশা এই যে, আমার পুত্রের কোনই ভয় নাই।"

(মোস্তফা-চরিত, ২৫০-২৫৩ পৃঃ)

**(২) খ্রীষ্টান লেখকের 'সাধুতা'ঃ** ইসলাম প্রবর্তনের পূর্বে, ধর্মের দিক দিয়ে হযরতের জীবনে ও সাধারণ পৌত্তলিক কোরেশগণের জীবনে যে কোন পার্থক ছিল না, ইহা প্রতিপন্ন করার জন্য আমাদিগের খ্রীষ্টান লেখকেরা যে কিরূপ 'সাধুতার' পরিচয় দিয়াছেন, নিম্নে তাহার একটি নমুনা দিতেছি। "এই নমুনা

দেখিয়া তাঁহাদের অন্যান্য মন্তব্যগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করা পাঠকগণের পক্ষে সহজ হইয়া যাইবে।"

'মার্গোলিয়র্থ সাহেব তৎপ্রণীত জীবণীতে লিখেছেনঃ

"He with Khadijah performed some domestic rite in honour of one of the godesses each night before retiring" (Page 70)

অর্থ্যা মুহাম্মাদ ও খাদিজা উভয়ই নিদ্রা যাইবার পূর্বে, পারিবারিক প্রথানুসারে, প্রতি রাত্রিতে এক দেবীর পূজা করিতেন।" (৭০ পৃষ্ঠা)

'মার্গোলিয়থ সাহেব আরবী জানেন বলিয়া নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যান্য খ্রীষ্টান লেখকগণের পুস্তক হইতে তিনি যে সকল কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমরা কেবল এই বিষয়টির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, এই ঘটনা সম্বন্ধে তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মোছনাদের এক হাদীছের বরাত দিয়াছেন। সুতরাং এইটিই আমাদের বিচার্য।

আমরা প্রথমে মোছনাদ হইতে মূল হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি-

عن عروة قال حدثني جارلخديجة بنت خويلد انه سمع النبى صلعم وهو يقول لخديجة اى خديجة! "والله لا اعبد اللات والعزى والله لا اعبد ابدا"-قال فتقول خديجة "خل اللات خل العزى" قال كانت صنمهم التى كانوا يعبدون ثم يضطجعون-

শাব্দিক অনুবাদঃ ওরওয়া বলেন, খোওয়ালেদের কন্যা খাদিজার জনৈক প্রতিবেসী আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি একদা শুনিলেন, হযরত খাদিজাকে বলিতেছেন- "হে খাদিজা! আল্লাহর দিব্য আমি লাৎ ও ওজ্জার পূজা করি না, আল্লাহর দিব্য কখনও করিব না।' ঐ প্রতিবেসী বলেন, খাদিজা ইহার উত্তরে বলিলেন– দূর করুন লাৎকে, দূর করুন ওজ্জাকে।(অর্থাৎ উহাদের উল্লেখ করার কোন আবশ্যক নাই) ঐ প্রতিবেশী বলিলেন– উহা তাহাদের সেই বিগ্রহ, তাহারা (পৌত্তলিক আরবগণ) শয়ন করিবার পূর্বে যাহার পূজা করিত।



এই হাদীসে كانوا - يعبدون - يضطجعون এই তিনটি ক্রিয়া ও هم সর্বনাম ও বহুবচনমূলক, ইহার স্পষ্ট অর্থ এই যে, পৌত্তলিকগণ শয়ন করিবার পূর্বে তাহার পূজা করিত। হযরত ও খাদিজার কথা হইল বহুবচনমূলক ক্রিয়া প্রযুক্ত না হইয়া দ্বিবচনমূলক শব্দের ব্যবহার করা হইত। 'হযরত' লাৎ ও ওজ্জার পূজা করেন না এবং করিবেন না বলিয়া আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। বিবি খাদিজা তাঁহার মতে মত দিতেছেন; আবার সেই সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া, ঐ বিগ্রহের পূজা করিতেছেন। এ কথার কি কোন অর্থ হইতে পারে?

এই প্রকার অজ্ঞতা বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জঘন্য প্রবঞ্চনা খ্রীষ্টান লেখকগণের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বিদ্যমান।

(মোস্তফা-চরিত, ৩০৪-৩০৫ পৃঃ)

**(৩) আমরা এ প্রসঙ্গে মরহুম আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী সাহেব এর অমর গ্রন্থ 'নবুওতে মোহাম্মাদী' হতে হুবহু উল্লেখ করে দিচ্ছিঃ-**

## একটি ভ্রান্তির অপনোদন

রসূলুল্লাহ (সঃ) বিশ্ববাসীর অনুসরণের জন্য যে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনব্যবস্থা বহন করিয়া আনিয়াছেন এবং তিনি স্বীয় জীবদ্দশায় তাহার পবিত্র জীবনাদর্শ এবং মদীনায় স্থাপিত ইছলামী নবরাষ্ট্রের ভিতর দিয়া যাহা রূপায়িত করিয়াছেন, সেই ইছলামী শরীঅতের প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করার বাসনায় এবং সস্তা উদারতার ডিগ্রী লাভ করার উদ্দেশ্যে একদল লোক কোরআন হইতে কতগুলি আয়াত বাছিয়া বাহির করিয়া প্রমাণিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন যে, আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভ করার জন্য হযরত মোহাম্মাদ মুছতফা আলায়হিছ্ছালাতু ওয়াছ্ছালামের রিছালতকে মান্য করিয়া লওয়া এবং তাঁহার প্রদত্ত আইন কানুনের অনুসরণ করিয়া চলা আবশ্যক নয়। তাঁহাদের বিবেচনায় সৃষ্টিকর্তাকে মানিয়া লইয়া স্ব-স্ব পিতৃপিতামহগণের পরিগৃহিত ধর্মশাস্ত্রের বিধিবিধান প্রতিপালন করিলে অথবা যেগুলি সর্বসম্মত সত্য ও সৎকার্য সেই গুলির অনুসরণ করিয়া চলিলেই যেকোন ধর্মীয় সমাজ অথবা মানুষকে সঠিক পথের পথিক রূপে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

উল্লিখিত অভিমতটি একাধারে যুক্তির দিকদিয়া যেরূপ অচল, কোরআনী শিক্ষার দিকদিয়াও তদ্রূপ উহা সম্পূর্ণ অসত্য। সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন সরল-হৃদয় ব্যক্তিদিগকে বিভ্রান্তির এই মোহজালে জড়িত হইতে দেখিয়া আমরা উল্লিখিত অভিনব সংস্কারবাদীগণের দলীল প্রমাণগুলি সংক্ষেপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ

রছুলুল্লাহ (দঃ) নবুওতের প্রতি উল্লিখিত আস্থাহীন দলটি তাঁহাদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য কোরআনের যেসকল আয়ত তাঁহাদের অভিমতের পোষকতায় সমুপস্থিত করিয়া থাকেন, আমরা বক্ষ্যমাণ পরিচ্ছেদে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। তাঁহারা বলেন, কোরআনের সুরা-আল বাকারার ৬২ আয়াতে বলা হইয়াছে যে,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থঃ যাহারা মোহাম্মদ মুছ্তফার (দঃ) প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছে, তাহারাই হউক অথবা ইয়াহুদরাই হউক কিংবা খ্রীষ্টানরাই হউক কিংবা ছাবীরাই হউক, কেহই হউকনা কেন, যে কেই আল্লাহ এবং চরম দিবসের উপর ঈমান স্থাপন করিয়াছে এবং সদাচারশীল হইয়াছে, তাহারা তাহাদের কৃতকর্মের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবশ্যই লাভ করিবে। তাহাদের জন্য ভয় এবং ভাবনার কোনই কারণ রহিবে না।

সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, মুক্তি লাভের জন্য প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় হইতেছে মাত্র তিনটি বস্তুঃ সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস, কর্মফলে আস্থা এবং সৎকার্যের আচরণ। রছুলুল্লাহর (দঃ) কাহারো বিশ্বাস থাকুক কি না থাকুক, উপরিউক্ত তিনটি বিষয় যাহারা মানিয়া লইবে, তাহারা খ্রীষ্টান হউক, ইয়াহুদী হউক, মুছলিম হউক, যে কোন ধর্মের অনুসারী হউক-তাহারা মুক্তির অধিকারী হইবে।



উল্লিখিত আয়তের বর্ণিতরূপ ব্যাখ্যা এবং প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত সমস্তই ভ্রান্তিপূর্ণ ও দূরভিসন্ধিমূলক। কোরআনে মুক্তির পদ্ধতি স্বরূপ নানা স্থানে প্রয়োজন ভেদে এবং বর্ণনা পদ্ধতির চাহিদা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই আয়াতে যেরূপ আল্লাহ এবং পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস এবং সদাচরণকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, সুরা-ইউনুছের ৬৩ আয়তে সেইরূপ শুধু ঈমান এবং সাধুতার জীবনের প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে, পারলৌকিক জীবনের কোন কথাই উক্ত আয়াতে উল্লিখিত হয় নাই।

আল্লাহ বলিয়াছেনঃ-

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴿٦٢﴾الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴿٦٣﴾

অর্থঃ তোমরা অবহিত হও যে, যাহারা আল্লাহর মিত্র তাহাদের জন্য ভয় এবং ভাবনা নাই, তাহারা আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল এবং সাধুতার অনুসারী।

আবার সুরা-হা-মীম আছছিজদাহর ৩০ আয়াতে শুধু আল্লাহকে প্রভুরূপে মান্য করিয়া লওয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে এই স্থানে মতবাদ ও আচরণের অন্য কোন কথাই উল্লিখিত হয় নাই। আল্লাহ বলেনঃ–

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ

অর্থঃ ইহা নিশ্চিত যে, যাহারা বলিয়াছে– আল্লাহ আমাদের প্রভু! এবং এই উক্তির উপর দৃঢ় রহিয়াছে, ফেরেশতাগণ তাহাদের নিকট অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং বলেন, তোমরা ভয় ও ভাবনা করিও না এবং তোমরা বেহেশ্তের সুসংবাদ গ্রহণ কর।

আবার সুরা আল্ বাকারার ১৭৭ আয়তে সত্যবাদী এবং সাধুগণের জন্য অনেকগুলি বিষয়ের অনুসরণ অবশ্য কর্তব্য বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। এই আয়তে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ এবং পারলৌকিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতা, ঐশীগ্রন্থ এবং নবীগণের প্রতিও আস্থা স্থাপন করিতে হইবে।

আত্নীয়স্বজন, অনাথ, দরিদ্র, পথিক ও ভিক্ষুক এবং ঋণগ্রস্তদিগকে স্বীয় সম্পদের অংশীদার করিতে হইবে। নামাযের প্রতিষ্ঠা, যাকাতপ্রদান, প্রতিশ্রুতিপালন এবং অভাব অভিযোগে ও দুঃখ কষ্টে ধৈর্যাবলম্বন করিতে হইবে।

আল্লাহ বলেনঃ-

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

অর্থঃ শুধু পূর্বে বা পশ্চিমে তোমরা মুখমণ্ডল ঘুরাইবার কার্যে কোন মংগল নাই। পক্ষান্তরে প্রকৃত কল্যাণের অধিকারী তাহারা, যাহারা আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি, ফেরেশ্‌তা ও গ্রন্থের এবং নবীগণের প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছে এবং আল্লাহর প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া আত্নীয়স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, পথিক, ভিক্ষুক এবং যাহাদের স্বন্ধ আবদ্ধ, তাহাদিগকে স্বীয় ধন প্রদান করিয়াছে, নামায প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং যাকাত দিয়াছে এবং যাহারা অংগীকার করিয়া তাহাদের অংগীকার পালন করিয়া থাকে, যাহারা অভাবের তাড়নায় ও পীড়ার প্রকোপে ও শত্রুদের সম্মুখীন হইলে ধৈর্য অবলম্বন করে, প্রকৃতপক্ষে তাহারাই সত্যবাদী এবং তাহারাই সত্যকার সাধু।

আবার সুরা আন-নিছায় আল্লাহর সংগে সংগে ফেরেশতাগণ, ঐশীগ্রন্থসমুহ, রছুলগণ এবং শেষ দিবসের প্রতি আস্থাহীনদিগকে স্পষ্টভাবেই পথভ্রষ্ট বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

আল্লাহ বলিয়াছেনঃ-


وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً

অর্থঃ যাহারা আল্লাহকে এবং তাহার ফেরেশতাগণকে এবং তাহার গ্রন্থসমূহকে এবং তাঁহার রছুলদিগকে এবং শেষ দিবসকে অবিশ্বাস করিল, তাহারা নিশ্চিতরূপে পথভ্রষ্টতার বহু নিম্নে নিপতিত হইয়াছে।

(সূরা নিসাঃ ১৩৬ নং আয়াত)

পুনশ্চ সুরা আল-মুজাদলায় আল্লাহর প্রতি এবং চরম দিবসের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ যাহারা তাহাদের নিদর্শন উল্লিখিত হইয়াছে যে, আল্লাহ এবং রছুলের বিপক্ষদলের সহিত তাহারা কিছুতেই বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়না।

আল্লাহ বলেনঃ-

لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

অর্থঃ হে রছুল, যে জাতী আল্লাহকে বিশ্বাস করিয়াছে এবং শেষ দিবসের প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়াছে, আপনি কদাচ তাহাদিগকে আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের প্রতিরোধকারী দলের সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে দেখিবেন না। সে প্রতিরোধকারীদল তাহাদের পিতৃপিতামহগণ হউক অথবা তাহাদের বংশধররাই হউক অথবা তাহাদের ভ্রাতৃদলই হউক অথবা তাহাদের আত্নীয়স্বজনগণই হউক। (সূরা মুজাদলাহঃ ২২ নং আয়াত)

ফলকথা–সুরা আল-বাকারার দ্বিষষ্টিতম আয়তের সাহায্যে ইহা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করা যে, আধ্যাত্নিক মুক্তির জন্য রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের প্রতি আস্থা স্থাপন করা অপরিহার্য নয়–চরম মূর্খতার পরিচায়ক। কারণ কোরআনের উল্লেখিত আয়তগুলি পাঠ করিয়া দেখিলে খুব সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, ঈমান ও আধ্যাত্নিক মুক্তি লাভের উপায় স্বরূপ কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপ শর্ত উল্লেখ করা হইয়াছে। উল্লিখিত শর্তগুলির সমষ্টিগতভাবে অনুসরণ করিয়া চলিবার জন্যই কোরআন মানব সমাজকে আহবান জানাইয়াছে। বর্ণিত শর্তসমূহের কোনটিকে বাদ দিয়া

মতলব মত যে কোনটিকে অগ্রগণ্য করা প্রবৃত্তিপরায়ণতার পরিচায়ক হইলেও সততা ও বিশ্বস্ততার লক্ষণ নয়।

সুরা আল-বাকারার উল্লেখিত আয়তে শুধু এই কথার উপরেই যোর দেওয়া হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের অনুসরণকারীগণ এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) যাঁহারা অনুগামী হইয়াছেন বলিয়া দাবী করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই শুধু ধর্মের ঢাক পিটাইয়া বা কোন দলবিশেষের শ্লোগান গাহিয়া মুক্তির অধিকারী হইবেন না। রছুলুল্লাহর (দঃ) পূর্ববর্তীগণ এবং তাঁহার অনুসরণকারীগণের মধ্যে যাঁহারাই আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল হইয়াছেন এবং সাধুতার জীবন অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মুছার উম্মত হউন অথবা ঈছার উম্মত হউন অথবা রছুলুল্লাহর (দঃ) উম্মত হউন, সকলেই জাতি ও দল নির্বিশেষে মুক্তির অধিকারী হইবেন। কিন্তু এই আয়তে কুত্রাপি একথা বলা হয় নাই যে, মুছা এবং ঈছা এবং অন্যান্য রছুল আলায়হিমুছ্ ছালামের দলভুক্তরা হযরত মোহাম্মদ মুছ্তফা (দঃ) এর আগমনের পরও তাঁহার প্রতি ঈমান স্থাপন না করা সত্ত্বেও মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। সুতরাং এইরূপ অপব্যাখ্যা সরলমতি অজ্ঞ মুছলমানদিগকে বিভ্রান্ত করার একটি ষড়যন্ত্র ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ

মোহাম্মদী নবুওতের শত্রুদল ছুরত আল-বাকারার একশত অষ্টত্বারিংশ আয়তটিও তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক স্বরূপ উপস্থিত করিয়া থাকেন।

এ আয়তে আল্লাহ বলিয়াছেনঃ–

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً

অর্থঃ প্রত্যেকরই এক একটি দিক রহিয়াছে, যে দিকে সে স্বীয় মুখ ফিরাইয়া থাকে। অতএব তোমরা সৎকার্য সাধনে ধাবিত হও, তোমরা যেস্থানেই থাকনা কেন, আল্লাহ তোমাদের সকলকেই সন্নিবেশিত করিবেন।

(সূরা বাকারাহঃ ১৪৮ নং আয়াত)



নবুওতে মোহাম্মদীর শত্রুদল অজ্ঞ জনসাধারণকে বুঝাইয়া থাকেন যে, উল্লিখিত আয়াতের তাৎপর্য অনুসারে ইবাদত ও উপাসনার ভিতর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণের মধ্যে যে বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলিকে গুরুত্বদান করিতে কোরআনে নিষেধ করা হইয়াছে। মানুষ যে কোন ধর্মের অনুসরণকারী হউকনা কেন এবং ইবাদত ও উপাসনার যেকোন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলুক না কেন, তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সৎকার্য সাধন করিয়া যাওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য এবং ইহাকেই কোরআনে মুক্তির উপায়রূপে উভিহিত করা হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অপরূপ ব্যাখ্যার সহিত কোরআনের উল্লিখিত আয়াতের যাহা সত্যিকার সম্পর্ক, তাহা 'ভানুমতির খাম্বা'র অতিরিক্ত নয়। উল্লিখিত আয়তে ইবাদত ও উপাসনা পদ্ধতির কোন নাম নিশানাও নাই। রছুলুল্লাহ (দঃ) মদীনায় শুভ পদার্পণ করার পরও কিছু দিন যাবৎ পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসরণে বায়তুল মকদছের ছখ্‌রার দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতেন। কিন্তু উল্লিখিত নবীগণের আদি পুরুষ ইবরাহীম ও ইছমাঈল আলায়হিমাছ্ছালাম কা'বার দিকে মুখ করিতেন। খ্রীষ্টানগণ ছখ্‌রা পরিত্যাগ করিয়া পূর্বাভিমুখী হইয়াছিলেন। পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীগণের কিবলা ও বিভিন্ন দিকে অবস্থিত ছিল। রছুলুল্লাহ (দঃ) যখন ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানগণের কিবলা পরিহার করিয়া আল্লাহর নির্দেশ মত স্বীয় আদি পিতা হযরত ইবরাহীম ও ইছমাঈলের পরিগৃহীত কিবলার দিকে মুখ ফিরাইয়া নামায আরম্ভ করিয়া ছিলেন, তখন ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানগণ হযরতের (দঃ) আচরণে অতিশয় রুষ্ট হইয়া নানাবিধ বিরূপ মন্তব্য করিতে লাগিল।

আল্লাহ এই সকল বাদানুবাদের সমাধানকল্পে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়া ছিলেন যে, আল্লাহর তাওহীদ এবং পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস এবং কর্মফলের প্রতি আস্থা স্থাপনের ন্যায় নির্দিষ্ট কোন দিকের অনুগামী হওয়া ধর্মের এরূপ কোন অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অংগ নয় যে, তজ্জন্য ইয়াহুদ ও খ্রীষ্টান দলের এতটা হট্টগোলের কারণ হইতে পারে। কারণ তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণও এমনকি স্বয়ং তাঁহারাও এক কিবলায় সম্মিলিত হইতে পারেন নাই। আল্লাহ্ স্বীয় অপরিসীম অনুগ্রহে পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন ধর্মকেন্দ্র ও নাভিস্থলকে মুছলিম জাতির কিবলারূপে মনোনীত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এবিষয়ে বাদানুবাদ ও কলহ বিবাদ নিরর্থক। এই সকল ব্যবহারিক বিধিনিষেধ

সম্পর্কে বাগবিতণ্ডা পরিহার করিয়া আল্লাহর ওয়াহীর অনুসরণ করিয়া চলাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। যেমন কোন্ নামাযের রাক্আতের সংখ্যা কত হইবে, রুকূ একবার আর সিজ্দা দুইবার হইবে কেন, এ সকল বিষয়ে তর্কবিতর্ক না করিয়া আল্লাহর ওয়াহীর অনুসরণ করিয়া চলাই বিশ্বাস পরায়ণগণের কর্তব্য। ইহার পরিবর্তে আল্লাহর প্রীতি অর্জন করিতে হইলে কোন দিক্ বিশেষের পূজা ও প্রণতি উপকারী হইবে না। ইহার জন্য আবশ্যক সততা ও সাধুতার জীবন যাপন করা এবং এই সততা ও সাধুতার ব্যাখ্যা কি, তাহা উক্ত ছুরতেরই কয়েক পৃষ্ঠার পর বিশদরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ বলেন, শুধু পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরাইবার কার্যে কোন মংগল নিহিত নাই। পক্ষান্তরে প্রকৃত মংগলের অধিকারী হইবে উহারা, যাহারা আল্লাহর প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি, ফেরেশতাগণের প্রতি এবং মহামান্বিত গ্রন্থের প্রতি এবং নবীগণের প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছে এবং আল্লাহর প্রীতি অর্জন মানসে আত্মীয় স্বজন, অনাথ, দরিদ্র, পথিক, ভিক্ষুক এবং যাহাদের স্কন্ধ আবদ্ধ তাহাদের মধ্যে স্বীয় সম্পদ বন্টন করিয়াছে, নামায প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং যাকাত দিয়াছে, আর যাহারা অভাবের তাড়নায় পীড়ার প্রকোপে এবং শত্রুদলের সমুখীন হইলে ধৈর্য অবলম্বন করে- প্রকৃতপক্ষে তাহারাই সত্যবাদী এবং তাহারাই সত্যকার সাধু। (সূরা বাকারাঃ ১৭৭ নং আয়াত)

## **ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ**

নবুওতে-মোহাম্মদীর প্রতি আস্থাহীনের দল তাহাদের দুরভিসন্ধির সহায়করূপে সুরা আল-হজ্বের নিম্নলিখিত আয়াতটিও বিশেষ যোরের সহিত উপস্থাপিত করিয়া থাকে।

আল্লাহ বলিয়াছেনঃ–

لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾



অর্থঃ আমরাই প্রত্যেক দলের জন্য উপাসনা পদ্ধতি নির্ধারিত করিয়া দিয়াছি, তাহারা তদনুসারে উপাসনা করিয়া থাকে। অতএব তাহারা যেন এই বিষয়ে আপনার সহিত কলহে প্রবৃত্ত না হয়। আপনি আপনার প্রভুর পথে মানব সমাজকে আহবান করিতে থাকুন। নিশ্চয় আপনি, হে রছুল (দঃ), হিদায়তের সঠিক পথে রহিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও যদি তাহারা আপনার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে বলুন, তোমাদের কৃতকর্মের বিবরণ আল্লাহ উত্তমরূপেই অবগত আছেন। তোমরা যে সকল বিষয় মতভেদ করিতেছ, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ সেগুলির মীমাংসা করিয়া দিবেন।

(সূরা হজ্বঃ ৬৭-৬৯ নং আয়াত)

উল্লেখিত আয়াত তিনটির তাৎপর্য পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু নবুওতে-মোহাম্মদীর অবজ্ঞাকারী দল শেষোক্ত আয়াত দুইটিকে পরিহার করিয়া শুধু প্রথম আয়াতের সাহায্যে প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছে যে, পৃথিবীর যে কোন ধর্ম সম্প্রদায় হউক না কেন, তাহারা স্বস্ব শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া চলিলেই মুক্তির অধিকারী হইতে পারিবে। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে আয়তটির তাৎপর্য লক্ষ্য করিলেই উক্ত দলের ভ্রান্তি অথবা দুরভিসন্ধি সহজেই ধরা পড়িয়া যাইবে। উক্ত আয়তেরই শেষাংশে রছুলুল্লহের (দঃ) প্রচারিত হিদায়তকে সঠিক বলিয়া স্বীকৃতি দান করা হইয়াছে।

সুতরাং যাহা প্রকৃত সঠিক, তাহার সমকক্ষ ও প্রতিকূল মতবাদ এবং আচরণকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করা কিছুতেই যুক্তিসংগত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেনা। আয়তে কথিত ‘উম্মতের’ তাৎপর্য হইতেছে পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসরণকারী দল। ধর্মে মৌলিকনীতি সমূহের দিক দিয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রচারিত ধর্ম এবং অন্যান্য নবী ও রছুলগণের প্রচারিত মৌলিক শিক্ষার মধ্যে কোনই বৈষম্য নাই। ব্যবহারিক আচরণের দিক দিয়া সাময়িক ও আঞ্চলিক প্রয়োজন অপ্রয়োজন অনুযায়ী পূর্ববতী জাতিসমূহের মধ্যে অবশ্যই তারতম্য ঘটিয়াছে। রছুলুল্লাহ (দঃ) ইবাদতের যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন, পল্লবগ্রাহীর দল সেগুলির কতক অংশ নিজেদের ব্যবহারিক আচরণের অনুরূপ দেখিতে না পাইয়া ধর্মের মূল নীতিকেই অস্বীকার করিয়া বসিয়াছিল। উল্লিখিত আয়তগুলিতে পল্লবগ্রাহীদের এই আচরণের অশেষ নিন্দাবাদ এবং রছুলুল্লাহকে (দঃ) সান্তনা প্রদান করা হইয়াছে।

বায়যাভী এই আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেনঃ–

হে রসূল (দঃ) অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ দ্বীণের আদেশ নিষেধ এবং শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান লইয়া যেন আপনার সহিত বিবাদ বিসম্বাদ না করে, কারণ তাহারা হয় মুর্খ নয় হিংসুখ। আপনার প্রচারিত ধর্মের সত্যতা এতই সুস্পষ্ট যে, উহাতে বাগবিতণ্ডার অবকাশ নাই। আয়তের এরূপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে যে, ইহার সাহায্যে বিধর্মীদের কথায় মনোযোগ দিতে এবং তাহাদের সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হইতে রছুলুল্লাহ (দঃ) কে নিষেধ করা হইয়াছে– (৩) ২১৩ পৃঃ।

কোরআনের ভাষ্যকারগণ ইহাও লিখিয়াছেন যে, খুযাআ গোত্রের লোকেরা মুছলমানদিগকে বলিত, তোমাদের একি আচরণ? আল্লাহ স্বহস্তে যাহা যবহ্ করিয়াছেন (অর্থ্যাৎ মৃত) তাহা তোমরা ভক্ষণ করনা আর তোমরা স্বহস্তে যাহা যবেহ কর তাহা ভক্ষণ করিয়া থাক। তাহাদের এই উক্তির জওয়াবে কোরআনের উল্লিখিত আয়াতটি অবর্তীণ হয়– দুররে মনছুর (৪) ৩৬৯ পৃঃ।

ইবনে কছীর লিখিয়াছেন যে, আল্লাহ তদীয় রছূলকে (দঃ) তাঁহার রবের পথে আহবান করার যে আদেশ দিয়াছেন এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) সঠিক ও সুস্পষ্ট পথে দৃঢ় রহিয়াছেন একথার তাৎপর্য কোরআনের অন্য আয়তেও কথিত হইয়াছে।

আল্লাহ বলিয়াছেনঃ-

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

অর্থঃ হে রছুল (দঃ) আল্লাহর আয়াতসমূহ আপনার নিকট অবতীর্ণ হইবার পর তাহারা যেন আপনাকে প্রতিহত করিতে না পারে এবং আপনি আপনার প্রভুর পথে মানবমণ্ডলীকে সর্বদা আহবান করিতে থাকেন এবং আপনি কদাচ মুশরিকগণের অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

(সূরা আল কছছঃ ৮৭ নং আয়াত)

আর আল্লাহ যে একথা বলিয়াছেন, তাহারা যদি অনর্থক হে রছুল (দঃ) আপনার সহিত বাগবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে আপনি বলুন, তোমাদের কৃতকর্মের বিবরণ আল্লাহ উত্তমরূপে অবগত রহিয়াছেন।



এই আয়তের ব্যাখ্যা ছুরত ইউনুছের ৪১ আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে। আল্লাহ তদীয় রছুল মোহাম্মাদ মুছ্তফা (দঃ) কে আদেশ করিয়াছেন–

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

অর্থঃ হে রছুল (দঃ) যদি তাহারা আপনার সত্যতাকে অস্বীকার করে তাহা হইলে আপনি বলুন, আমার আচরণ আমার জন্য। আর তোমাদের আচরণ তোমাদের জন্য। আমি যাহা করি তাহার সহিত তোমাদের কোন সর্ম্পক নাই আর তোমরা যাহা কর তাহার সাথেও আমি নিঃসর্ম্পক।

(সূরা ইউনুছঃ ৪১ নং আয়াত)

"তোমাদের কৃতকর্মের বিবরণ আল্লাহ্ উত্তমরূপে অবগত আছেন।" আল্লাহর এই উক্তির মধ্যে নবুওতে-মোহাম্মদীর অমান্যকাররীগণের জন্য আল্লাহর অশেষ ক্রোধ এবং ভারী দণ্ডের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে এবং এই জন্যই আয়াতের শেষাংশে আদেশ করা হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহকে (দঃ) যাহারা ব্যবহারিক আচার অনুষ্ঠানের বৈষম্যের মীমাংসাকারী মান্য করিতেছে না, তাহাদের যাবতীয় মতবৈষম্য ও কলহবিবাদের বিচার কিয়ামতের দিবসে স্বয়ং আল্লাহ করিবেন–তফছির-ইবনে কছীর (৫) ৬০৯ পৃঃ

ফলকথা, ছুরত আলহজ্বের আয়তটি নবুওতে মোহাম্মদীর সত্যতা এবং উহা মান্য করিয়া লইবার অপরিহার্যতার অকাট্য দলীল, এরূপ দিবালোকের ন্যায় উজ্জল এবং স্পষ্ট প্রমাণকে নবুওতে মোহাম্মদীর প্রতিকূলে উপস্থাপিত করা ইয়াহুদী-স্বভাবের অন্যতম নির্দশন ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ সকলকে সত্য কথা উচ্চারণ করার এবং সত্য পথে চালিত হইবার ক্ষমতা দান করুন। (নবুওতে-মোহাম্মদী,৪৬, ৪৭, ৫২-৬৬ পৃঃ)

**উক্ত দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম যে, কিভাবে ইসলামের শত্রুগণ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনী গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে নবী (সাঃ) এর চরিত্রে আক্রমণ করেছে এবং কিভাবে পবিত্র কুরআন এর আয়াতের অপব্যাখ্যা করে এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীসের ভুল ব্যাখ্যার দ্বারা ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে।**

# জিহাদ ও ক্বিতালের বিরোধিতায় মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ও তার দল

জ্ঞান গবেষণায় এবং ঐতিহাসিকভাবে এ কথা প্রমাণিত যে, কাদিয়ানী মতবাদ ইংরেজদের রাজনৈতিক গর্ভের জারজ সন্তান। ব্যাপারটি ছিল এই যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে হিন্দুস্তানের বিখ্যাত ও সুপরিচিত মুজাহিদ হযরত সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (মৃ-১২৪৬ হিজরী) জেহাদের যে আন্দোলন শুরু করেন তাতে মুসলমানদের মাঝে জেহাদ ও কোরবানীর স্পৃহা আগুনের মত জ্বলে উঠে। তাদের বুকে ইসলামী বীরত্বের জযবা ও উৎসাহ প্রবল হতে থাকে। অগণিত মুসলমান স্বীয় প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে এ আন্দোলনের পতাকাতলে একত্র হন। তাঁর তৎপরতা বৃটিশ সরকারের জন্য অস্বস্তিকর ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এদিকে সুদানে শায়খ মুহাম্মাদ আহমাদ সুদানী জেহাদের ডাক দেন। তাতে সুদানে বৃটিশ ক্ষমতায় কম্পন শুরু হয়। তারা এটা ভাল করেই জানতো যে, এ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ একবার যদি জ্বলে উঠে তাহলে এটা নির্বাপিত করা আর সম্ভব নয়।

অন্যদিকে সাইয়েদ জামাল উদ্দিন আফগানির ইসলামী ঐক্যের আন্দোলন দিকে দিকে প্রসার ও মুসলমানদের মাঝে তা গ্রহণযোগ্য হতে দেখে তারা এ সমস্ত বিপদ অনুধাবন করতে পারে। তারা মুসলমানদের মেজায ও স্বভাব সম্পর্কে গভীরভাবে গবেষণা করেছিল। কেননা তাদের জানা ছিল যে, মুসলমানদের মন-মস্তিস্ক ধর্মীয় প্রভাবে প্রভাবিত। ধর্মই তাদেরকে উজ্জীবিত করতে পারে এবং ধর্মই তাদেরকে শান্ত করে দিতে পারে। অতএব মুসলমানদের দমন ও নিস্তেজ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে, তাদের আক্বীদা ও ধর্মীও মনমানসিকতার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। ধর্মীয় পথ ছাড়া মুসলমানদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার দ্বিতীয় কোন বিকল্প নেই।

এ লক্ষ্য অর্জনে বৃটিশ সরকার এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, মুসলমানদের মধ্য থেকেই কোন এক ব্যক্তিকে অতি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় পদবীর ছত্রছায়ায় আত্মপ্রকাশ করানো, যার বদৌলতে সাধারণ মুসলমান ভক্তিসহকারে তার দরবারে সমবেত হবে। ঐ ব্যক্তি অনুসারীদেরকে সরকারের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার এমন শিক্ষা দিবে যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে ইংরেজদের আর



কোন বিপদাশঙ্কা থাকবে না। এটা ছিল বৃটিশ সরকারের একটি চক্রান্ত। কেননা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি পরিবর্তনের দ্বিতীয় এমন কোন পন্থা এরচেয়ে বেশি কার্যকরী ছিল না। মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ছিলো একজন ভারসাম্যহীন রোগী। সে মনে মনে তীব্রভাবে এমন একটি নতুন ধর্মের প্রবর্তক হওয়ার আশা পোষণ করত, যার কিছু অনুসারী হবে এবং কিছু লোক তার উপর ঈমান আনবে। তাছাড়া ইতিহাসেও যেন তার নাম ও মর্যাদা ঠিক তদ্রুপ হয় যেমন রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ছিল।

ইংরেজরা এ কাজের জন্য একজন উপযুক্ত লোকের সন্ধান পেলো। বলা যায় তার ব্যক্তিত্বে একজন এজেন্টের চরিত্র পাওয়া যায় যে তাদের স্বার্থে মুসলমানদের মাঝে কাজ করবে। অতএব সে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে কাজ শুরু করে দিল। প্রথমে মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবী করলো। তারপর একধাপ অগ্রসর হয়ে ঈমাম মাহদীতে পরিণত হ'ল। এবং শেষ পর্যন্ত নবুওয়াতের সিংহাসনে সমাসীন হয়। এভাবে ইংরেজরা যা চাচ্ছিল তা পূর্ণ হলো। কাদিয়ানী এ ব্যক্তিটি চমৎকারভাবে তার অভিনয় করে। আর ইংরেজরাও তার পৃষ্ঠপোষকতায় কোন ত্রুটি করেনি। তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান এবং তার কাজে সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করে। গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীও সরকারের এ সমস্ত উপকারের কথা ভুলে যায়নি। বরঞ্চ এ কথা সে সব সময় স্বীকার করতো যে, তার এ যশ ও খ্যাতি একমাত্র বৃটিশ সরকারেরই অবদান। তাই দেখা যায় সে তার লিখিত কোন বক্তব্যে নিজেকে বৃটিশ সরকারের "স্বউদপাদিত বৃক্ষ" বলে ঘোষণা দেয়।

অন্য স্থানে নিজের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা এবং বিভিন্ন সেবামূলক কাজের ফিরিস্তি বর্ণনা করতে গিয়ে সে লিখেঃ

আমার বয়সের অধিকাংশ সময় ইংরেজ সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতায় অতিবাহিত হয়েছে। আমি জেহাদের বিরুদ্ধে ও ইংরেজদের আনুগত্যের পক্ষে এত বেশী বইপত্র লিখি এবং ইশতেহার প্রচার করি যদি সেগুলো একত্র করা হয় তা হলে পঞ্চাশটি আলমারী তা দ্বারা পূর্ণ করা যাবে। আমি বইগুলো সমস্ত আরব দেশ, মিসর, শাম, কাবুল ও রোম পর্যন্ত পৌঁছে দেই। (দেখুনঃ মির্যা কাদিয়ানী লিখিত তিরয়াকুল কুলূব, ১১৫ পৃষ্ঠা)

অন্য এক স্থানে সে লিখে,

**"আমার শৈশবকাল হতে আজ পর্যন্ত যা প্রায় ষাট বছরের কাছাকাছি হবে আমি এ কাজেই ব্যস্ত ছিলাম যে, লিখনি ও বক্তব্যের মাধ্যমে কিভাবে মুসলমানদের দিল–দিমাগে বৃটিশ সরকারের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা জন্মানো যায়, কিভাবে তাদেরকে ইংরেজদের হিতাকাংখী ও খয়ের খা বানানো যায় এবং কিভাবে তাদের কিছু অবুঝ ও নির্বোধ লোকের মন থেকে জেহাদ ইত্যাদি সম্পর্কিত ভুল ধারণা দূর করা যায় যা তাদেরকে আন্তরিকতা ও অকৃত্রিম সম্পর্ক থেকে বিরত রাখছে।**

মির্যা রচিত "শাহাদাতুল কুরআনের" সংযোজন অধ্যায়, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১০)।

উক্ত বইতেই একটু পরে সে লিখেঃ-

**"এটা আমার বিশ্বাস, যেভাবে আমার ভক্তদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে সেভাবেই জেহাদে বিশ্বাসীদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। কেননা আমাকে মাসীহ ও মাহদী স্বীকার করা মানেই জেহাদকে অস্বীকার করা"।** (পৃষ্ঠা ১৭)

অন্য এক স্থানে সে বলেঃ

আমি অনেক বই আরবী, ফার্সী ও উর্দূতে এ উদ্দেশ্যেই লিখেছি যে,

**এ পরোপকারী সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ কখনো জায়েয নেই। বরঞ্চ নিষ্ঠার সাথে তার আনুগত্য করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ।**

সুতরাং বইগুলো অনেক অর্থ ব্যয়ে প্রকাশ করে ইসলামী দেশসমূহে পৌঁছে দেই। আমি জানি, এ দেশেও (ভারতে) বইগুলোর অনেক প্রভাব পড়েছে। আমার সাথে যাদের মুরিদ হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে তারা সর্বান্তকরণে এ সরকারের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতিশীল একটি দলে পরিণত হয়েছে। তাদের চারিত্রিক অবস্থা অনেক উর্দ্ধে। আমি মনে করি তারা সবাই এ দেশের জন্য বরকত স্বরূপ এবং সরকারের জন্য উৎস্বর্গীকৃত প্রাণ।"



## দ্রষ্টব্যঃ "বৃটিশ সরকারের প্রতি মির্যা গোলাম আহমাদের আবেদন"।

মির্যা গোলাম আহমাদের এ আন্দোলন এবং তার দল ইংরেজ সরকারের জন্য পরীক্ষিত গোয়েন্দা, বিশ্বস্ত বন্ধু, নিবেদিত প্রাণ কিছু লোক তৈরী করেছে। এ দলের বাছাই করা কিছু লোক ভারতের ভিতরে ও বাইরে ইংরেজ সরকারের বহু গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দেয় এবং এর জন্য তারা জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি। যেমন, আবদুল লতিফ কাদিয়ানী। সে আফগানিস্তানে কাদিয়ানী মতবাদের প্রচার ও জেহাদের বিরোধতা করেছিল। তাকে আফগান সরকার হত্যা করে। কেননা তার প্রচারণার কারণে এ আশঙ্কা দেখা দেয় যে, জিহাদী প্রেরণা ও যুদ্ধোৎসাহী হিসাবে বিশ্বব্যাপি আফগান জাতির যে সুপরিচিতি রয়েছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। এভাবে মোল্লা আবদুল হালিম কাদিয়ানী ও মোল্লা নূর আলী কাদিয়ানীও ইংরেজ সরকারের স্বার্থেই আফগানিস্তানে প্রাণ বিসর্জন দেয়। কেননা আফগান সরকার তাদের থেকে এমন কতগুলো চিঠি ও কাগজপত্র উদ্ধার করে যাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তারা বৃটিশ সরকারের এজেন্ট ছিল এবং আফগান সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। যেমনটি **১৯২৫** সালে আফগান পররাষ্ট্র মন্ত্রীর এক বিবৃতিতে জানা যায়। কাদিয়ানীদের সরকারী মুখপাত্র "আল-ফজল" **১৯২৫** সালের **৩** রা মার্চ সংখ্যায় এ বিবৃতি প্রচার করে এবং প্রাণ বিসর্জনে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করে। তারই ভিত্তিতে এই কাদিয়ানী গোষ্ঠি তার যাত্রালগ্ন হতে এখন পর্যন্ত সর্বদা সর্ব প্রকার দেশীয় আন্দোলন হতে বিরত থাকে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে না মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী অংশ নেয়, না তার পরে কেউ অংশ নেয়। শুধু তাই নয়, ইংরেজদের মোড়লীপনার ছত্রছায়ায় ইউরোপীয় তল্পীবাহকদের হাতে মুসলিম বিশ্বের উপর অত্যাচারের যে ষ্টিমরোলার চালানো হচ্ছিল তা তাদেরকে শোকের পরিবর্তে আনন্দ দিয়েছিল। সাধারণ ব্যবস্থা, ইসলামী বিষয়াদী অথবা রাজনৈতিক অনুভূতি ও ইসলামী প্রেরণার প্রতিফল হিসাবে সৃষ্ট ইসলামী আন্দোলন, এসব ব্যাপারে কখনো তাদের মাথাব্যাথা ছিল না। সব সময় মাযহাবী তর্ক এবং মুখরোচক কথাবার্তাই তাদের কাজ ছিল।

(কাদিয়ানী মতবাদ, ইসলাম ও নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী; অনুবাদঃ হাফেজ আবুল বারাকাত মুহাম্মাদ হিজবুল্লাহ, সহকারী অধ্যাপক, আল-কুরআন ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ, [(কাদিয়ানীদের স্বরূপ) ১৭-২১ পৃঃ])

## ২য় অধ্যায়ঃ

# অপব্যাখ্যার জবাব



# ইয়াহুদী এজেন্টদের জিহাদ ও ক্বিতাল এর বিরুদ্ধে বহুমুখি হামলা

## * ইয়াহুদী এজেন্টদের প্রথম হামলা জিহাদ-এর গুরুত্ব হ্রাস করা

"ক্বিয়ামত পর্যন্ত একদল হকপন্থী লোক চিরকাল খালেছ তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে যাবেন। যদিও তাদের সংখ্যা কম হবে। অবশেষে ইমাম মাহদীর আগমনের ফলে ও ঈসা (আঃ) এর অবতরণকালে পৃথিবীর কোথাও 'ইসলাম' ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। ইসলামের এই অগ্রযাত্রা তার রাষ্ট্রীয় শক্তির বলে হবে না, বরং এটা হবে তার তাওহীদী দাওয়াতের কারণে।"

"অতএব যে ধরণের রাষ্ট্রে বসবাস করিনা কেন, প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব হ'ল জনগণের নিকটে তাওহীদের দাওয়াত' পৌছানো। একজন পথ ভোলা মানুষের আক্বীদা ও আমলের পরিবর্তন রাষ্ট্রশক্তি পরিবর্তনের চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।"

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন,

فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

আল্লাহর কসম! যদি তোমার দ্বারা আল্লাহ একজন লোককেও হেদায়াত দান করেন, তবে সেটা তোমার জন্য সর্বোত্তম উট কুরবানী করার চেয়েও উত্তম হবে।'

ভারতে মুসলমানেরা সাড়ে ছয়শো বছর রাজত্ব করেছে। বাংলাদেশে ইংরেজরা ১৯০ বছর রাজত্ব করেছে। কিন্তু আকীদা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তা খুব সামান্যই প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। অতএব রাষ্ট্রশক্তির জোরে নয়, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে তার অন্তর্নিহিত আদর্শিক শক্তির জোরে।" - ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি

(লেখক, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, প্রকাশকাল, মার্চ ২০০৪ ইং, ফাল্গুন ১৪১০ বাং, মুহাররম ১৪২৫ হিঃ ৩৭, ৩৮ পৃঃ)

“**জিহাদ আন্দোলন ১ম পর্যায় শহীদায়েন (রহঃ)ঃ** পৃথিবীর বুকে এযাবত সৃষ্ট যেকোন সংস্কার প্রচেষ্টা মূলতঃ দু’ভাবেই সম্পাদিত হয়েছে।

১. চিন্তাধারার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে।

২. রাজনৈতিক বিজয় সাধনের মাধ্যমে।

প্রতমোক্তটিই সর্বাপেক্ষা মোক্ষম হাতিয়ার এবং স্থায়ী ফলদানকারী। দ্বিতীয়টি ক্ষণস্থায়ী এমনকি স্থায়ী হলেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধনে ব্যর্থ হয়। উপমহাদেশে অন্যূন সাড়ে ছয়শো বছরের মুসলিম শাসন (১২০৬-১৮৬২ খৃঃ) ও প্রায় দু'শো বছরের (১৭৫৭-১৯৪৭ খৃঃ) ইংরেজ শাসন উক্ত ব্যর্থতার বাস্তব দলীল।”

-আহ্‌লেহাদীস আন্দোলন, ২৫৫ পৃঃ

(লেখক, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ ইং, মাঘ ১৪০২ বাং, রামাযান ১৪১৬ হিঃ)

**লেখক (ক) জিহাদ ও ক্বিতালের গুরুত্ব খাটো করে দেখিয়েছেন এবং**

**(খ) দাওয়াতের গুরুত্ব বেশী করে দেখিয়েছেন তিনটি প্রমাণের মাধ্যমে–**

(১) ক্বিয়ামত পর্যন্ত একদল হকপন্থী লোক তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে যাবেন এবং ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ) এর সময় এর পূর্ণতা লাভ করবে।

(২) فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ এই হাদীসের মাধ্যমে (এবং)

(৩) ভারতে মুসলমানদের সাড়ে ছয়শো বছর রাজত্ব ও ব্যর্থতার দ্বারা।

অতএব তিনি উপরোক্ত তিনটি প্রমাণের মাধ্যমে জিহাদ ও ক্বিতালের গুরুত্ব হ্রাস করে দাওয়াতের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।

(ক) ইসলামের এই অগ্রযাত্রা তার রাষ্ট্রীয় শক্তির বলে হবে না, বরং এটা হবে তার তাওহীদী দাওয়াতের কারণে।

(খ) একজন পথভোলা মানুষের আক্বীদা ও আমলের পরিবর্তন রাষ্ট্র শক্তি পরিবর্তনের চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।



(গ) অতএব রাষ্ট্রশক্তির জোরে নয়, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে তার অন্তর্নিহিত আদর্শিক শক্তির জোরে।

(ঘ) প্রথমোক্তটিই সর্বাপেক্ষা মোক্ষম হাতিয়ার এবং স্থায়ী ফলদানকারী। দ্বিতীয়টি ক্ষণস্থায়ী।

**আমরা এখানে আলোচনা করব, প্রকৃতপক্ষে তাঁর দাবী সঠিক কি-না।**

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾

অর্থঃ (১) হে চাদরাবৃত (২) উঠুন, সতর্ক করুন (৩) আপনার পালন কর্তার বড়ত্ব ঘোষণা করুন (৪) আপন পোশাক পবিত্র করুন (৫) এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন (৬) অধিক প্রতিদানের আশায় অন্যকে কিছু দিবেন না (৭) এবং আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সবর করুন।

(সূরা মুদ্দাস্‌সিরঃ ১-৭ নং আয়াত)

এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তিন বছর পর্যন্ত গোপনে ইসলামের প্রচার করতে লাগলেন।

আল্লাহ বলেনঃ-

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

অর্থঃ এবং তুমি (মুহাম্মাদ) তোমার নিকটাত্নীয়দেরকে (আল্লাহর আযাব সর্ম্পকে) ভীতি প্রদর্শন করো।

(সূরা শুআরাঃ ২১৪ নং আয়াত)

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

অর্থঃ তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, সেটা খোলাখুলি ঘোষণা করো এবং মুশরিকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।

(সূরা হিজরঃ ৯৪ নং আয়াত)

এই দুইটি আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রকাশ্যে ইসলামের প্রচার করতে লাগলেন।

## জিহাদের প্রথম আয়াতঃ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

অর্থঃ যাদের সাথে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকেও যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হলো। কেননা তারা মযলুম। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। (সূরা হজ্বঃ ৩৯ নং আয়াত)

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণের মদীনা হতেও বের করে দেওয়ার উপক্রম হয় এবং মক্কাবাসী কাফিররা মদীনা আক্রমণ করতে উদ্যত হয় তখন জিহাদের অনুমতির এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। বহু পূর্ব যুগীয় গুরুজন হতে বর্ণিত আছে যে, জিহাদের প্রথম আয়াত এটাই যা কুরআনুল কারীমে অবতীর্ণ হয়।

(ইবনে কাসীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

## জিহাদের দ্বিতীয় আয়াতঃ

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ

অর্থঃ এবং যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের সাথে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো এবং সীমা অতিক্রম করো না; নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভাল বাসেন না। (সূরা বাক্বারাহঃ ১৯০ নং আয়াত)

হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন যে, মদীনা শরীফে জিহাদের হুকুম এটাই প্রথম অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) শুধুমাত্র ঐ লোকদের সাথে যুদ্ধ করতেন যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করতো। যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করতো না তিনিও তাদের সাথে যুদ্ধ করতেন না। অবশেষে সূরা-তাওবা অবতীর্ণ হয়। আবদুর রহমান বিন যায়েদ আসলাম (রঃ) একথা পর্যন্ত বলেন যে, এই আয়াতটি রহিত।

এটাকে রহিত করার আয়াত হচ্ছেঃ-

فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ

অর্থঃ মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করো। (সূরা তাওবাঃ ৫) এই আয়াতটি। (ইবনে কাসীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)



## জিহাদের তৃতীয় আয়াতঃ

فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থঃ অতএব, যখন নিষিদ্ধ মাসগুলি অতীত হয়ে যাবে তখন ঐ মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং ঘাটি-স্থল সমূহে তাদের সন্ধানে অবস্থান কর, অতঃপর যদি তারা তাওবা করে নেয়, সালাত আদায় করে এবং যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও; নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমা পরায়ণ, পরম করুণাময়। (সূরা তাওবাঃ ৫ নং আয়াত)

**অতএব, যখন নিষিদ্ধ মাসগুলি অতীত হয়ে যাবে তখন ঐ মুশরিকদেরকে যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর, তাদেরকে পাকড়াও কর, অবরোধ কর এবং ঘাটিস্থল সমূহে তাদের সন্ধানে অবস্থান কর, আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ 'যেখানেই পাও' সুতরাং এটা সাধারণ নির্দেশ। অর্থাৎ 'ভূ-পৃষ্ঠের যেখানেই পাওনা কেন, তাদেরকে বধ কর, পাকড়াও কর' ইত্যাদি। হারাম শরীফ ব্যতীত।**

কেননা, আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ-

وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ

অর্থাৎ "তোমরা তাদের সাথে মসজিদুল হারামের পাশে যুদ্ধ করো না যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা করে। যদি তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে তোমাদেরকেও সেখানে তাদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হলো। (সূরা বাকারাঃ ১৯১ নং আয়াত)

ইচ্ছা করলে তোমরা তাদেরকে হত্যা করতে পার, বন্দী করতে পার, তাদের দূর্গ অবরোধ করতে পার এবং তাদের প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওৎপেতে থেকে সামনে পেলেই মেরে ফেলতে পার। **অর্থাৎ তোমাদের শুধু এই অনুমতি দেয়া হচ্ছে না যে, তাদেরকে সামনে পেয়ে গেলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, বরং তোমাদের জন্যে এ অনুমতিও রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকেই তাদের উপর আক্রমণ চালাবে, তাদের পথ রোধ করে দাঁড়াবে এবং**

**তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে অথবা যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে।** এজন্যেই আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'যদি তারা তওবা' করত: সালাত প্রতিষ্ঠিত করে এবং যাকাত প্রদান করে তবে তাদের রাস্তা খুলে দেবে এবং তাদের উপর থেকে সংকীর্ণতা উঠিয়ে নেবে।

হযরত যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, এটা হচ্ছে তরবারীর আয়াত যা মুশরিকদের সাথে কৃত সমস্ত সন্ধি-চুক্তিকে কর্তন করে দিয়েছে। ইবনু আব্বাসের (রাঃ) উক্তি রয়েছে যে, সূরায়ে বারাআত অবতীর্ণ হওয়ার চার মাস পরে কোন সন্ধি ও চুক্তি অবশিষ্ট থাকে নাই। পূর্ব শর্তগুলী সমতার ভিত্তিতে ভেঙ্গে দেয়া হয়। এখন বাকী থাকে শুধু ইসলাম ও জিহাদ।

(ইবনে কাসীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

## জিহাদের চতুর্থ আয়াতঃ

قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

অর্থঃ যে সব আহলে কিতাব আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা এবং কিয়ামতের দিবসের প্রতিও না, আর ঐ বস্তুগুলিকে হারাম মনে করে না যেগুলিকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল হারাম বলেছেন, আর সত্য ধর্ম (ইসলাম) গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজারূপে জিযিয়া দিতে স্বীকৃত হয়।

(সূরা তাওবাহঃ ২৯ নং আয়াত)

আহলে কিতাবদের সাথে জিহাদের হুকুম হওয়ার এটাই প্রথম আয়াত। ঐ সময় পর্যন্ত আশেপাশের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তাদের অধিকাংশই তাওহীদের পতাকা তলে আশ্রয় নিয়েছিল। আরব উপদ্বীপে ইসলাম স্বীয় জায়গা করে নিয়েছিল। এখন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সংবাদ নেয়ার এবং তাদেরকে সত্য পথ দেখাবার নির্দেশ দেয়া হয়। এ হুকুম অবতীর্ণ হয় হিজরী নবম সনে। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। জনগণকে তিনি স্বীয় সংকল্পের কথা অবহিত করেন। মদীনার চতুস্পার্শ্বের আরবীয়দেরকে যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন এবং প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে রোম সম্রাজ্য অভিমুখে রওয়ানা হন।

(ইবনে কাসীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)



আমরা উপরে কয়েকটি আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ করেছি যে, আল্লাহ তায়ালা রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রথম তিন বছর গোপনে ইসলাম প্রচার করেন। পরে আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দেন এবং নবী (সাঃ) আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেন। মদীনায় হিজরতের পরে আল্লাহ তায়ালা জিহাদের অনুমতি প্রদান করেন পরে জিহাদ ও কিত্বাল ফরয করে দেন। নবী (সাঃ) এবং সাহাবাগণ আল্লাহর ফরয আদায়ের লক্ষে আমরণ জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। এই জিহাদের মাধ্যমেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

## রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, গোটা মানব সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল, এবং সালাত প্রতিষ্ঠিত করে ও যাকাত দেয়। যখন তারা এই সকল কাজ করবে তখন ইসলামের হক ব্যতীত নিজেদের রক্ত ও ধন-সম্পদ আমার হাত হতে রক্ষা করতে পারবে। আর তাদের হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে থাকবে।

(বুখারী, ঈমান অধ্যায়, যদি তারা তওবা করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে অনুচ্ছেদ, হা/২৫, ৮ পৃঃ; সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, ঈমান অধ্যায় ৩৭ পৃঃ)

**হাদীসের শিক্ষাঃ-** রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বাণী أُمِرْتُ **'উমিরতু'** আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নির্দেশ দাতা হচ্ছেন আল্লাহ।

أُقَاتِلَ النَّاسَ 'উক্বাতিলান্নাসা' মানব সমাজের সাথে যুদ্ধ করার। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেহেতু শেষ নবী। তাঁর পরে অন্য কোন নবী নাই। অতএব এই নির্দেশ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

**এই যুদ্ধ কতদিন পর্যন্ত চলবে?**

حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

অর্থাৎ "যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, (১) আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ নাই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল। (২) সালাত প্রতিষ্ঠিত করবে। (৩) যাকাত দেবে।"

অর্থাৎ তাদের নিকট তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার পর তারা যদি অস্বীকার করে, তবে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া যাবে না। বরং তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে 'যতক্ষণ' না তারা "আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল" এই কথার সাক্ষ্য দেয়।

তাওহীদের মূলমন্ত্র এর সাক্ষ্য দেয়ার পর যদি তারা সালাত আদায় না করে যাকাত না দেয় তবে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া যাবে না, বরং তাদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে।

কিন্তু ঐ লেখক মন্তব্য করেছেনঃ 'ইসলামের এই অগ্রযাত্রা তার রাষ্ট্রীয় শক্তির বলে হবে না, বরং এটা হবে তার তাওহীদী দাওয়াতের কারণে'।

(ক) "ক্বিয়ামত পর্যন্ত একদল হকপন্থী লোক চিরকাল খালেছ তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে যাবেন। যদিও তাদের সংখ্যা কম হবে। অবশেষে ইমাম মাহদীর আগমনের ফলে ও ঈসা (আঃ) এর অবতরণ কালে পৃথিবীর কোথাও 'ইসলাম' ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। ইসলামের এই অগ্রযাত্রা তার রাষ্ট্রীয় শক্তির বলে হবে না, বরং এটা হবে তার তাওহীদী দাওয়াতের কারণে।"

**বাস্তবেই কি জিহাদ ও কিত্বাল ব্যতীত শুধু তাওহীদী দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের অগ্রযাত্রা সম্ভব হবে? এবং ইমাম মাহদী ও ঈসা আঃ শুধু দাওয়াতের মাধ্যমেই ইসলামের বিজয় ছিনিয়ে আনবেন। নিম্নে এর আলোচনা করা হলঃ-**

عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغْزُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ



{صحيح مسلم/كِتَاب الْفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ بَاب مَا يَكُونُ مِنْ فُتُوحَاتِ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الدَّجَّالِ}

হযরত নাফে' ইবনে উত্‌বা (রাঃ) বলেন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমরা আরব উপদ্বীপে যুদ্ধ অভিযান চালাবে এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তাতে বিজয়ী করবেন। অতঃপর পারস্যের সাথে যুদ্ধ করবে, তাতেও আল্লাহ তোমাদের জয়যুক্ত করবেন। তারপর রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তাতেও আল্লাহ তোমাদেরকে জয়যুক্ত করবেন। তারপর তোমরা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে, তাতেও আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন।

[মুসলিম, কিতাবুল ফিতান; মিশকাত কিতাবুল ফিতান, বাবুল মালাহিম (যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কীয় বর্ণনা) ৪৬৬ পৃঃ; বাংলা মিশকাত, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ১০ম খণ্ড, ২২ পৃঃ হা/৫১৮৫]

উক্ত হাদীস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, মুসলমানগন দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে এবং বিজয় লাভ করবে। আর দাজ্জাল এর আবির্ভাব হবে ঈসা (আঃ) এর সময়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنْ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ فَإِذَا تَصَافُّوا قَالَتْ الرُّومُ خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ لَا وَاللَّهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمْ الشَّيْطَانُ إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ إِذْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّهُمْ فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللَّهِ ذَابَ كَمَا

يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللَّهُ بِيَدِهِ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ

{صحيح مسلم/كِتَاب الْفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ بَاب فِي فَتْحِ قُسْطَنْطِينِيَّةَ وَخُرُوجِ الدَّجَّالِ وَنُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ}

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রোমকগণ (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) 'আ'মাক' অথবা 'দাবাক' নামক স্থানে অবতরণ করবে এবং মদীনার তৎকালীন উত্তম লোকদের একটি সেনাদল তাদের মুকাবিলায় বের হবে। যুদ্ধের জন্য যখন মুসলমানগণ কাতারবন্দী হবে, রোমকগণ বলবে, তোমরা আমাদের জন্য ঐ সব লোকদের রাস্তা ছেড়ে দাও যারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে আমাদের কিছু সংখ্যক লোকজনকে বন্দী করে নিয়ে এসেছে। তাদের সাথেই আমরা যুদ্ধ করব। মুসলমানগণ বলবেন, আল্লাহর কসম। এটা কখনও হতে পারে না। আমরা আমাদের সে সকল মুসলমান ভাইদেরকে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ছেড়ে দিতে পারি না। এরপর মুসলমানগণ রোমক কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, কিন্তু মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ রোমকদের মুকাবিলা করতে পলায়ন করবে। আল্লাহ্ এই পলায়নকারীদের তওবা কখনও কবুল করবেন না। আর এক-তৃতীয়াংশ নিহত হবে। তারা আল্লাহর নিকট উত্তম শহীদ হিসাবে গণ্য হবে। আর এক-তৃতীয়াংশ রোমকদের উপর বিজয়ী হবে, আল্লাহ তায়ালা তাদের কখনও ফিত্নায় নিপতিত করবেন না। অবশেষে তারাই কনস্টান্টিনোপল জয় করবে। অতঃপর যখন তারা গনীমতের মাল সম্পদ বন্টনে ব্যস্ত হবে এবং তাদের তরবারী সমূহ যয়তুন গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখবে, ঠিক এমতাবস্থায় হঠাৎ শয়তান এই ঘোষণা দিবে যে, তোমাদের অনুপস্থিতিতে মাসীহে দাজ্জাল তোমাদের বাড়ী ঘরে ঢুকে পড়েছে। এতদশ্রবণে মদীনার সেই সেনাদল সেদিকে বের হয়ে পড়বে। অথচ সেই ঘোষণাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। যখন মুসলমানগণ কনস্টান্টিনোপল ত্যাগ করে সিরিয়ায় প্রবেশ করবে তখনই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। এ সময় মুসলমানগণ দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুতি নিতে থাকবে এবং সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবে, তৎক্ষণাৎ সালাতের উদ্দেশ্যে ইক্বামত দেয়া হবে এবং এই মুহূর্তে হযরত ঈসা ইবনে মারযাম



(আঃ) আকাশ হতে অবতরণ করবেন এবং মুসলমানদেরকে ইমামতি করে নামায পড়াবেন। অতপর যখন আল্লাহর দুশমন (দাজ্জাল) তাঁকে দেখতে পাবে, তখন সে এমনভাবে গলে যেতে থাকবে যেমন ভাবে লবণ পানিতে গলে যায়। আর যদি হযরত ঈসা (আঃ) তাকে এমনিতেই ছেড়ে দিতেন, তবুও সে এমনিতেই গলে ধ্বংস হয়ে যেতো, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে হযরত ঈসা (আঃ) এর হাতেই হত্যা করাবেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) যে বর্শা দ্বারা তাকে হত্যা করবেন, রক্তমাখা সেই বর্শাটি লোকদেরকে দেখাবেন।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান, বাব ফি ফাতহি কুছতুনতিনিয়া......... মিশকাত কিতাবুল ফিতান, বাবুল মালাহিম (যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কীয় বর্ণনা) ৪৬৬ পৃঃ; বাংলা মিশকাত, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ১০ম খণ্ড, ২৩ পৃঃ, হা/৫১৮৭)

এই হাদীসটি দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, হযরত ঈসা (আঃ) এর অবতরণের পূর্বমুহূর্তে মুসলিমগণ রোমকদের সাথে ব্যাপক যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে বিজয় অর্জন করবে। এমতাবস্থায় দাজ্জালের আবির্ভব ঘটবে। তখন মুসলমানগণ দাজ্জালের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিবে। এমন সময় ঈসা (আঃ) আকাশ হতে অবতরণ করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

অথচ উক্ত মিথ্যুক মন্তব্য করেছেনঃ "ইসলামের এই অগ্রযাত্রা তার রাষ্ট্রীয় শক্তির বলে হবে না বরং এটা হবে তার তাওহীদী দাওয়াতের কারণে"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُوْنَ الْيَهُوْدَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُوْنَ حَتَّى يَخْتَبِيَ الْيَهُوْدِيُّ مِنْ وَّرَاءِ الْحَجَرِ وَ الْشَّجَرِ فَيَقُوْلُ الْحَجَرُ وَ الْشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِيْ فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِالْيَهُوْدِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ মুসলমানগণ ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তখন মুসলমানগণ তাদেরকে হত্যা করবে। এমন কি ইয়াহুদী পাথর এবং বৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে আত্মগোপন করবে, তখন সেই পাথর ও বৃক্ষ বলবে, হে মুসলিম! ওহে আল্লাহর বান্দা! এই যে, ইয়াহুদী আমার পিছনে আছে।

সুতরাং এদিকে আস এবং তাকে হত্যা কর। তবে শুধু ‘গারক্বদ’ নামক বৃক্ষ ডেকে বলবে না, কেননা, ওটা ইয়াহুদীদের বৃক্ষ।

[সহীহ বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ অনুচ্ছেদ, ৪১০ পৃঃ; সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, ৩৯৬ পৃঃ, মিশকাত কিতাবুল ফিতান, বাবুল মালাহিম ৪৬৬ পৃঃ, বাংলা বুখারী, আবুনিক প্রকাশনী, ৩য় খণ্ড, ১৩৮ পৃঃ, হা/২৭১০,২৭১১; বাংলা মিশকাত, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ১০ম খণ্ড, ২১ পৃঃ হা/৫১৮০]

এই হাদীসের ভবিষৎবাণী এখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। ইনশাআল্লাহ অবশ্য অবশ্যই ক্বিয়ামতের পূর্বে ইয়াহুদীদের সাথে মুসলিমদের সাথে চুড়ান্ত যুদ্ধ হবে। এবং মুসলমানগণ তাদেরকে গণহত্যা করে নির্মূল করে দিবে। আর এ ভাবেই জিহাদ ও ক্বিতালের মাধ্যমে মুসলমানদের চুড়ান্ত বিজয় অর্জন হবে। অথচ উক্ত এজেন্ট জিহাদের গুরুত্ব খাটো করে দেখিয়েছেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই এই দ্বীন (ইসলাম) সর্বদাই প্রতিষ্টিত থাকবে এবং মুসলমানদের একদল কিয়ামত পর্যন্ত এই দ্বীনের জন্য যুদ্ধে রত থাকবে।

[সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, ১৪৩ পৃঃ, মিশকাত, কিতাবুল জিহাদ, ৩৩০ পৃঃ; বাংলা মিশকাত, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ৭ম খণ্ড, ১৯৯ পৃঃ হা/৩৬২৭]

এই হাদীসটি রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগ থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত কিতাল তথা যুদ্ধ বিদ্যমান থাকার একটি বড় দলীল। অথচ উক্ত এজেন্ট ঐ সকল হাদীস গোপন করে কোন প্রমাণ পেশ না করেই সরলমতি অজ্ঞ মুসলমান ও সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন সরল-হৃদয় ব্যক্তিদেরকে জিহাদ ও কিত্বাল বিমুখ করার লক্ষে ধুর্ততাপূর্ণ মন্তব্য করেছেনঃ-

“ইসলামের এই অগ্রযাত্রা তার রাষ্ট্রীয় শক্তির বলে হবে না, বরং এটা হবে তার তাওহীদী দাওয়াতের কারণে।”



# (খ) উক্ত লেখকের দ্বিতীয় দলীলঃ-

“অতএব যে ধরনের রাষ্ট্রে বসবাস করিনা কেন, প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব হল জনগণের নিকটে তাওহীদের দাওয়াত পৌছানো। একজন পথভোলা মানুষের আক্বীদা ও আমলের পরিবর্তন রাষ্ট্রশক্তি পরিবর্তনের চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।”

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেন,

فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

লেখক হাদীসের এই অংশটুকু উল্লেখ করেছেন।

আমরা এখানে পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করছিঃ-

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقِيلَ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ قَالَ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأُتِيَ بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

হযরত সাহল ইবনে সা‘দ থেকে বর্ণিত। খায়বারের যুদ্ধের সময় একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আগামীকাল সকালে আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে এ পতাকা অর্পন করবো, যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলও যাকে ভালবাসেন। সাহল ইবনে সাদ বর্ণনা

করেছেন, এ ঘোষনা শুনে আগামীকাল কাকে পতাকা দেয়া হবে সে সর্ম্পকে সবাই সারা রাত জল্পনা-কল্পনা করে অতিবাহিত করলো। রাত শেষে লোকজন সবাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে উপস্থিত হলো। সবারই আশা যে, পতাকা হয়তো তার হাতেই অর্পণ করা হবে। কিন্তু নবী (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ আলী ইবনে আবু তালিব কোথায়? সবাই বললোঃ হে আল্লাহর রসূল! তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ তাঁকে লোক পাঠিয়ে ডাকো। তাঁকে আনা হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর দু'চোখে মুখের লালা লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর কল্যাণের জন্য দো'আ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন যেনো তাঁর চোখে কোন অসুখই ছিলো না। পরে নবী (সাঃ) তাঁর হাতে পতাকা অর্পণ করলেন। আলী বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! যতক্ষণ তারা আমাদের মতো মুসলমান না হয় ততোক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। নবী (সাঃ) বললেন, তুমি তোমার নীতি অনুসরণ করে চলবে। যখন তুমি তাদের সীমান্তে পৌঁছুবে তখন সর্ব প্রথম তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাবে। তারপর ইসলামের মধ্যে আল্লাহর যে সমস্ত হক বা বিধি-বিধান তাদের ওপর ওয়াজিব সে সর্ম্পকে তাদেরকে অবহিত করবে। আল্লাহর কসম! তোমার দ্বারা যদি একটি লোককেও আল্লাহ হেদায়াত দেন তবে তা তোমার জন্য লাল উঁটের চাইতেও অধিকতর উত্তম।

[সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গাযওয়ায়ে খায়বার, ৬০৫ পৃঃ, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবি আলী ইবনে আবী তালীব, ৫২৫ পৃঃ; সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, ২৭৯ পৃঃ; মিশকাত, কিতাবুল ফিতান, বাবু মানাকিবি আলী ইবনে আবী তালীব ৫৬৩ পৃঃ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৪র্থ খণ্ড, ১৬৪ পৃঃ, হা/৩৮৮৯; ৩য় খণ্ড, ৫৪৪ পৃঃ, হা/৩৪২৬; বাংলা মিশকাত, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ১১শ খণ্ড, ১৫২ পৃঃ, হা/৫৮৩০]

## হাদীসের শিক্ষাঃ

(ক) খায়বার এর যুদ্ধ চলাকালে রসূলুল্লাহ (সাঃ) চুড়ান্ত বিজয়ের জন্য আলী (রাঃ) কে যুদ্ধের পতাকা অর্পন করেন।
(খ) আলী (রাঃ) এর বক্তব্য "হে আল্লাহর রসূল! যতক্ষণ তারা আমাদের মতো মুসলমান না হয়, ততোক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।
(গ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) আলী (রাঃ) এর বক্তব্য সমর্থন করে বলেনঃ 'তুমি তোমার নীতি অনুসরণ করে চলবে।'


(ঘ) যুদ্ধের পূর্বমুহুর্তে ইসলামের প্রতি দাওয়াতের নির্দেশ।
(ঙ) দাওয়াতের মাধ্যমে একটি লোকও হেদায়াত প্রাপ্ত হলে লাল উটের চাইতেও অধিক উত্তম হবে।

আমরা বুঝতে পারলাম, খায়বার যুদ্ধ চলাকালে আলী (রাঃ) এর উক্তি "যতক্ষণ তারা আমাদের মতো মুসলমান না হয়, ততোক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব" এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নির্দেশ "তুমি তোমার নীতি অনুসরণ করে চলবে" এ বিষয়টি প্রমাণ করছে যে, কিতাল তথা যুদ্ধই একমাত্র ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ। এবং কিতাল এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে যুদ্ধের পূর্বে কাফিরদের দাওয়াত দেয়া একটি অংশ মাত্র। কেননা কাফিরদেরকে পূর্বে দাওয়াত না দিয়েও হামলা করা যায়। সামনে এর আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

অথচ উক্ত এজেন্ট হাদীসের প্রথম অংশ গোপন করে সুবিধামত পরের অংশ উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেনঃ "একজন পথভোলা মানুষের আক্বীদা ও আমলের পরিবর্তন রাষ্ট্রশক্তি পরিবর্তনের চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।"

যদি দাওয়াতের গুরুত্ব জিহাদ ও কিতালের চেয়ে বেশী হতো তবে (১) আলী (রাঃ) এই হাদীসের উপর আমল করে খায়বার যুদ্ধ না করে ফিরে এসে দাওয়াতী কাজে লিপ্ত হলেন না কেন? (২) রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই হাদীসের গুরুত্ব উপলদ্ধি করে সকল সাহাবাদের নিয়ে খায়বারের ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ না করে দাওয়াতী কাজে মনোনিবেশ করলেন না কেন?

উক্ত এজেন্ট লিখেছেন। "ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই রসূলের তরীকার অনুসারী হতে হবে। নিরন্তন দাওয়াতের মাধ্যমে আগে জনগণের আক্বীদা ও আমলের সংস্কার সাধন করতে হবে।"

(ইকামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি, ২৭ পৃঃ)

আল্লাহ রব্বুল আলামীন জিহাদ ও ক্বিতাল ফরয করে দেয়ার পর 'দাওয়াত' তার একক কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে এবং ক্বিতাল তথা যুদ্ধ অভিযানের বিধি-নিষেধের মধ্যে একটি অংশের স্থান লাভ করে।

## প্রথম প্রমাণঃ-

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا

হযরত সুলাইমান ইবনে বুরায়দা (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিয়ম ছিল তিনি যখনই কোন বড় কিংবা ছোট সেনাদলের উপর কাউকে আমীর নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে একান্তভাবে আল্লাহকে ভয় করে চলার আর সঙ্গী মুসলমানদের সাথে ভাল ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন। অতঃপর বলতেন, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধে যাও এবং যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে, তাদের সাথে লড়াই কর।



(সাবধান!) যুদ্ধে যাও, কিন্তু গণীমতের মালে খেয়ানত করো না, চুক্তি ভঙ্গ করো না, শত্রুদেরকে বিকলাঙ্গ করো না এবং কোন শিশুকে হত্যা করো না। যখন তুমি তোমার প্রতিপক্ষ মুশরিক শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হবে, তখন তুমি তাদেরকে তিনটি কথার দিকে আহবান জানাবে। যদি উক্ত প্রস্তাবের কোন একটি তারা মেনে নেয়, তখন তুমি তা গ্রহণ করে নিবে এবং তাদের (উপর আক্রমণ করা) হতে বিরত থাকবে।

অতঃপর প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করবে, যদি তারা এটা কবুল করে, তুমিও তাদের থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের থেকে বিরত থাকবে। আর তাদেরকে নিজ দেশ হতে মুহাজিরীনদের দেশের দিকে চলে আসার আহবান জানাবে। আর তাদেরকে এটা অবহিত করে দিবে যে, যদি তারা তা করে, তবে তারাও সে সকল অধিকার লাভ বরবে যা মুহাজিরীনগণ লাভ করতেছে এবং সে সকল দায়িত্বও তাদের উপর উর্পিত হবে, যা মুহাজিরীনদের উপর অর্পিত আছে। কিন্তু যদি তারা নিজ দেশ ত্যাগ করতে অস্বীকার করে, তখন তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, তাদের সাথে সেরূপ আচরণই করা হবে, যেরূপ আচরণ গ্রাম্য মুসলমানদের সাথে করা হয়। অর্থাৎ, আল্লাহর সেই বিধান তাদের উপর প্রয়োগ করা হবে, যা সকল মুসলমানদের উপর কার্যকরী করা হয়ে থাকে। এবং গণীমতের মাল ও ফায় হতে তারা কোন অংশ পাবে না। অবশ্য এ মাল-সম্পদের অংশ তারা তখনই পাবে, যখন তারা মুসলমানদের সাথে সম্মিলিতভাবে জিহাদে শামিল হবে।

আর যদি তারা এটা অস্বীকার করে, তখন তাদের নিকট হতে জিযিয়া দাবী কর। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তুমিও ওদের থেকে তা গ্রহণ কর এবং তাদের থেকে বিরত থাক।

আর যদি তারা জিযিয়া দিতে অস্বীকার করে, তবে আল্লাহর উপর ভরসা কর এবং তাদের সাথে যুদ্ধ কর! আর যদি তুমি কোন দুর্গবাসীকে অবরোধ কর আর তারা তোমার সাথে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দায়িত্বের উপর চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চায়, তখন তুমি তাদের সাথে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দায়িত্বের নামে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ো না; তোমার এবং তোমার সঙ্গীঁদের নিজ দায়িত্বে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পার। কেননা, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নামে দেয়া চুক্তি ভঙ্গ করা অপেক্ষা তোমার ও তোমার সঙ্গীদের দেয়া ওয়াদা ভঙ্গ করা অনেক সহজ। আর যদি তুমি কোন দুর্গ অবরোধ করো এবং

তারা তোমার নিকট আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী ফয়সালার শর্তে অবরোধ তুলে নিতে আবেদন জানায়, তবে আল্লাহর হুকুমের শর্তে তাদের অব্যাহতি দিও না; বরং তোমার ফয়সালা গ্রহণের শর্তে তাদের অব্যাহতি দাও। কেননা, তুমি জ্ঞাত নও যে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র যে হুকুম রয়েছে তাতে তুমি পৌঁছিতে পারবে কিনা।

[মুসলিম, ২য় খণ্ড, ৮২ পৃঃ; মিশকাত, কিতাবুল জিহাদ, কাফেরদের প্রতি পত্র প্রেরণ অনুচ্ছেদ, ৩৪১ পৃঃ; বাংলা মিশকাত, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ৮ম খণ্ড, ২৮ পৃঃ হা/৩৭৫৩]

## হাদীসের শিক্ষাঃ-

রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে অভিযানের পূর্বে প্রথমে সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করতেন। এবং বিশেষকরে আমীরকে ও সাধারণভাবে সকল সেনাকে লক্ষ্য করে কয়েকটি নির্দেশ দিতেন এবং কয়েকটি বিষয়ে নিষেধ করতেন।

### নির্দেশঃ-

(ক) আল্লাহকে ভয় করা।
(খ) শত্রুদের মুকাবিলা করার পূর্বে তিনটি বিষয়ের দাওয়াত দেয়া।
(গ) ইসলাম গ্রহণের তথা তাওহীদের দাওয়াত দেয়া।
(ঘ) প্রথমটি অস্বীকার করলে জিযিয়া দাবী করা।
(ঙ) দ্বিতীয়টি অমান্য করলে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া।

### যুদ্ধ চলাকালে এবং যুদ্ধের শেষে কয়েকটি বিষয়ে নিষেধ করতেন।

(১) গনীমতের মালে খিয়ানত না করা।
(২) চুক্তি ভঙ্গ না করা।
(৩) শত্রুদেরকে বিকলাঙ্গ না করা।
(৪) শিশুকে হত্যা না করা।

## দ্বিতীয় প্রমাণঃ–

সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত খায়বার এর যুদ্ধের সময়ের হাদীস যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) খায়বার এর যুদ্ধ



চলাকালে একদিন আলী (রাঃ) কে যুদ্ধের পতাকা দিয়ে নির্দেশ প্রদান করলেন যে-তাদেরকে হামলার পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দিবে।

অতএব উক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণ হলো যে, ইসলামের পথে দাওয়াত ও তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়া জিহাদ অভিযানের বিধি-নিষেধ এর একটি অংশ মাত্র।

## উল্লেখ্য যেঃ-

প্রথম হাদীস অর্থাৎ সুলাইমান ইবনে বুরায়দা (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিয়ম ছিল তিনি যখনই কোন বড় কিংবা ছোট সেনাদলের উপর কাউকে আমীর নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে একান্তভাবে আল্লাহকে ভয় করে চলার আর সঙ্গী মুসলমানদের সাথে ভাল ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন। অতঃপর বলতেন, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধে যাও এবং যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে, তাদের সাথে লড়াই কর। (সাবধান!) যুদ্ধে যাও, কিন্তু গণীমতের মালে খেয়ানত করো না, চুক্তি ভঙ্গ করো না, শত্রুদেরকে বিকলাঙ্গ করো না এবং কোন শিশুকে হত্যা করো না। যখন তুমি তোমার প্রতিপক্ষ মুশরিক শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হবে, তখন তুমি তাদেরকে তিনটি কথার দিকে আহবান জানাবে। যদি উক্ত প্রস্তাবের কোন একটি তারা মেনে নেয়, তখন তুমি তা গ্রহণ করে নিবে এবং তাদের (উপর আক্রমণ করা) হতে বিরত থাকবে।

উল্লেখ করার পূর্বে ও পরে জনৈক লেখক কিছু মন্তব্য করেছেন। অপ্রাসঙ্গিক হলেও আমরা এখানে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি।

“অতএব কোন মুসলিম ব্যক্তিকে অজ্ঞাতভাবে হত্যা করাতো বহু দূরের কথা কোন অমুসলিমকেও জ্ঞাত-অজ্ঞাত কোন অবস্থায় হত্যা করার কোন অবকাশ ইসলামী শরী‘আতে নেই। তবে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে তাদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি রয়েছে। কোন অমুসলিম দল মুসলমানদের বিরুদ্ধে হামলা করার পরিকল্পনা করলে মুসলমানরা তাদের মোকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। মোকাবিলার পদ্ধতি হচ্ছে– সুলাইমান ইবনু বুরায়দা (রাঃ) তার পিতা......তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা কর এবং তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু কর।

অত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণীত হয় যে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে যুদ্ধের ময়দানেও কোন অমুসলিমকে হত্যা করা জায়েয নয়। হত্যা করার পূর্বে তাকে

ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। ইসলাম গ্রহণ না করলে তাকে জিযিয়া দিয়ে বেঁচে থাকার প্রস্তাব দিতে হবে। জিযিয়া দিতে অস্বীকার করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। যুদ্ধে মুসলমান জয়-পরাজয় উভয়েই হতে পারে। রসূল (সাঃ) শেষ পর্যন্ত তাদের হত্যা করার আদেশ দিলেন না।" (কে বড় লাভবান, ১৫৬,১৫৭ পৃঃ, লেখক, আবদুর রায্যক বিন ইউসুফ)
(প্রকাশকাল, মুহাররম ১৪২৭ হিজরী, ফেব্রুয়ারী ২০০৬ ঈসায়ী, মাঘ ১৪১২ বঙ্গাব্দ)

"কোন মুসলিম ব্যক্তিকে ইসলামের হক্ব ব্যতীত হত্যা করা হারাম" এটা সত্য কথা। কিন্তু কোন অমুসলিমকেও জ্ঞাত–অজ্ঞাত কোন অবস্থায় হত্যা করার কোন অবকাশ ইসলামী শরী'আতে নেই। যুদ্ধে মুসলমান জয় পরাজয় উভয়েই হ'তে পারে। রসূল (সাঃ) শেষ পর্যন্ত তাদের হত্যা করার আদেশ দিলেন না।

এই মন্তব্য কি আদৌ সঠিক?

তিনি আরও উল্লেখ করেছেনঃ "যে কোন অমুসলিমকে যে কোন সময়ে হত্যা করা হারাম এবং তাদের সাথে কল্যাণকর ও সুবিচারপূর্ণ আচরণ করা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী হতে বের করে দেয় না। এমন অমুসলিম লোকদের সাথে কল্যাণকর ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। সুবিচারকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন।" (সূরা মুমতাহিনাঃ ৮ নং আয়াত) (কে বড় লাভবান, ১৫৬ পৃঃ)

(ক) "যে কোন অমুসলিমকে যে কোন সময়ে হত্যা করা হারাম। কোন অমুসলিমকেও জ্ঞাত–অজ্ঞাত কোন অবস্থায় হত্যা করার কোন অবকাশ ইসলামী শরী'আতে নেই।

এই উক্তি সর্ম্পূণ মিথ্যা। ইসলামী শরী'আতকে ধ্বংসের শামিল। এবং ইসলামের দুশমন কাফির, মুশরিক, ইয়াহুদী, খৃষ্টানদের রক্ষার গোপন ষড়যন্ত্রের অংশ মাত্র। তিনি সূরা মুমতাহিনা-এর ৮নং আয়াত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একই সূরার পরের ৯নং আয়াতকে গোপন করেছেন।

আয়াতটি এইঃ



إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

অর্থঃ আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেছে এবং বহিস্কার কার্যে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই যালেম। (সূরা মুমতাহিনাঃ ৯ নং আয়াত)

তিনি কৌশলে কথাগুলো এমনভাবে উল্লেখ করেছেন, যেন আল্লাহ তায়ালা কাফির, মুশরিকদের হত্যা সংক্রান্ত কোন আয়াত অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ

অর্থঃ আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে। (সূরা বাকারাঃ ১৯১ নং আয়াত)

فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ

অর্থঃ অতএব, যখন নিষিদ্ধ মাসগুলি অতীত হয়ে যাবে তখন ঐ মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা কর। (সূরা তাওবাঃ ৫ নং আয়াত)

অতএব, যারা আল্লাহ তায়ালার আয়াতকে গোপন করে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

অর্থঃ আমি যেসব উজ্জল নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, আমি ঐগুলোকে সর্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ করার পরও যারা ঐসব বিষয়কে গোপন করে, আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেন এবং অভিসম্পত কারীগণও তাদেরকে অভিসম্পাত করে থাকে।

(সূরা বাকারাঃ ১৫৯ নং আয়াত)

(খ) "জিযিয়া দিতে অস্বীকার করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। যুদ্ধে মুসলমান জয়-পরাজয় উভয়েই হ'তে পারে। রাসূল (সাঃ) শেষ পর্যন্ত তাদের হত্যা করার আদেশ দিলেন না।"

এই কথাগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রতারণাপূর্ণ। কেননা রসূলুল্লাহ (সাঃ) যারা জিযিয়া দিতে অস্বীকার করবে তাদের সাথে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে যুদ্ধ করতে বলেছেন। আর যুদ্ধের মধ্যেই রয়েছে ব্যাপক হত্যার নির্দেশ। যদি যুদ্ধের মধ্যে হত্যার নির্দেশ নাই থাকে তবে বদরের যুদ্ধে ৭০ (সত্তর) জন কাফির নিহত হলো কিভাবে? উহুদ, হুনাইন, মূতার যুদ্ধে অশংখ্য কাফির নিহত হলো কিভাবে? অথচ উক্ত এজেন্ট বলেছেনঃ "রসূল (সাঃ) শেষ পর্যন্ত তাদের হত্যা করার আদেশ দিলেন না।"



# প্রথম লেখকের জিহাদ ও ক্বিতাল এর গুরুত্ব হ্রাস করার তৃতীয় দলীল

**(গ) "ভারতে মুসলমানদের সাড়ে ছয়শো বছর রাজত্ব ও ব্যর্থতা"।**

যখন মুসলিমগণ বদর, উহুদ, খন্দকের যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামের ভীত মযবূত করলেন, মক্কা বিজয়-এর যুদ্ধে ইসলাম-এর পূর্ণ বিজয় অর্জিত হলো, মূতা ও তাবূক এর যুদ্ধের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বে জাযিরাতুল আরবে ইসলাম প্রতিষ্ঠালাভ করল, যখন উমর (রাঃ) বিভিন্ন যুদ্ধের মাধ্যমে পারস্য ও রোম সম্রাটদের পতন ঘটালেন, এবং জিহাদের মাধ্যমে ফিলিস্তিন মুক্ত করলেন, যখন মুজাহিদীনদের 'মাথার মুকুট' তারিক বিন যিয়াদ একদল জানবায মুজাহিদ নিয়ে স্পেনে ইসলামী ঝাণ্ডা উড্ডয়ন করলেন, যখন ইমামুল মুজাহিদীন মুহাম্মাদ বিন কাসিম হিন্দু রাজা দাহিরকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে ইসলামের দ্বার উম্মুক্ত করে দিলেন, যখন ইমামুল মুজাহিদীন শাহ সুলতান মহিউদ্দীন বখলী (রহঃ) ও শাহ্ জালাল (রহঃ) এর হাতে হিন্দু রাজাদের পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলার মাটিতে ইসলামী সুবাতাস বইতে লাগল এমন সময় ইবলীসের টনক নড়ে গেলো। তখন সে তার বন্ধুদের নিকট ওয়াহী নিয়ে আসলো যে, জিহাদ এর মাধ্যমে বিজিত ভারতবর্ষে সাড়ে ছয়শো বছর রাজত্ব করার পরেও যেহেতু ইংরেজদের হাতে মুসলিমদের পতন ঘটেছে, অতএব জিহাদ এর মাধ্যমে স্থায়ী বিজয় অর্জন করা সম্ভব নয়, তোমরা আবারো ওয়াহী এর দাওয়াত দিতে আরম্ভ করো। কিন্তু ইবলীস সকল মু'মিনকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। আল্লাহ্‌র ফযলে জিহাদ এর মাধ্যমে মক্কায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং অদ্যাবধি মক্কা, মদীনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। অথচ উক্ত এজেন্ট তা উল্লেখ করেননি।

# মুসলিমগণ উক্ত ব্যক্তির পরিচয় জানতে চায়। নিম্নে তাঁর পরিচয় তুলে ধরা হলো

ইহুদী-খৃষ্টান-ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এগিয়ে যাক, আর অশিক্ষিত মুসলিম তরুণরা তাদের বোমার অসহায় খোরাক হোক-

(ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি, ৩৯ পৃঃ)

যখন একদল মুসলিম দুনিয়ার সকল মায়া-মমতা পরিহার করে মুর্তাদ শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ এর প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন, ঠিক এমন সময় তিনি তরুণদেরকে আধুনিক শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করছেন এবং দুনিয়াতে উন্নতি সাধন করার প্রেরণা যোগাচ্ছেন। অথচ আধুনিক শিক্ষার কুফল সকলেরই জানা। এতে আছে সহশিক্ষা, যার মাধ্যমে তরুণ-তরুণীদের যিনার পথ উম্মুক্ত হয়েছে, নারী স্বাধীনতার নামে মেয়েদেরকে বাড়ির বাহিরে নিয়ে এসে অর্ধনগ্ন ও নগ্ন করে ভোগের পাত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। আধুনিক শিক্ষার দ্বারা মুসলিমদেরকে পশ্চিমামুখী অর্থ্যাৎ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানমূখী করে জাহিলিয়াতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ইসলামী শিক্ষা ব্যতীত আধুনিক শিক্ষাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুর্খতা বলেছেন।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ

صحيح بخاري / كِتَاب الْعِلْمِ بَاب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তোমাদের এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব যা আমার পর তোমাদের কাছে আর কেউ বর্ণনা করবে না। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের আলামতসমূহ হলঃ ইল্ম কমে যাবে, মূর্খতার প্রসার ঘটবে, ব্যভিচার (যিনা)



ছড়িয়ে পড়বে, স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে, এমনকি প্রতি পঞ্চাশজন মহিলার জন্য মাত্র একজন পুরুষ হবে তত্বাবধায়াক।

(বুখারী, ইলম অধ্যায়, ইলমের বিলুপ্তি ও মূর্খতার প্রসার অনুচ্ছেদ)

উক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে অন্যতম আলামত হচ্ছে- ইল্ম উঠে যাবে, মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ভবিষ্যৎবানী মিথ্যা? প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে ইসলামী শিক্ষা বিলুপ্ত হচ্ছে এবং আধুনিক শিক্ষা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এই আধুনিক শিক্ষাই হচ্ছে জাহিলিয়াত, তথা মূর্খতা।

কেননা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে তৎকালিন সময়ের সবচেয়ে বড় শিক্ষিত 'আবুল হাকাম' যখন ইসলামী শিক্ষাকে অস্বীকার করল তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার উপাধি দিলেন 'আবু জাহ্ল'। অতএব উক্ত লেখক মুসলিমদের প্রতি মায়া কান্নাছলে লিখেছেনঃ "আর অশিক্ষিত মুসলিম তরুণরা তাদের বোমার অসহায় খোরাক হোক।"

আর কৌশলে মুসলিমদেরকে জাহিলিয়াত তথা আধুনিক শিক্ষার দিকে উদ্বুদ্ধ করে লিখেছেনঃ

'ইহুদী-খৃষ্টান-ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এগিয়ে যাক।"

সুতরাং হে মুসলিম, এই সকল গুপ্ত এজেন্ট থেকে সাবধান।

# তাওহীদের দাওয়াত-এর পূর্ণ প্রভাব 'জিহাদ ও ক্বিতাল' এর মাধ্যমেই হয়ে থাকে

রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। নবুওয়াতের পূর্বে চল্লিশ বছর অতিবাহিত করেন এবং নবুয়াতী জীবনের তেরটি বছর এই মক্কাতেই তাওহীদের দাওয়াত দেন। গুটিকয়েক ব্যক্তি ব্যতীত অধিকাংশ লোকই ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু ঐ একই মুহাম্মাদ (সাঃ) মক্কা বিজয়ের সময় যখন দশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন তখন মক্কা বাসীরা বিনা বাক্য ব্যয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। কারণ একটিই এই মুহাম্মাদ (সাঃ) এখন আর ইয়াতীম ও অসহায় নয়। কেও অমান্য করলে, বা বিদ্রোহ করলে তাকে দশ হাজার তলোয়ারের মুকাবিলা করতে হবে।

আমরা এ প্রসঙ্গে আবু সুফিয়ান (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করছি –হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি আবু সুফিয়ানের কণ্ঠস্বর শুনে বললাম, আবু হানজালা নাকি? আবু সুফিয়ান আমার কণ্ঠস্বর চিনে বললেন, আবুল ফযল নাকি? আমি বললাম, হ্যাঁ। আবু সুফিয়ান বললেন, কি ব্যাপার? আমার পিতা মাতা তোমার জন্যে কোরবান হোন। আমি বললাম, রসূল (সাঃ) সদলবলে এসেছেন। হায়রে কোরায়শদের সর্বনাশা অবস্থা। আবু সুফিয়ান বললেন, এখন কি উপায়? আমার পিতামাতা তোমার জন্যে কোরবান হোক। আমি বললাম, ওরা তোমাকে পেলে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেবে। তুমি এই খচ্চরের পিছনে উঠে বসো। আমি তোমাকে রসূল (সাঃ) এর কাছে নিয়ে যাবো। তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দেবো। আবু সুফিয়ান তখন খচ্চরে উঠে আমার পেছনে বসলেন।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি আবু সুফিয়ানকে নিয়ে চললাম, কোন জটলার কাছে গেলে লোকেরা বলতো, কে যায়? কিন্তু রাসূল (সাঃ) এর খচ্চরের পিঠে আমাকে দেখে বলতো, ইনি রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর চাচা, তাঁরই খচ্চরের পিঠে রয়েছেন। ওমর ইবনে খাত্তাবের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, কে? একথা বলেই আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমার পিছনে আবু



সুফিয়াকে দেখে বললেন, আবু সুফিয়ান? আল্লাহর দুশমন? আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি কোন প্রকার সংঘাত ছাড়াই আবু সুফিয়ান আমাদের কবযায় এসে গেছে। একথা বলেই হযরত ওমর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে ছুটে গেলেন। আমিও খচ্চরকে জোরে তাড়িয়ে নিলাম। খচ্চর থেকে নেমে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে গেলাম, ইতিমধ্যে হযরত ওমর (রাঃ) এলেন। তিনি এসেই বললেন, হে রসূল (সাঃ) এই দেখুন আবু সুফিয়ান। আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই।

রসূল (সাঃ) বললেন, আবু সুফিয়ান, তোমার জন্যে আফসোস, তোমার জন্যে কি এখনো একথা বোঝার সময় আসেনি যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল? আবু সুফিয়ান বললো, আমার পিতামাতা আপনার ওপর নিবেদিত হোন। আপনি কতো মহৎ, কতো দয়ালু, আত্নীয় স্বজনের প্রতি কতো যে সমবেদনশীল। আপনি যে প্রশ্ন করলেন, এ সম্পর্কে এখনো আমার মনে কিছু না কিছু খটকা রয়েছে। হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন, আরে শিরচ্ছেদ হওয়ার মতো অবস্থা হওয়ার আগেই ইসলাম কবুল করো। একথা সাক্ষী দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল। হযরত আব্বাস (রাঃ) এর এ কথা বলার পর আবু সুফিয়ান ইসলাম কবুল করে এবং সত্যের সাক্ষী হলেন।

(আর রাহীকুল মাখতুম, ৪১৬-৪১৭ পৃঃ)

অর্থাৎ শিরচ্ছেদ হওয়ার ভয়েই তিনি তাওহীদের দাওয়াত শুনে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করেন।

তাওহীদের দাওয়াত এর পূর্ণ প্রভাব জিহাদ ও ক্বিতাল এর দ্বারাই হয়ে থাকে তার একটি প্রামাণ্যচিত্র 'আর রাহীকুল মাখতুম' হতে তুলে ধরছিঃ-

আকস্মিক অভিযানে মক্কা বিজয় সংঘটিত হয়েছিল। এতে আরবের জনগণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলো। প্রতিবেশী গোত্রসমূহের মধ্যে এ অপ্রত্যাশিত অভিযানের মোকাবেলা করার শক্তি ছিলো না। এ কারণে

শক্তিশালী অহংকারী উশৃংখল কিছু গোত্র ছাড়া অন্য সবাই আত্মসমর্পণ করেছিলো।

মক্কা বিজয়ের যুদ্ধই ছিলো প্রকৃত মিমাংসাকারী যুদ্ধ এবং মক্কা বিজয়ই ছিলো প্রকৃত বিজয় যা মুশরিকদের শক্তিমত্ত ও অহংকারকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছিলো। আরব উপদ্বীপে শিরক বা মূর্তি পূজার আর কোন অবকাশই থাকলো না। কেননা মুসলমান ও মুশরিক ছাড়া সাধারণ শ্রেণীর মানুষরা অত্যন্ত কৌতুহলের সঙ্গে ব্যাপারটি দেখতে চাচ্ছিল যে, এই সংঘাতের পরিণতিটা কি রূপ নেয়। সাধারণ মানুষ এটা ভালোভাবেই জানতো যে, যে শক্তি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, কেবলমাত্র সেই শক্তিই কাবার ওপর স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে। তাদের বিশ্বাসকে অধিক বলীয়ান করেছিলো অর্ধশতাব্দী পূর্বে সংঘটিত আবরাহা ও তার হস্তী বাহিনীর ঘটনা। আল্লাহ্‌র ঘরের ওপর আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে অগ্রসরমান হস্তী বাহিনী কিভাবে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়েছিলো তা তৎকালীন আরববাসীরা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করেছিলো।

এ সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধে লোকদের দৃষ্টি খুলে গেলো। তাদের চোখের ওপর পড়ে থাকা সর্বশেষ পর্দাও অপসারিত হলো। দ্বীন ইসলাম গ্রহণের পথে আর কোন বাধাই রইল না। মক্কা বিজয়ের পর মক্কার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আকাশে মুসলমানদের সূর্য চমকাতে লাগলো। দ্বীনী কর্তৃত্ব দুনিয়াবী আধিপত্য উভয়েই পুরোপুরি মুসলমানদের হাতে এসে গেলো।

হযরত আমর ইবনে সালমা (রাঃ) বলেন, আমরা একটি জলাশয়ের ধারে বাস করতাম। সেই জলাশয়ের পাশ দিয়ে লোক চলাচল করতো। পথচারীদের আমরা সেই ব্যক্তির অর্থাৎ নবী করিম (সাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। পথচারীরা বলতো, তিনি মনে করেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে পয়গম্বর করে পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে ওয়াহী পাঠানো হয় এবং সেই ওয়াহীতে আল্লাহ তায়ালা এরূপ এরূপ বলেছেন। হযরত আমর ইবনে সালমা (রাঃ) বলেন, আমি সেসব কথা শুনতাম এবং ওয়াহীতে বর্ণিত কথাগুলো মনে রাখতাম।



আরবের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের পর মক্কা বিজয়ের অপেক্ষায় ছিলেন। তারা বলতো, ওকে এবং তার কওমকে ছেড়ে দাও। যদি তিনি নিজের কওমের ওপর জয়লাভ করেন তাহলে বোঝা যাবে যে, তিনি সত্য নবী। অতঃপর মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটলো।

সকল কওম ইসলাম গ্রহণের জন্য অগ্রসর হলো। আমার পিতাও আমার কওমের কাছে ইসলামের শিক্ষা নিয়ে এলেন। তিনি বললেন, আমি সত্য নবীর কাছ থেকে এসেছি। নবী বলেছেন, অমুক অমুক সময়ে অমুক অমুক নামায আদায় করো। নামাযের সময় হলে তোমাদের মধ্য থেকে একজন যেন আযান দেয়। এরপর তোমাদের মধ্যেকার যে ব্যক্তি বেশি পরিমাণ কোরআন জানেন তিনি যেন ইমামতি করেন।

এই হাদীস থেকে স্পষ্টত বুঝা যায় যে, মক্কা বিজয়ের ঘটনা পরিস্থিতির পরিবর্তনে ইসলামকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে আরববাসীদের ভূমিকা নির্ধারণে এবং ইসলামের সামনে তাদেরকে উৎসর্গীকৃত করার ব্যাপারে কতোটা প্রভাব বিস্তার করেছিলো। তাবুকের যুদ্ধের পর এ অবস্থা আরো চরমরূপ নেয়। এ কারণে আমরা দেখতে পাই যে, সেই দুই বছর অর্থাৎ নবম ও দশম হিজরীতে মদীনায় বহু প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটেছিলো। সেই সময়ে মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। ফলে মক্কা বিজয়ের সময়ে মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো দশ হাজার, অথচ এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তবুকের যুদ্ধের সময় সেই সংখ্যা ত্রিশ হাজারে উন্নীত হয়। (আর রাহীকুল মাখতুম, ৪২৮-৪২৯,৪৫৮ পৃঃ)

# জিহাদ ও ক্বিতাল ফরয ও ফরযে আঈন হওয়ার পর অনেক ক্ষেত্রে ‘দাওয়াত’ গুরুত্বহীন হয়ে যায়

**“একজন মানুষকে হত্যা করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অবশ্যই লক্ষনীয়।**

(১) হত্যার পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যে, অপরাধী কৃত অপরাধ হত্যাযোগ্য অপরাধ হিসাবে জানে কি না।

(২) হত্যার পূর্বে অপরাধীর সমমানের লোককে অথবা তার চেয়ে কোন যোগ্য লোককে গিয়ে বলতে হবে আপনার এ অপরাধের কারণে আপনি হত্যার যোগ্য।

(৩) অপরাধীকে হত্যা করার পূর্বে তাকে তার অপরাধ অবগত করাতে হবে তিন থেকে সাতদিন পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে সে অপরাধকে স্বীকার করে তাওবা করলে তাকে হত্যা করা যাবে না।

(৪)এ সময়ে অপরাধীকে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে সে তওবা করবে, না নিহত হওয়ার পথ অবলম্বন করবে?” (কে বড় লাভবান, ১৫৫ পৃঃ)

(৫)“একজন অমুসলিম ব্যক্তিকে যুদ্ধের ময়দানে ছাড়া কোন অবস্থাতেই হত্যা করা জায়েয নয়” (কে বড় লাভবান, লেখক, আব্দুর রায্যক বিন ইউসুফ)

**আমরা এখানে আলোচনা করব লেখকের ঐ কথাগুলো সঠিক কিনা।**

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَنَّانَا وَسَأَلَنَا الصَّدَقَةَ قَالَ وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّهُ قَالَ فَإِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ فَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُهُ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى اسْتَمْكَنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাঃ) (একদিন) বললেন, কে আছো যে, কা’ব ইবনে আশরাফের হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারো? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে যথেষ্ট দুঃখ কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি যদি তাকে হত্যা করি তবে কি আমার এ কাজ আপনি পছন্দ করবেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ।



বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি তার (কা’ব ইবনে আশরাফ) কাছে গেলেন এবং (আলাপ প্রসঙ্গে) বলতে থাকলেন, এই লোকটি অর্থাৎ নবী (সাঃ) আমাদেরকে বিরক্ত ও অতিষ্ঠ করে তুলেছে। সে আমাদের নিকট শুধু সাদকা চায়। জবাবে সে (কা’ব ইবনে আশরাফ) বলল, তোমরাও তাকে অতিষ্ঠ করে তোলো। তিনি (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা) বললেল আমরা তো তার আনুগত্য গ্রহণ করেছি। এখন আর তাকে পরিত্যাগ করতে পারছি না। তবে এখন অপেখ্যায় আছি তার কাজের পরিণতি দেখার জন্য। তিনি (বর্ণনাকারী জাবের) বলেন, তিনি (মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা) এভাবে তার সাথে কথা বলতে বলতে এক সময় সুযোগ বুঝে তাকে হত্যা করলেন।

(সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, জিহাদ অধ্যায়, যুদ্ধে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা অনুচ্ছেদ, ৪২৫ পৃঃ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় খণ্ড, ১৮৫ পৃঃ হা/ ২৮০৬)

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا مِنْ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ لَيْلًا فَقَتَلَهُ وَهُوَ نَائِمٌ

বারা’ ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবু রাফে’কে হত্যা করার জন্য তার নিকট আনসারদের একদল লোক পাঠালেন। তাদের মধ্য থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক রাত্রিকালে তার বাড়িতে প্রবেশ করে নিদ্রাবস্থায় তাকে হত্যা করল।

(সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, জিহাদ অধ্যায়, নিদ্রিত মুশরিককে হত্যা করা অনুচ্ছেদ, ৪২৪ পৃঃ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় খণ্ড, ১৮৩ পৃঃ হা/ ২৮০১)

উক্ত হাদীসদ্বয় থেকে স্পষ্টত প্রমাণ হচ্ছে যে, ইসলামের দুশমনদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত না দিয়ে যুদ্ধের ময়দান ছাড়া অন্যত্রও, বাড়িতে, নিদ্রাবস্থায়, কোন অবকাশ না দিয়ে হত্যা করা বৈধ। অতএব উক্ত এজেন্টের ১-৬ নং শর্ত শয়তানের ওয়াহী দ্বারা প্রাপ্ত।

عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ

ইবনে আওন থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি নাফে' (রাঃ) এর নিকট এ মর্মে পত্র লিখলাম যে, যুদ্ধের পূর্বে (কাফিরদেরকে) ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে কি-না? তিনি বলেন, অতঃপর তিনি আমার নিকট লিখে পাঠালেন যে, ঐ পদ্ধতি ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) বনু মুসতালিকের উপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেন, যখন তারা গাফিল অবস্থায় ছিল। এবং তাদের গবাদি পশুগুলিকে পানি পান করানো হচ্ছিল। ফলে নবী (সাঃ) তাদের মধ্যে যুদ্ধ করতে সক্ষম লোকদেরকে হত্যা করলেন এবং যাদের বন্দী করার তাদের বন্দী করলেন। ঐ দিন (জুয়াইরিয়া (রাঃ) কে বন্দীদের মধ্যে পেয়েছেন।

(সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, জিহাদ অধ্যায়, ৮১ পৃঃ)

উক্ত হাদীসটি স্পষ্টত প্রমাণ করছে যে, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের দাওয়াতের প্রথা ছিলো। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) পরর্বতী সময়ে যুদ্ধের পূর্বে দাওয়াত দেয়াকে গুরুত্বহীন মনে করতেন। হযরত নাফে (রাঃ) এর বর্ণনা অনুযায়ী নবী (সাঃ) পরবর্তী সময়ে যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দেয়াকে তেমন গুরুত্ব দিতেন না। এবং এই নীতিই অনুসরণ করে চলতেন।

অতএব, যারা জিহাদ ও কিত্বালের গুরুত্ব খাটো করে "তাওহীদের দাওয়াত" এর গুরুত্ব বড় করে দেখানোর চেষ্টা করে বলেনঃ 'অবশেষে ইমাম মাহদীর আগমনের কালে ও ঈসা (আঃ) এর অবতরণ কালে পৃথিবীর কোথাও 'ইসলাম' ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। ইসলামের এই অগ্রযাত্রা তার রাষ্ট্রীয় শক্তির বলে হবে না, বরং এটা হবে তার তাওহীদী দাওয়াতের কারণে। তারা মহা মিথ্যুক, হাদীস গোপন কারী, ইসলাম ধ্বংকারী, পশ্চিমাদের নিয়োগকৃত গোপন এজেন্ট, ইসলামী লেবাস পরিধানের কারণে সাধারণ মুসলমানগণ এদেরকে সহজে সনাক্ত করতে পারে না।

**এদের পরিচয় সর্ম্পকে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ**

**وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً**

অর্থঃ কাফিররা ইচ্ছে করে যে, তোমরা স্বীয় অস্ত্র-শস্ত্র ও মাল-সামান সম্বন্ধে অসর্তক থাক যাতে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে।

(সূরা নিসাঃ ১০২ নং আয়াত)



## * ইয়াহুদী এজেন্টদের দ্বিতীয় হামলা 'নারী নেতৃত্ব হালাল করা'

আমরা এখানে 'ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি' ও 'কে বড় লাভবান' থেকে অবিকল তুলে ধরছি।

"দেশের ন্যায় সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরূদ্ধে সশস্ত্র হৌক বা নিরস্ত্র হৌক যেকোন ধরনের অপতৎপরতা, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ ইসলামে নিষিদ্ধ। বরং সরকারের জনকল্যাণমূলক যেকোন ন্যায়সঙ্গত নির্দেশ মেনে চলতে যে কোন মুসলিম নাগরিক বাধ্য।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَت قَالَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا لَا مَا صَلَّوْا

উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে অনেক আমীর হবে, যাদের কোন কাজ তোমরা ভাল মনে করবে, কোন কাজ মন্দ মনে করবে। এক্ষণে যে ব্যক্তি এ মন্দ কাজের প্রতিবাদ করবে, সে মুক্তি পাবে। যে ব্যক্তি ঐ কাজকে অপসন্দ করবে, সেও নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ মন্দ কাজে সন্তুষ্ট থাকবে ও তার অনুসারী হবে। সাহাবীগণ বললেন, আমরা কি তখন ঐ শাসকদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে। না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে।

(সহীহ মুসলিম, মিশকাত, হা/৩৬৭১ঃ বাংলা মিশকাত, হা/ ৩৫০২)

আউফ বিন মালিক (রাঃ) এর বর্ণনায় এসেছে,

مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম করে। অতঃপর তোমরা যখন তোমাদের শাসকদের নিকট থেকে এমন কিছু দেখবে, যা তোমরা অপছন্দ কর, তখন তোমরা তার কার্যকে অপছন্দ কর; কিন্তু তাদের থেকে আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিয়ো না।" সহীহ্ মুসলিম, হা/১৮৫৫

(ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি, লেখক, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ৩৫-৩৬ পৃঃ)

"অত্যাচারী শাসক যতদিন পর্যন্ত ছালাত আদায় করবে ততদিন পর্যন্ত তার আনুগত্য করা যাবে। অত্যাচারী শাসক যদি অন্যায়ভাবে প্রহার করে কিংবা অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নেয় তবুও তার আনুগত্য করতে হবে।

অত্র হাদীস দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, নাফরমান ব্যক্তি ভাল মানুষের শাসক হতে পারে। অত্যাচারী শাসক যতদিন ছালাত আদায় করবে ততদিন তাকে অপসারণের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। অত্যাচারী শাসকের পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে। তার আনুগত্য হতে হাত গুটানো যাবে না। তাকে অপসারণ করার কোন চেষ্টা করা যাবে না।

অত্র হাদীসে অত্যাচারী শাসক সর্ম্পকে চারটি নীতি পেশ করা হয়েছে।

(১) তার অন্যায়ের বিরোধিতা করলে মুক্তি পাবে।

(২) অন্যায়কে অপছন্দ করলে গুণাহ থেকে বাঁচা যাবে।

(৩) তার অন্যায় কাজের প্রতি সম্মতি জানালে তার সাথে গুণাহে শরীক হবে।

(৪) এমন শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না। তার আনুগত্য হতে হাত গুটানো যাবে না।"

(কে বড় লাভবান, লেখক, আবদুর রায্যাক বিন ইউসূফ, ১৫৭-১৫৯ পৃঃ)

উক্ত পণ্ডিতগণ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীস দ্বারা দেশের ন্যায় সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকার ও অত্যাচারী শাসক যতদিন পর্যন্ত ছালাত আদায় করবে ততদিন তার আনুগত্য করা ফরয ও সরকারের বিরূদ্ধে সশস্ত্র ও নিরস্ত্র অপতৎপরতা ও বিদ্রোহ হারাম প্রমাণ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে তাঁরা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীসকে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে নারী নেতৃত্বকে হালাল করে নারীকে ক্ষমতায় রেখে মুসলমানদেরকে তাদের আনুগত্য করা ফরয বলে ফতোয়া দিচ্ছেন। অথচ ইসলামে নারী নেতৃত্ব হারাম।

আমাদের এই কথা অনেকের নিকট অবাক লাগবে। অতএব আমরা উক্ত এজেন্টদের হাদীসের সূক্ষ্ম অপব্যাখ্যা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

(ক) ইক্বামতে দ্বীন পথ ও পদ্ধতি, ১ম প্রকাশঃ মার্চ ২০০৪ ইং

(খ) কে বড় লাভবান, ১ম প্রকাশঃ ২০০৬ ইং



২০০৪-২০০৬ ইং সাল ও এর আগে ও পরের বছর সমূহে বি এন পি ক্ষমতায় ছিল। এবং একজন নারী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। বর্তমানে ২০০৯-২০১১ ইং সালেও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এবং এখনও একজন নারী 'প্রধানমন্ত্রী'। এ দেশে মন্ত্রী শাসিত সরকার হওয়ায় প্রধান মন্ত্রীই প্রশাসনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অতএব, একজন নারীই যে সরকার প্রধান তা কোন ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারবে না।

সুতরাং হে মুসলিম ভাই, উক্ত পণ্ডিতগণ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীসের অপব্যাখ্যা করে নারী নেতৃত্ব হালাল করে তা সকলকে মান্য করতে অত্যন্ত জোর গলায় ফতোয়া দিয়ে বেড়াচ্ছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুসলমানদের মধ্যে পুরুষদেরকে 'আমীর' বা নেতা বানিয়েছেন এবং নারীদেরকে পুরুষের অধীন করে দিয়েছেন। 'আমীর' এর আনুগত্য সম্পর্কে যতগুলো হাদীস রয়েছে সবগুলিতেই 'আমীর' বলা হয়েছে। মুসলিম 'পুরুষ আমীর' এর আনুগত্য ফরয করা হয়েছে। এবং বিভিন্নভাবে 'পুরুষ আমীরের আনুগত্যের শেষ সীমারেখা বর্ণনা করা হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানব ও দানব আপ্রাণ চেষ্টা করেও 'মুসলিম নারী আমীর' এর আনুগত্য ফরয সম্পর্কে একটি কুরআনের আয়াত বা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর একটি হাদীস পেশ করতে পারবে না। উক্ত দু'জন লেখক ব্যতীত অন্যান্য ইসলামী লেবাসধারী আলেমগণকে এ মর্মে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে যে, 'মুসলিম পুরুষ আমীর' এর আনুগত্য সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ দ্বারা তারা যেন নারী আমীরের আনুগত্য ফরয এর ঘৃণ্য অপব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকেন।

## আমীরের আনুগত্য সম্পর্কে
## হাদীস সমূহের মধ্যে কয়েকটি শব্দ উল্লেখ রয়েছে।

যেমনঃ أُمَرَاءَ 'উমারা-উ' اَئِمَّةٌ 'আয়িম্মাতু' وُلَاةٌ 'উলাত' صَلَّوْا
'ছাল্লাও' اَقَامُوْا 'আক্বামু' هُمْ 'হুম' আমরা এখানে এ সকল শব্দের
تحقيق 'তাহক্বীক' করব।

أُمَرَاءُ ঃ উমারা-উ শব্দটি جمع (বহুবচন), واحد (একবচনে) اَمِيْرٌ
'আমীর' مذكر (পুংলিঙ্গ)। অর্থ, আমীর, শাসনকর্তা, নেতা।

اَئِمَّةٌ ঃ 'আয়িম্মাতু' শব্দটি جمع (বহুবচন), واحد (একবচনে) اِمَام
"ইমাম" مذكر (পুংলিঙ্গ)। অর্থ, নেতা, ইমাম।

وُلَاةٌ ঃ 'উলাত' শব্দটি جمع (বহুবচন), واحد (একবচনে) وال
'ওয়ালী' مذكر (পুংলিঙ্গ)। অর্থ, শাসনকর্তা, শাসক।

صَلَّوْا ঃ 'ছাল্লাও' সীগাহ, جمع مذكر غائب (পুংলিঙ্গ)।
অর্থ, তারা সকল পুরুষ ছালাত পড়ল।

اَقَامُوْا ঃ 'আক্বামু' সীগাহ, جمع مذكر غائب (পুংলিঙ্গ)।
অর্থ, তারা সকল পুরুষ ছালাত কায়েম করল।

هُمْ ঃ 'হুম' ضمير مجرور متصل পুংলিঙ্গ)। অর্থ, তারা সকল পুরুষ।

উক্ত তাহক্বীক এর মাধ্যমে প্রমাণ হলো যে আমীরের আনুগত্য সম্পর্কে উল্লেখিত সকল শব্দ পুংলিঙ্গ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) 'মুসলিম পুরুষ আমীর' এর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা 'পুরুষ আমীর' এর আনুগত্য সম্পর্কীয় হাদীস উল্লেখ করে 'নারী আমীর' এর আনুগত্য করা আবশ্যক বলে অপপ্রচার চালাচ্ছেন তারা ইসলামের দুশমন, ইয়াহুদীদের এজেন্ট, তারা অভিশপ্ত।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ-

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ



অর্থঃ পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। (সূরা নিসাঃ ৩৪ নং আয়াত)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, পুরুষ হচ্ছে স্ত্রীর নেতা। সে স্ত্রীকে সোজা ও ঠিক-ঠাককারী। কেননা, পুরুষ স্ত্রীর উপর মর্যাদাবান। এ কারণেই নবুওয়াত পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অনুরূপভাবে শরীয়তের নির্দেশ অনুসারে খলীফা একমাত্র পুরুষই হতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ 'ঐ সব লোক কখনও মুক্তি পেতে পারেনা যারা কোন নারীকে তাদের শাসনকর্ত্রী বানিয়ে নেয়। (সহীহ বুখারী)

এরূপভাবে বিচারপতি প্রভৃতি পদের জন্যেও শুধু পুরুষেরাই যোগ্য। নারীদের উপর পুরষদের মর্যাদা লাভের দ্বিতীয় কারণ এই যে, পুরষরা নারীদের উপর তাদের মাল খরচ করে থাকে, যে খরচের দায়িত্ব কিতাব ও সুন্নাহ্ তাদের প্রতি অর্পণ করেছে। যেমন মোহরের খরচ, খাওয়া পরার খরচ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ। সুতরাং জন্মগতভাবেও পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম এবং উপকারের দিক দিয়েও পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীর উপরে। এ জন্যেও স্ত্রীর উপর পুরুষকে নেতা বানানো হয়েছে।

অন্য জায়গায় রয়েছেঃ- وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

অর্থাৎ, তাদের উপর (স্ত্রীদের) পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে।
(সূরা বাকারঃ ২২৮ নং আয়াত)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'এ আয়াতের ভাবার্থ এই যে, নারীদেরকে পুরুষদের আনুগত্য (স্বীকার) করতে হবে এবং তাদের কাজ হচ্ছে সন্তানাদির রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং স্বামীর মালের হিফাযত করা ইত্যাদি।
(ইবনে কাসীর)

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ لْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

আবূ বাকরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে শ্রুত একটি বাণী আমাকে উষ্ট্রীর যুদ্ধের সময় মহা উপকার করেছে, যে সময় আমি সাহাবায়ে কিরামের সাথে মিলিত হয়ে উষ্ট্রীর যুদ্ধে শরিক হতে প্রায় প্রস্তুত হয়েছিলাম। আবূ বাকরা (রাঃ) বলেন, তা হচ্ছে যখন নবী (সাঃ) এ সংবাদ পেলেন যে, পারস্যবাসীরা (পরলোকগত) কিসরার কন্যাকে তাদের শাসক নির্বাচিত করেছে। তখন তিনি বললেন, সে জাতি কখনও সফলতা অর্জন করতে পারে না যারা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব কোন মহিলার ওপর সোপর্দ করে।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, অনুচ্ছেদঃ কিসরা ও কাইসারের নামে লিখিত নবী (সাঃ) এর পত্র; ৬৩৭ পৃঃ, কিতাবুল ফিতান, বাংলা বুখারী; আধুনিক প্রকাশনী, ৪র্থ খণ্ড, ২৭৪ পৃঃ, হা/৪০৭৭ ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৩০ পৃঃ, হা/৬৬০৪)

পবিত্র কুরআন-এর আয়াত ও সহীহ বুখারীতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীস দ্বারা দিবালোকের ন্যয় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ‘নারী নেতৃত্ব’ হারাম। মুনাফিক ও মুরতাদ ব্যতীত কোন মুমিনই এই হারামকে হালাল করতে পারে না।

## আল্লামা ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ

اَلاِنْسَانُ مَتى حَلَّلَ الْحَرَامَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ اَوْحَرَّمَ الْحَلاَلَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ اَوْبَدَّلَ الشَّرْعَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ كَانَ كَافِرًا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ

“যখন কোন ব্যক্তি সর্বসম্মত কোন হারাম বিষয়কে হালাল করল, অথবা সর্বসম্মত কোন হালাল বিষয়কে হারাম করে নিল অথবা সর্বসম্মত শরীয়াতের কোন বিধানকে পরিবর্তন করে দিল ফুকাহাগণের ঐক্যমতে সে কাফির হয়ে গেল।” (মাজমুউল ফাতাওয়া, ৩য় খণ্ড, ২৬৮ পৃঃ)

অতএব, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) ও সকল ফকীহদের ফতুয়া অনুযায়ী যারা সর্বসম্মত হারাম নারী নেতৃত্ব’কে হালাল করে দেশ শাসন করছে, তাদের সহযোগিতা করছে, তাদের পক্ষে ফতোয়া দিচ্ছে তারা সকলেই কাফির ও মুর্তাদ।



# *ইয়াহুদী এজেন্টদের তৃতীয় হামলা ‘ঐতিহাসিক হাদীস গোপনের রেকর্ড’

* ‘ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি’ এর লেখক ‘সরকারের বিরুদ্ধে অপতৎপরতা’ শিরোনামে উম্মে সালামা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস ও আউফ বিন মালিক (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন।

* ‘কে বড় লাভবান’ এর লেখক ‘অত্যাচারী শাসকের আনুগত্যকরা যায় কি?’ শিরোনামে উক্ত দু’টি হাদীস ব্যতীত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস, ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস ও হুযাইফা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন।

* ‘মুসলিম আমীর’ এর আনুগত্যের শেষসীমা নির্ধারণে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। উবাদা বিন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত এই হাদীসটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণঃ

عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْنَا بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

“জুনাদাহ ইবনে আবু উমাইয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উবাদাহ বিন সামিত (রাঃ) এর নিকট গেলাম, তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করুন। আপনি আমাদেরকে এমন একটি ‘হাদীস শুনান যা আপনি নবী (সাঃ) থেকে শুনেছেন, আল্লাহ তা‘আলা এতে আপনাকে উপকৃত করবেন। তিনি বললেন, নবী (সাঃ) আমাদেরকে (দ্বীনের দিকে) আহবান করলেন, আমরা তাঁর নিকট বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) করলাম। তিনি আমাদের কাছ থেকে যেসব বিষয়ের

শপথ নিয়েছিলেন তা হচ্ছে, আমাদের সুখের ও দুখের অবস্থায়, সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় এবং আমাদের স্বার্থহানীর অবস্থায় শ্রবণ করব ও আনুগত্য করব। এ মর্মে আরও শপথ করলাম যে, ক্ষমতাসীনদেরকে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করব না। কিন্তু যদি তাদেরকে এমন প্রকাশ্য কুফরী কাজ করতে দেখ যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ রয়েছে তবে সশস্ত্র জিহাদ করে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত কর।”

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ফিতান, অনুচ্ছেদ নং-২; সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, কিতাবুল ইমারত, বাবু ওয়ুবি ত্বায়াতিল উমারা ফী গায়বি মা'ছিয়াতিন, ১২৫ পৃঃ; মিশকাত, কিতাবুল ইমারাত, প্রথম পরিচ্ছেদ, ৩১৯পৃঃ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩১৫ পৃঃ, হা/৬৫৬৫, বাংলা মিশকাত, এমদাদিয়া পুস্তকালয়,৭ম খণ্ড, ১৪০ পৃঃ, হা/৩৪৯৭)

উক্ত সহীহ হাদীসটি স্পষ্টত প্রমাণ করছে যে, যদি কোন মুসলিম শাসকের কার্যকলাপ ব্যক্তিগত পর্যায়ে না থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছে যা (كُفْرًا بَوَاحًا) স্পষ্ট কুফ্‌রীতে পরিণত হয় এবং তা কুরআনের আয়াত বা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তবে ঐ শাসক মুসলমান নাগরিকদের নিকট থেকে আনুগত্য পাওয়ার অধিকার হারায় এবং ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার উপযুক্ত হয়, সে অবস্থাতে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।



## আমরা এখন প্রমাণ করব,

### উক্ত লেখকদ্বয় অজ্ঞতার জন্য উবাদা বিন সামিত (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেননি, না জেনেবুঝে হাদীসটি গোপন করেছেন

(ক) ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি, লেখকঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আহলে হাদীছ আন্দোলন' প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ খৃঃ উক্ত গ্রন্থের কয়েকটি স্থানে উবাদা বিন সামিত (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

(১) প্রকাশ্য কুফরী প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কিংবা সশস্ত্র অভ্যুত্থান করা চলবে না।

(আহলে হাদীছ আন্দোলন, ১১১ পৃঃ)

(২) টিকা নং-১৫৫. ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী, 'মাক্বালাতুল ইসলামিঈন' পৃঃ ৩২৩; 'আল-ইবানাহ' পৃঃ ৬১; ইমাম ছাবূনী, 'আকীদাতুস সালাফ' পৃঃ ৯৩; মুত্তাফাক আলাইহ (إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ) মুসলিম, মিশকাত, হাদীস সংখ্যা-৩৬৬৬, ৩৬৭১, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৮৬-১০৮৭। (আহলে হাদীছ আন্দোলন, ১৩১ পৃঃ টিকা নং-১৫৫)

(৩) টিকা নং-৮ (খ)

وكذلك روي البخاري و مسلم عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ(رض) قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ (ص)

.......وَفِيْ رِوَايَةٍ وَ عَلي اَنْ لَّانُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ

اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ مشكوة 'بيروت

٥٨٩١, ح ٣٦٦٦, ص ١٠٨٦

(আহলে হাদীছ আন্দোলন, ৩৯৮ পৃঃ টিকা নং-৮ (খ)

অতএব আমরা বুঝতে পারলম. তিনি জেনেবুঝে হাদীসটি গোপন করেছেন!

(খ) কে বড় লাভবান, লেখক আবদুর রায্‌যাক বিন ইউসুফ।

তিনি 'অত্যাচারী শাসকের আনুগত্য করা যায় কি?' শিরোনামে পাঁচটি হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং প্রত্যেকটি হাদীসের শেষে আরবী মিশকাত ও

হাদীস নং, বাংলা মিশকাতের হাদীস নং এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ সকল হাদীস মিশকাত-এর কিতাবুল ইমারতের হাদীস। আমরা এখানে মিশকাত-এর কিতাবুল ইমারতের হাদীসসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তুলে ধরছি–

| | | |
|---|---|---|
| এক নং হাদীস ঃ | আবু হুরাইরা (রা) | হতে বর্ণিত। |
| দুই ” ” ঃ | উম্মুল হুসাইন (রাঃ) | ” ” |
| তিন ” ” ঃ | আনাস (রাঃ) | ” ” |
| চার ” ” ঃ | ইবনে ওমর (রাঃ) | ” ” |
| পাঁচ ” ” ঃ | আলী (রাঃ) | ” ” |
| ছয় ” ” ঃ | উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) | ” ” |
| সাত ” ” ঃ | ইবনে ওমর (রাঃ) | ” ” |
| আট ” ” ঃ | ইবনে আব্বাস (রাঃ) | ” ” |
| নয় ” ” ঃ | আবু হুরাইরা (রাঃ) | ” ” |
| দশ ” ” ঃ | আওফ ইবনে মালেক | ” ” |
| এগার ” ” ঃ | উম্মে সালামা (রাঃ) | ” ” |
| বার ” ” ঃ | আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) | ” ” |
| তের ” ” ঃ | ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) | ” ” |

তিনি দশ, এগার, বার ও তের নং হাদীস উল্লেখ করেছেন কিন্তু উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত ছয় নং হাদীস উল্লেখ করেননি। আমাদের জানা মতে তাঁর বিদ্যার দৌড় হাদীসের প্রথম কিতাব এই মিশকাত পর্যন্তই। এর পরেও যদি ছয় নং হাদীস অর্থাৎ উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি কিতাবুল ইমারত এর মধ্যে না থেকে অন্য কোন অধ্যায়ে থাকত তবে আমরা ধরে নিতাম যে, তিনি ঐ হাদীস সম্পর্কে জানেন না। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি কিতাবুল ইমারত হতে এক থেকে নয় নং হাদীস ডিঙ্গিয়ে দশ থেকে তের নং হাদীস উল্লেখ করেছেন। অতএব আমরা বুঝতে পারলাম তিনি জেনে বুঝে ছয় নং হাদীস গোপন করেছেন।

আমরা দেখতে পাচ্ছি উক্ত লেখকদ্বয় ব্যতীত অনেক বক্তা ওয়াযের মঞ্চে ছয় নং হাদীসকে গোপন করে সুবিধামত অন্যান্য হাদীসকে উল্লেখ করে জোর গলায় মুর্তাদ শাসকদের আনুগত্য করা ফরয বলে সাধারণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করে চলেছেন।



এদের পরিনাম সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ
فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

অর্থঃ আমি যেসব উজ্জল নিদর্শন ও-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, আমি ঐগুলোকে সর্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ করার পরও যারা ঐসব বিষয়কে গোপন করে, আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেন এবং অভিসম্পাত কারীগণও তাদেরকে অভিসম্পাত করে থাকে। (সূরা বাকারাঃ ১৫৯ নং আয়াত)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً
أُولَـئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ যা গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছেন তা যারা গোপন করে ও তৎপরিবর্তে নগণ্য মূল্য গ্রহণ করে, নিশ্চয় তারা স্ব-স্ব পেটে অগ্নি ছাড়া অন্য কিছু ভক্ষণ করে না এবং কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা বাকারাঃ ১৭৪ নং আয়াত)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ
عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارِيَوْمَ الْقِيَامَةِ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি শরীয়তের কোন বিষয় সর্ম্পকে জিজ্ঞাসিত হয় এবং সে তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাকে আগুনের লাগাম পরাবেন।

(আবুদাউদ, কিতাবুল ইল্‌ম, বাবু কিরাহিয়াতি মান্‌য়িল ইল্‌ম, ২য় খণ্ড, ৫১৫ পৃঃ; সুনান তিরমিযী, আবওয়াবুল ইলম বাবু মা জা য়া ফী কিতমানিল ইলম, ২য় খণ্ড, ৯৩ পৃঃ; এটি আবূ দাউদ এর শব্দ)

প্রকৃতপক্ষে এসব লোকেরা তাঁদের দাদার নীতি গ্রহণ করে চলছেন। তাঁদের দাদারাও নিজেদের হীনস্বার্থ সিদ্ধির জন্য আল্লাহর কালামের আয়াতসমূহকে গোপন করত।

যেমনঃ-

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইয়াহুদীগণ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এসে বলল, তাদের এক পুরুষ ও এক নারী যেনা করেছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, রজমের ব্যাপারে তাওরাতের মধ্যে তোমরা কি পেয়েছ? তারা বলল, আমরা তাদেরকে অপমান করি। এবং তাদেরকে চাবুক মারা হয়। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (যিনি প্রথমে ইয়াহুদী ছিলেন পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন) বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছো। তন্মধ্যে অবশ্যই রজমের কথা উল্লেখ আছে। আচ্ছা তাওরাত নিয়ে এসো। তারা তা আনলো এবং খুললো বটে, কিন্তু তাদের একজন রজমের আয়াতের উপর হাত দ্বারা চাপা দিয়ে রাখলো এবং তার সামনে ও পিছন থেকে পড়লো। তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তাকে বললেন, তোমার হাত উঠাও। সে হাত উঠালো। দেখা গেলো তন্মধ্যে রজমের আয়াত রয়েছে তখন তারা বললো, হে মুহাম্মাদ (সাঃ) সে (আবদুল্লাহ) সত্যই বলেছে। তার মধ্যে রজমের আয়াত ঠিকই আছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) নির্দেশ করলেন, তখন তাদের উভয়কে রজম করা হলো। (বর্ণনাকারী বলেন,) আমি দেখেছি পুরুষ লোকটি মহিলাটিকে আড়াল করে তাকে পাথর থেকে রক্ষা করে যাচ্ছে।

(সহীহ্ বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল মুহারিবীন, অমুসলিম সংখ্যালঘু (যিম্মির) বিধিবিধান এবং যখন তারা যেনা করে......অনুচ্ছেদ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৬ষ্ট খণ্ড, ২০৬ পৃঃ হা/৬৩৬৫)

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ হলো যে, ইয়াহুদীরা নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য কত জঘন্যভাবে আল্লাহর কালামের আয়াতসমূহ গোপন করত। বর্তমানেও ইয়াহুদীদের নিয়োগকৃত এজেন্টগণ ইসলাম ধ্বংসের জন্য তাদের পুরাতন কৌশল অবলম্বন করে সরলমনা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করছে। ইসলামী লেবাস পরিধান করার জন্য এদের প্রকৃত পরিচয় মুসলমানদের নিকট বরাবরই গোপন থেকে যাচ্ছে। হে মুসলমানগণ এদের ব্যাপারে স্বজাগ থাকুন!



# * ইয়াহুদী এজেন্টদের চতুর্থ হামলা

# 'মুর্তাদদের রক্ষায় আপ্রাণ চেষ্টা

(১) হাদীস গোপন করা।

(২) 'এক্ষণে যদি সরকার প্রকাশ্য কুফরী করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে কি-না, এ বিষয়ে দু'টি পথ রয়েছে।

**(ক)** যদি শাসক পরিবর্তনের ক্ষমতা আছে বলে দৃঢ় বিশ্বাস ও নিশ্চিত বাস্তবতা থাকে, তাহলে সেটা করা যাবে।

**(খ)** যদি এর ফলে সমাজে অধিক অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টির আশংকা থাকে, তাহলে ছবর করতে হবে ও যাবতীয় ন্যায়সঙ্গত পন্থায় সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করতে হবে।

(ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি, ৩৬ পৃঃ)

(৩) 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলে হাদীসের নিকট কবীরা গুনাহগার মুমিন কাফির নয় এবং তার রক্ত হালাল নয়। একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি মৃতের ন্যায় হলেও তাকে যেমন 'প্রাণহীন মৃত' বলা যায় না, তেমনি গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে সাময়িকভাবে ঈমানের দীপ্তি স্তিমিত হয়ে গেলেও কোন মুমিনকে ঈমানশূন্য 'কাফির' বলা যায় না। ক্বিয়ামতের দিন রসূলের শাফা'আত তো মূলতঃ কবীরা গুনাহগার মুমিনদের জন্যই হবে।

ছহীহ হাদীছ ও ছাহাবায়ে কেরামের ব্যাখ্যা মতে আহলে হাদীছগণের আক্বীদাই সঠিক এবং সেকারণ বাংলাদেশের মুসলমানরা তাদের দৃষ্টিতে কাফির নয়, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর কোন বিধানকে বিশ্বাসগতভাবে ও মৌখিকভাবে অস্বীকার করে। একইভাবে তাদের জানমাল ও ইযযত অন্যদের জন্য হালাল নয়। (ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি, ৩৩ পৃঃ)

(৪) মুর্তাদদেরকে 'অত্যাচারী শাসক' বলে অপপ্রচার করা।

(কে বড় লাভবান, ১৫৭ পৃঃ)

(৫) হাদীসের ভুল অর্থ করা। যেমনঃ 'না যতদিন পর্যন্ত তারা তোমাদের মাঝে ছালাত আদায় করবে।' (কে বড় লাভবান, ১৫৮ পৃঃ)

(৬) 'প্রতিষ্ঠিত প্রকাশ্য শাসক তাকে মুরতাদ ঘোষণা করে হত্যার হুকুম জারী করবেন। অপরাধীকে হত্যা করার পূর্বে তাকে তার অপরাধ অবগত করাতে হবে তিন থেকে সাতদিন পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে সে অপরাধকে স্বীকার করে তওবা করলে তাকে হত্যা করা যাবে না। হত্যার রায় প্রদানকারীকে প্রকাশ্য ও প্রতিষ্ঠিত নেতা হতে হবে।

(কে বড় লাভবান, ১৫৫ পৃঃ)

**(১)** হাদীস গোপন করা।

ইতিপূর্বে আমরা উবাদা বিন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত সহীহ হাদীস

وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

'ক্ষমতাসীনদের সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করব না। কিন্তু যদি তাদেরকে এমন প্রকাশ্য কুফ্রী কাজ করতে দেখ যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ রয়েছে তবে সশস্ত্র জিহাদ করে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত কর।'

এই হাদীসটি তাঁরা জেনে-বুঝে গোপন করেছেন। এর বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।

**(২)** 'এক্ষনে যদি সরকার প্রকাশ্য কুফরী করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে কি-না, এ বিষয়ে দু'টি পথ রয়েছে।

**(ক)** যদি শাসক পরিবর্তনের ক্ষমতা আছে বলে দৃঢ় বিশ্বাস ও নিশ্চিত বাস্তবতা থাকে, তাহলে সেটা করা যাবে।

**(খ)** যদি এর ফলে সমাজে অধিক অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টির আশংকা থাকে, তাহলে ছবর করতে হবে ও যাবতীয় ন্যায়সঙ্গত পন্থায় সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করতে হবে।'

যখন একদল জানবায মুজাহিদ শরীয়াত ধ্বংকারী, আল্লাহর বিধান পরিবর্তনকারী শাসকদের 'মুরতাদ' হওয়া সংক্রান্ত যাবতীয় স্পষ্ট দলীল প্রমাণ মুসলমানদের সামনে তুলে ধরছেন, ঠিক এমনি মুহুর্তে ইয়াহুদী এজেন্টগণ তাদের লিখনী ও ওয়াজের মাধ্যমে মুরতাদ শাসকদের রক্ষায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। তাঁরা জানেন এদেশের অজ্ঞ ও সাধারণ মুসলমানগণ তাঁদেরকে রব-এর মতো মান্য করে। তাঁরা যা প্রচার করবেন, জনগণ তাই মেনে নিবে।



আমরা উবাদা বিন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত كُفْرًا بَوَاحًا 'প্রকাশ্য কুফরী' সংক্রান্ত হাদীস গোপন করলাম যাতে করে মুসলমানগণ এই হাদীসের উপর আমল করে মুরতাদ শাসকদের উৎখাত করার জন্য সশস্ত্র জিহাদ শুরু করতে না পারে। কিন্তু যদি মুজাহিদীনদের প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানগণ এই হাদীস জেনে যায় তখন কি উপায় হবে! অতএব, এই হাদীসের সাথে এমন শর্ত আরোপ করতে হবে যাতে মুসলমানগণ এই হাদীসের সন্ধান পেলেও এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে সন্দিহান হয়ে পড়ে। সুতরাং তাঁরা كُفْرًا بَوَاحًا 'প্রকাশ্য কুফরী' এই হাদীসটির সাথে দু'টি শর্তারোপ করেছেন।

**(ক)** যদি শাসক পরিবর্তনের ক্ষমতা আছে বলে দৃঢ় বিশ্বাস ও নিশ্চিত বাস্তবতা থাকে, তাহলে সেটা করা যাবে।

এজেন্টগণ ভাল করেই জানেন যে, অল্প সংখ্যক মুজাহিদ অতিসহজে সরকারকে পরিবর্তন করতে পারবে না। অতএব উক্ত শর্তারোপ করলে মুসলমানগণ ঐ হাদীস জানলেও মুরতাদ শাসকদের উৎখাত করতে অগ্রসর হবে না।

**(খ)** যদি এর ফলে সমাজে অধিক অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টির আশংকা থাকে, তাহলে ছবর করতে হবে।

লেখক অত্যান্ত সূক্ষ্মভাবে মুর্তাদদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত কুফরী রাষ্ট্রকে শান্তি ও সুখের রাষ্ট্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আর সশস্ত্র জিহাদ শুরু করলেই তাকে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করেছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা কুফর ও শিরককেই ফিতনা বা অশান্তি ও বিশৃংখলা বলে উল্লেখ করেছেন। এবং ফিতনা বা কুফর ও শিরককে নির্মূল না করা পর্যন্ত সশস্ত্র জিহাদ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّه

অর্থঃ আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে যায় এবং সমস্ত দ্বীন আল্লাহর হয়ে না যায়।

(সূরা আনফানঃ ৩৯ নং আয়াত)

**উক্ত আয়াতে ফিতনা বলতে কুফর ও শিরককে বুঝানো হয়েছে।**

উবাদা বিন সামিত (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের বিষেশ অংশটি এই–

وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

'আমরা ক্ষমতাসীনদেরকে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করব না। কিন্তু যদি তাদেরকে প্রকাশ্য কুফরী কাজ করতে দেখ যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ রয়েছে তবে সশস্ত্র জিহাদ করে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত কর।

**উক্ত এজেন্ট যে দু'টি শর্তারোপ করেছেন হাদীসের শব্দে উক্তশর্তের একটি শব্দও উল্লেখ নাই। প্রকৃতপক্ষে শয়তান তার নিকট উক্ত দুটি শর্ত ওয়াহী করেছে।**

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

অর্থঃ নিশ্চয় শয়তানগণ তাদের বন্ধুদেরকে ওয়াহী করে–যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে। (সূরা আনআমঃ ১২১ নং আয়াত)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। আল্লাহর কিতাবের বহির্ভূত সকল শর্ত বাতিল যদিও তা সংখ্যায় একশ হয়।



(সহীহ বুখারী, কিতাবুশ শুরুত, অনুচ্ছেদঃ অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে শর্তআরোপ, ৩৭৭ পৃঃ বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় খণ্ড, ৪০ পৃঃ হা/ ২৫২৯; মিশকাত, কিতাবুল বুয়ুউ ২৪৯ পৃঃ; বাংলা মিশকাত, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/ ২৭৫২)

**(৩)** ''আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলে হাদীসের নিকটে কবিরা গোনাহগার মুমিন কাফির নয় এবং তার রক্ত হালাল নয় সে কারনে বাংলাদেশের মুসলমানরা তাদের দৃষ্টিতে কাফির নয়।'

উক্ত উক্তির দ্বারা লেখক প্রমাণ করেছেন যে, প্রকাশ্য কুফর ও শিরক-এর দ্বারা কোন ব্যাক্তি কবিরা গোনাহগার হবে, মুরতাদ হবে না।

"যারা আল্লাহর অবতীর্ণ আইন অনুযায়ী বিচার ফয়ছালা করে না তারা কাফির" (সূরা মায়িদাহঃ ৪৪ নং আয়াত)

কুরআন-এর এই নির্দেশ অনুযায়ী যেসব লোক আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মানব রচিত বিধানে রাষ্ট্র চালায় তাদেরকে কাফির না বলে কবিরা গোনাহগার আখ্যায়িত করেছেন এবং মুসলমান 'শিরক ও কুফরীর' জন্য মুরতাদ হয়ে যায় তা তিনি অস্বীকার করেছেন।

'কিন্তু অন্য এজেন্ট 'মুসলমান মুরতাদ হতে পরে' একথাটি স্বীকার করেছেন। যেমনঃ-

কেউ যদি কুরআনের হুকুমকে ভুল এবং অকল্যাণকর মনে করে কুরআনী বিধানকে উপেক্ষা করে বিচার করে তাহলে সে কাফির বা হত্যাযোগ্য হবে। (কে বড় লাভবান, ১৫৫)

আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে যারা মানব রচিত বিধান দ্বারা ফায়সালা করে এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করে তারা মুরতাদে পরিণত না হয়ে মুসলমানই থাকবে, তবে তারা কবিরা গুনাহগার হবে। অতএব মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হারাম। আর যারা আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে মানবরচিত আইন দ্বারা ফয়সালা করে ও রাষ্ট্র পরিচালনা করে, জিহাদরে মাধ্যমে তাদেরকে উৎখ্যাত করাও হারাম। এটিই হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলে হাদীসের মাজহাব।

কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে এজেন্টের উক্ত দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। ইবলীস যেমন আল্লাহর নামে কসম খেয়ে হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) কে

ধোকা দিয়েছিল, তেমনিভাবে তিনি 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলে হাদীসের' নাম ব্যবহার করে মুরতাদ শাসকদের উৎখাত করা থেকে মুসলমানদের দূরে রাখার জন্য ঘৃণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন।

মুরতাদ শাসকদের সম্পর্কে তাঁদের আক্বীদা অত্যান্ত স্বচ্ছ।

তাদের আক্বীদা হচ্ছেঃ-

**'১৯-(আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত) আহলে হাদীছের আকীদা হ'ল ভালমন্দ সবধরনের মুসলিম আমীরের আনুগত্য করা'**

এই শিরোনামে উক্ত এজেন্ট লিখেছেনঃ

সংশোধনের অযোগ্য বিবেচিত হ'লে কোন কোন আহলেহাদীস বিদ্যানের মতে তাঁকে পদচ্যুত করতে হবে। প্রকাশ্য কুফ্‌রী প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত মুসলিম শাসকের বিরূদ্ধে বিদ্রোহ কিংবা সশস্ত্র অভ্যুত্থান করা চলবে না। নারীকে মুসলমানদের শাসন কর্তৃত্বে বসানো যাবে না।

(আহলেহাদীছ আন্দোলন ১১১ পৃঃ, লেখক, আসাদুল্লাহ আল-গালিব)

মুসলমান শিরক ও কুফরী করার জন্য মুরতাদে পরিণত হতে পারে যা উক্ত এজেন্ট অস্বীকার করেছেন এবং তিনি মুরতাদ হওয়ার জন্য শর্তারোপ করেছেন "যতক্ষণ না তারা আল্লাহর কোন বিধানকে বিশ্বাসগতভাবে ও মৌখিকভাবে অস্বীকার করে" (ইক্বামতে দ্বীন; পথ ও পদ্ধতি, ৩৩)

**এ কথাটিও ভিওিহীন।**



# মুসলমান মুরতাদ হতে পারে এবং তাঁর উপরোক্ত শর্তারোপ ভিত্তিহীন-এর প্রমাণ

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

অর্থঃ "আর যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুযায়ী হুকুমত পরিচালনা করে না তারাই কাফির"।

(সূরা মায়িদাহঃ ৪৪ নং আয়াত)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা যেসব লোক আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তাদেরকে কাফির বলেছেন এবং তাদের কাফির হওয়ার জন্য অন্য কোন শর্তারোপ করেননি।

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা বাকারাহ্ঃ ২১৭ নং আয়াত)

অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলা যারা ঈমান আনার পরে কুফরী করে তাদেরকে মুরতাদ বলেছেন এবং মুরতাদ হওয়ার জন্য কোন শর্তারোপ করেননি। যারা আল্লাহদ্রোহী কাজ কর্মের দরুণ মুরতাদে পরিণত হওয়ার পরও নিজেদেরকে মুসলিম ধারণা করে নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি নেক আমল করতে থাকে, এমতাবস্থায় তাদের আদায়কৃত এই সকল ইবাদত দুনিযা ও আখিরাতে কোনই কাজে আসবে না, বরং তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। সেখান থেকে তারা কোনদিনই পরিত্রাণ পাবে না।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

যে কেউ তার দ্বীন পরিবর্তন করবে (অর্থাৎ মুরতাদ হবে) তাকে হত্যা কর।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইসতিতাবাতিল মুআনিদীন ওয়াল মুর্তাদ্দীন, ২য় খণ্ড, ১০২৩ পৃঃ; বাংলা বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আধুনিক প্রকাশনী, হা/৬৪৪২)

উক্ত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে, মুসলমান মুরতাদ হতে পারে এবং কাফির হওয়ার জন্য কোন শর্তারোপ করা হয়নি।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ فَقُلْتُ أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ قُلْتُ وَمَا شَأْنُهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْقَهْقَرَى ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ قُلْتُ أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ قُلْتُ مَا شَأْنُهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْقَهْقَرَى فَلَا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাঃ) বলেছেনঃ আমি দণ্ডায়মান অবস্থায় একদল লোককে দেখতে পাব। এমনকি তাদেরকে চিনতেও পারব। আমার এবং তাদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে বলবে- আসুন, আমি বলবঃ কোথায়? সে বলবেঃ আল্লাহর কসম! জাহান্নামের দিকে। বলবঃ তাদের কি অবস্থা? সে উত্তরে বলবেঃ আপনার পরে এরা মুরতাদ হয়ে পশ্চাতে ফিরে গেছে। পুনরায় আরেকটি দলকে দেখতে পাব এবং তাদের চিনতে পারব। অতঃপর আমাদের মধ্যখান থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে বলবে, আসুন। আমি বলবঃ কোথায়? সে বলবে, আল্লাহর কসম! জাহান্নামের দিকে। আমি বলবঃ কি অবস্থা তাদের? সে জবাব দিবেঃ তারা মুরতাদ হয়ে পেছনে ফিরে গিয়েছিল। অতিনগণ্য সংখ্যক ব্যতীত তারা নাযাত পাবে বলে আমার মনে হয় না।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল হাউয, ৯৭৫ পৃঃ, বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮৫ পৃঃ, হা/ ৬১২৮)

এই হাদীসটি স্পষ্টত প্রমাণ করছে যে, এই উম্মতের দুই দল লোক মুরতাদ হওয়ার জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অথচ উক্ত এজেন্ট মুসলমান



'মুরতাদ' হতে পারে এ কথাটি কৌশলে অস্বীকার করেছেন এবং মুরতাদ হওয়ার জন্য কল্পনাপ্রসূত শর্তারোপ করেছেন। অতএব হে মুসলমানগণ, উক্ত গুপ্ত এজেন্টদের অপতৎপরতা থেকে সাবধান!

**(৪)** মুরতাদদের 'অত্যাচারী শাসক'বলে অপপ্রচার করাঃ

হযরত উবাদা বিন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, সহীহ হাদীস, অর্থাৎ كُفْرًا بَوَاحًا 'প্রকাশ্য কুফরী' সংক্রান্ত হাদীস গোপন করে, অন্যান্য সহীহ হাদীস যাতে মুসলিম পুরুষ শাসকদের আনুগত্যের শেষ সীমারেখা বর্ণিত হয়েছে ঐ সকল হাদীসের অপব্যাখ্যা করে মুরতাদ শাসকদের 'অত্যাচারী শাসক' বলে অপপ্রচারের মাধ্যমে মুরতাদ শাসকদের রক্ষার জন্য আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

**(৫)** হাদীসের ভুল অর্থ করাঃ 'না যতদিন পর্যন্ত তারা তোমাদের মাঝে ছালাত আদায় করবে।' (কে বড় লাভবান, ১৫৮ পৃঃ)

عَنْ عَوفِ بْنِ مَالِكٍ.... قُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ

আওফ ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত,........ আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ) এমতাবস্থায় আমরা কি তাদের অপসারণ করব না? তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করব না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? <u>রসূল (সাঃ) বললেন, না যতদিন পর্যন্ত তারা তোমাদের মাঝে ছালাত আদায় করবে, আবার বললেন, যতদিন পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত আদায় করবে, ততদিন পর্যন্ত তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না।</u> (মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭০; বাংলা মিমকাত হা/৩৫০৩)

**ব্যাখ্যাঃ** <u>অত্র হাদীস দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, নাফরমান ব্যাক্তি ভাল মানুষের শাসক হতে পারে। অত্যাচারী শাসক যতদিন ছালাত আদায় করবে ততদিন তাকে অপসারণের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।</u>

অত্যাচারী শাসকের পূর্ণ আনুগত করতে হবে। তার আনুগত্য হতে হাত গুটানো যাবে না। তাকে অপসারণ করার কোন চেষ্টা করা যাবে না।
(কে বড় লাভবান, ১৫৮ পৃঃ লেখক আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ)

উক্ত লেখক আওফ ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত উক্ত হাদীস উল্লেখ করে হাদীসের বিশেষ অংশ 'مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ' অর্থ করেছেনঃ 'না যতদিন পযন্ত তারা তোমাদের মাঝে ছালাত আদায় করবে' এর দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছেন-অত্যাচারী শাসক যতদিন ছালাত আদায় করবে ততদিন তাকে অপসারণের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

**মারাত্মক জালিয়াতীঃ** হাদীসের বিশেষ অংশ 'مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ' এর মূল অংশ أَقَامُوا 'আক্বামূ' এটি فِعْل বা ক্রিয়া। মাছদার اَلْاِقَامَةُ 'আল ইক্বামাতু' অর্থ, কায়েম করা, প্রতিষ্ঠা করা। اِقَامَةُ الصَّلَاة 'ইক্বামাতুছ ছলাত' অর্থ, ছালাত কায়েম করা, ছালাত প্রতিষ্ঠা করা। اِقَامَةُ الدِّيْن 'ইক্বামাতুদ দ্বীন' অর্থ দ্বীন কায়েম করা, দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। পবিত্র কুরআনে বহুস্থানে اِقَامَةُ 'ইক্বামাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

যেমনঃ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ অর্থঃ 'এবং যারা ছালাত প্রতিষ্ঠা করে'
(সূরা বাকারাঃ ৩ নং আয়াত)
أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ অর্থঃ 'তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর'
(সূরাঃ শূরা ১৩ নং আয়াত)

**অতএব,** 'مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ' এর অর্থ হবে, **যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম করে।**

যেমনঃ 'ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি এর লেখক ৩৬ পৃষ্টায় হাদীসের সঠিক অর্থ লিখেছেন।



উক্ত হাদীসের অর্থ ও ব্যাখ্যা এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম করে, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করে ততদিন পর্যন্ত তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। কিন্তু শাসক যদি রাষ্ট্রের নাগরিকদের মাঝে ছলাত প্রতিষ্ঠা না করে, তবে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করে তাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে।

ছলাত প্রতিষ্ঠার অর্থ এই যে, রাষ্ট্রের (মুসলিম) নাগরিকদেরকে ছলাত পড়ার নির্দেশ দেয়া এবং কেউ এ নির্দেশ অমান্য করলে (ছলাত না পড়লে) কৈফিয়ত তলব করা ও তার বিচারের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা।

এ হাদীস আমাদের এ নির্দেশনাই দেয় যে, ছলাত প্রতিষ্ঠা না করা একজন মুসলমান শাসকের জন্য এমন অপরাধ যে, এর ফলে সশস্ত্র জিহাদ করে তাকে ক্ষমতা হতে অপসারণ করতে হবে। মুমিনদের শাসক বানানো হয় আল্লাহর হুকুমগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য। ছলাত এমন একটি হুকুম যা ছেড়ে দেয়ার কারনে মুমিন কাফেরে পরিণত হয়ে যায়। তাই রাষ্ট্রে ছলাত প্রতিষ্ঠার কাজ ছেড়ে দিলে সেই শাসকের বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদ নয়; বরং তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য আল্লাহর রসূল (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন।

অথচ উক্ত এজেন্ট আরবী সকল অভিধানকে পদাঘাত করে মুরতাদ শাসকদের ক্ষমতায় রাখার জন্য হাদীসের জাল অর্থ করেছেন– **'না যতদিন পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত আদায় করবে'** অতএব হে মুসলমানগণ, এ সকল এজেন্টদের ব্যাপারে স্বজাগ থাকুন!

**(৬)(ক)** প্রতিষ্ঠিত প্রকাশ্য শাসক তাকে মুরতাদ ঘোষনা করে হত্যার হুকুম জারী করবেন। হত্যার রায় প্রদানকারীকে প্রকাশ্য ও প্রতিষ্ঠিত নেতা হতে হবে। (কে বড় লাভবান, ১৫৫ পৃঃ)

তিনি উক্ত বক্তব্যের দ্বারা প্রমাণ করেছেন, কোন ব্যক্তি ঈমান আনার পর শরীয়ত বিধংসী কর্মের দ্বারাই শুধু মুরতাদ হবে না, বরং **''প্রতিষ্ঠীত প্রকাশ্য শাসক তাকে মুরতাদ ঘোষণা করবে''** তবেই সে মুরতাদে পরিণত হবে।

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, আমরা ইতিপূর্বে 'মুসলমান মুরতাদ হতে পারে' এই শিরোনামে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত ও সহীহ হাদীস উল্লেখ করেছি।

যেমনঃ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ অর্থঃ "তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে" (সূরা বাকারাহ্ঃ ২১৭ নং আয়াত)

এবং সহীহ বুখারী-এর হাদীসের অংশঃ

قَالَ إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْقَهْقَرَى

'আপনার পরে এরা মুরতাদ হয়ে পশ্চাতে ফিরে গেছে (বুখারী) উক্ত কুরআনের আয়াত এবং সহীহ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হলো যে, কোন ব্যাক্তি ঈমান আনার পর শরীয়ত বিধ্বংসী কর্মের দ্বারা মুরতাদে পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠিত প্রকাশ্য শাসক তাকে মুরতাদ ঘোষনা করলে, তবেই সে মুরতাদে পরিণত হবে নচেৎ হবে না' একথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।

কিছুক্ষণের জন্য ধরে নিলাম রাষ্ট্র প্রধানের নিম্নপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ যদি কুরআনের হুকুমকে ভুল ও অকল্যাণকর মনে করে কুরআনী বিধানকে উপেক্ষা করে বিচার করে কাফিরে পরিণত হয় তবে প্রতিষ্ঠিত প্রকাশ্য শাসক তাকে মুরতাদ ঘোষণা করার দ্বারা সে মুরতাদে পরিণত হবে। কিন্তু যদি স্বয়ং রাষ্ট্র প্রধান কুরআনের হুকুমকে ভুল এবং অকল্যানকর মনে করে কুরআনী বিধানকে উপেক্ষা করে বিচার করে কাফিরে পরিণত হয় তবে তাকে মুরতাদ বলে কে ঘোষণা করবে?

বাস্তবে তিনি মুরতাদদের রক্ষার লক্ষেই উক্ত শর্তারোপ করেছেন। কেননা স্বয়ং রাষ্ট্র প্রধান কাফেরে পরিণত হলে তাঁকে মুরতাদ ঘোষণার কেউ থাকবে না, অতএব তাকে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুতও করতে পারবে না।



# মুরতাদ শাসক বা রাষ্ট্র প্রধানকে উৎখাত করার ইসলামী বিধান

**(ক)** হযরত উবাদা বিন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস–

وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

ক্ষমতাসীনদেরকে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত্য করব না। কিন্তু যদি তাদেরকে এমন প্রকাশ্য কুফরী কাজ করতে দেখ যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ রয়েছে তবে সশস্ত্র জিহাদ করে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত কর।

وَأَلَّا نُنَازِعَ 'আমরা ক্ষমতাচ্যুত করব না' অর্থাৎ মুসলিম জনসাধারণ শপথ করছে আমরা আনুগত্য করব, শ্রবণ করব এবং তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করব না।

الْأَمْرَ أَهْلَهُ ক্ষমতাসীনদেরকে। অর্থাৎ আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান-এর আনুগত্য করব ও শ্রবণ করব, তাদেরকে উৎখাত করব না।

إِلَّا أَنْ تَرَوْا কিন্তু যদি তোমরা তাদেরকে প্রকাশ্য কুফরী কাজ করতে দেখ। অর্থাৎ, মুসলিম জনসাধারণ আমীর বা রাষ্ট্র প্রধানের মধ্যে প্রকাশ্য কুফরী কাজ দেখতে পায়।

অত্র হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সকল মুসলিম জনগনকে আমীর বা রাষ্ট্র প্রধান এর আনুগত্য করা ফরয করে দিয়েছেন এবং আমীরকে ক্ষমতাচ্যুত করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু যখন আমীর বা রাষ্ট্র প্রধান প্রকাশ্য কুফরীতে লিপ্ত হবে তখন মুসলিম প্রজাদেরকে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

**(খ)** আওফ ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস, নবী (সাঃ) বলেছেনঃ خِيَارُكُمْ اَءِمَّتُكُمْ তোমাদের ইমাম বা শাসকদের মধ্যে সেই উত্তম.......... أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ এমতাবস্থায় আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে

তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করব না? قَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ রসূল (সাঃ) বললেন, না যতদিন পর্যন্ত তারা তোমাদের মাঝে ছালাত প্রতিষ্ঠা করে।

(মুসলিম, মিশকাত হা/ ৩৬৭০; বাংলা মিশকাত হা/ ৩৫০৩, কে বড় লাভবান, ১৫৮ পৃঃ; ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি, ৩৬ পৃঃ)

উক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলিম নাগরিকদেরকে আমীর বা রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন–যতদিন পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে ছালাত প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু আমীর বা শাসক যদি রাষ্ট্রে নাগরিকদের মধ্যে ছালাত প্রতিষ্ঠা না করে তবে সে ক্ষমতায় থাকার অধিকার হারায় এবং তাকে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

**(গ)** উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ তোমাদের মধ্যে অনেক আমীর হবে, قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ তারা বললেন, আমরা কি তখন শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করব না?

لَا مَا صَلَّوْا রসূলুল্লাহ (সাঃ) বরলেন, না। যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে ততদিন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না।'

(মুসলিম, মিশকাত হা/ ৩৬৭১; বাংলা মিশকাত, হা/ ৩৫০২; কে বড় লাভবান, ১৫৮,১৫৯ পৃঃ; ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি, ৩৬ পৃঃ)

উক্ত হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) মুসলিম নাগরিকদেরকে অত্যাচারী শাসকদের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন তারা ছালাত আদায় করবে। কিন্তু যদি উক্ত অত্যাচারী শাসকেরা ছালাত আদায় না করে, তবে তাদেরকে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে উৎখাত করতে হবে।

হাদীসের মর্ম এই যে, ছালাত এমন একটি ইবাদত যদি শাসকদের মধ্যে তা না থাকে তবে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করতে হবে।



আমরা উক্ত তিনটি হাদীস দ্বারা বুঝতে পারলাম যে, "কোন মুসলিম শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধান তার মুরতাদ হওয়ার জন্য এটা শর্ত নয় যে, সে নিজেকে ঘোষণা দিয়ে মুরতাদ বা কাফের হতে হবে, বরং তার মুরতাদ হওয়ার জন্য এটা যথেষ্ট যে, সে তার রাষ্ট্রে কিছু কুফরী কাজের প্রকাশ ঘটালো।

যেমন–সরকারীভাবে সুদ নেয়া, পতিতালয় সংরক্ষন করা, লটারী, মদ, জুয়া, ইত্যাদির অনুমতি দেয়া। যখন তারা ছালাত আদায় না করবে, এবং রাষ্ট্রে ছালাত প্রতিষ্ঠা না করবে। এমতাবস্থায় যদি শাসককে কাফের-মুরতাদ আখ্যা দেয়া না হয় তবে عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ্য দলীল থাকার পরে ও তা অগ্রাহ্য করা হলো। এসকল মুরতাদ শাসকদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলিম জনতাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

**(৬)(খ)** অপরাধীকে হত্যা করার পূর্বে তাকে তার অপরাধ অবগত করতে হবে তিন থেকে সাত দিন পর্যন্ত। (কে বড় লাভবান, ১৫৫ পৃঃ)

যারা ঈমান আনার পর শরীয়ত বিধ্বংসী কাজগুলো প্রকাশ্য করে বা ইসলামী বিধান ছাড়া অন্য বিধান প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে মুরতাদ বলা হয়। কুরআন সুন্নাহ বাদ দিয়ে জাহেলী মতবাদ অর্থাৎ সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যারা মানুষকে আহবান জানায় তারাও মুরতাদ।

কোন কোন ক্ষেত্রে মুরতাদদেরকে তওবা করার সুযোগ দিতে হয়, আবার বিশেষ ক্ষেত্রে তাদেরকে তওবা করার সুযোগ না দিয়ে সরাসরি হত্যা করতে হয়।

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ ...... ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً قَالَ انْزِلْ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ مَا هَذَا قَالَ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ قَالَ اجْلِسْ قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ

আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন,........ অতঃপর নবী (সাঃ) মুরায ইবনে জাবালকে তার (আবু মূসার) পেছনে পাঠালেন এবং যখন মুয়ায তার নিকট পৌঁছিলেন তিনি তার জন্য একটি গদি বিছিয়ে তাকে নিচে নেমে আসার জন্য অনুরোধ করলেন। এ সময় তিনি আবু মুসার কাছে শৃঙখলিত এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। মুয়ায জিজ্ঞেস করলেন, ঐ ব্যক্তিটি কে? আবু মূসা জবাবে বললেন, সে একজন ইয়াহুদী ছিল এবং মুসলমান হয়েছিল, পুনরায় ইয়াহুদী ধর্মে ফিরে গিয়েছে। অতঃপর আবু মুসা মুয়াযকে বসার জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু মুয়ায বললেন, যতক্ষণ না তাকে হত্যা করা হয় ততক্ষণ আমি আসন গ্রহণ করব না, কেননা, এটা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ফায়সালা। এবং এ কথা তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। অতঃপর আবু মূসা ঐ ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দিলেন এবং তাকে হত্যা করা হলো।

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবু ইসতেতাবাতিল মুআনেদীন, ১০২৩ পৃঃ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৪৬ পৃঃ হা/ ৬৪৪৩)

উক্ত সহীহ হাদীস দ্বারা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ হচ্ছে, হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) মুরতাদকে কোন সময় না দিয়ে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। এমনকি মুরতাদকে হত্যা না করা পর্যন্ত বসতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন এটিই আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর ফয়সালা। অর্থাৎ মুরতাদকে কোন সময় না দিয়ে হত্যা করাই হচ্ছে আল্লাহ ও তার রসূল (সাঃ)-এর সিদ্ধান্ত।

অথচ উক্ত এজেন্ট মুরতাদদের রক্ষার জন্য মন্তব্য করেছেনঃ ‘অপরাধীকে হত্যা করার পুর্বে তাকে তার অপরাধ অবগত করাতে হবে তিন থেকে সাত দিন পর্যন্ত।’

**অতএব হে মুজাহিদগণ উক্ত এজেন্টদের থেকে সাবধান!**



# এদেশের শাসকশ্রেণী ‘শিরকে আকবার’ তথা মূর্তি ও দেবতা পূজায় লিপ্ত

সেকালের মক্কার মুশরিকরা ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর দ্বীনের উত্তরাধিকার দাবি করত। এজন্য তারা কা’বাঘরের তওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সাঈ করত, হজ্জ করত, ওমরাহ করত, দান সদক্বাহ করত, তারা আল্লাহকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বিশ্বাস করত, বিশ্বাস করত যে তিনিই সৃষ্টিকর্তা, হায়াত ও মওতের মালিক, রিযিক্বদাতা, বৃষ্টিদাতা, তিনিই আরশের মালিক, তিনিই আশ্রয়দাতা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ

অর্থঃ “তুমি জিজ্ঞাসা কর, আসমান ও যমিন থেকে তোমাদেরকে কে রুযি দান করে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃত্যুর ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃত্যুকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ! তখন তুমি বলো, তারপরেও তোমরা ভয় করছ না?”

(সূরা ইউনূসঃ ৩১ নং আয়াত)

قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُوْنَ سَيَقُولُون لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

(হে নবী) আপনি কাফেরদের জিজ্ঞেস করুন, তোমাদের যদি জ্ঞান থাকে, তবে বল এই পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা কার অধিকারে? তৎক্ষণাত তারা জবাবে বলবেঃ আল্লাহর অধিকারে। বলুন, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? তাদেরকে আরো জিজ্ঞেস করুন, কে সপ্তাকাশ ও মহা আরশের অধিপতি? তারা জবাব দিবে, আল্লাহই এর অধিপতি। বলুন তারপরও কি তোমরা সাবধান হবে না? ওদেরকে আরো প্রশ্ন করুন, তোমরা যদি জানো তবে বলতো, সবকিছুই কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর উপর কেউ আশ্রয় দাতা নেই? তারা বলবে এসব কিছুর কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে। আপনি তাদেরকে বলুন, এরপরও কেমন করে তোমরা বিভ্রান্ত হচ্ছো? (সূরা মু'মিনূনঃ ৮৪-৮৯ নং আয়াত)



**তাহ'লে কোন সে কারণ ছিল যে, তারা মুশরিক বলে অভিহিত হল?**

**তাদের জান মাল ও রক্ত হালাল বলে ঘোষণা করা হল?**

قَامَةُ এর একটি মাত্র জওয়াব এই যে, তারা তাদের পূর্বসুরিদের মূর্তি বানিয়ে পূজা করত তাদের অসীলায় ও সুপারিশে পরকালে মুক্তির আশা পোষণ করত। ফলে আল্লাহকে খুশী করার পরিবর্তে তারা ঐ সব মূর্তিকে খুশী করার জন্য জান মাল কুরবানী করত। নযর-নিয়ায করত। এক কথায় তারা তাওহীদে রুবুবিয়াতকে মেনে নিলেও 'তাওহীদে উলূহিয়াত' কে অস্বীকার করত।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً

অর্থঃ "তারা বলছেঃ তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করনা এবং ত্যাগ করনা ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসরকে"।

(সূরা নূহঃ ২৩ নং আয়াত)

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

অর্থঃ "সে কি বহু ইলাহের পরিবর্তে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। নিশ্চয় এটা এক বিষ্ময়কর ব্যাপার"। সূরা ছোয়াদঃ ৫ নং আয়াত)

যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতো, তোমরা এদের পূজা করছ কেন? তখন তারা বলতঃ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

অর্থঃ "তারা বলেঃ আমরাতো এদের পূজা এজন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে"। (সূরা-যুমারঃ ৩ নং আয়াত)

সেকালের মক্কার মুশরিকদের সাথে বাংলার শাসকশ্রেণীর পার্থক্য কোথায়? এরাও নামের দিক দিয়ে মক্কার নেতাদের ন্যায় আব্দুল্লাহ, আব্দুল মুত্তালিব, আবু ত্বালিব হ'লেও বিভিন্নভাবে তারা মূর্তি ও দেবতা পূজায় লিপ্ত।

যেমনঃ

**(ক) অগ্নিপূজা এবং শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণঃ** 'অগ্নিশিখা' অগ্নিপূজকদের উপাস্য দেবতা। তারা ভক্তি, প্রণাম ও নানা কর্মকাণ্ডের দ্বারা আগুনের পূজা করে থাকে। 'শিখা অনির্বাণ' বা 'শিখা চিরন্তনের' নামে অগ্নিমশালকে সারা দেশে ঘুরিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা জানানো এবং এগুলোর প্রজ্জলনকে অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষ ধরনের বেদীর ওপর এগুলো স্থাপন করা, অলিম্পিক মশাল সহ বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানের মশাল প্রজ্জলন করা। এ অগ্নিপূজা শিরকে আকবার। যখন কোন মুসলিম উক্ত শিরকে লিপ্ত হবে তখন সে মুরতাদে পরিণত হবে।

**(খ) মঙ্গল প্রদ্বীপঃ** হিন্দুদের অনুকরণে কোন অনুষ্ঠানের শুরুতে বা কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন উপলক্ষে মঙ্গল প্রদ্বীপ জ্বালিয়ে বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা পালন করা।

**(গ) সমাধি, স্মৃতিস্তম্ভ, শহীদ মিনারঃ** সম্মাণিত ব্যক্তিবর্গের স্মরণে সমাধি, স্মৃতিস্তম্ভ, শহীদ মিনার নির্মাণ, এগুলোকে সম্মান জানানো, সামনে দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করা ও মাথানত করা ইত্যাদি।

**(ঘ) ছবি, চিত্র, প্রতিকৃতি, মূর্তি ও ভাস্কর্যঃ** কোন নেতা বা স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গের ছবি, চিত্র, প্রতিকৃতি, মূর্তি ও ভাস্কর্য তৈরী করে মাঠে ঘাটে, অফিস-আদালতে ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এগুলো স্থাপন করা, এগুলোকে সম্মান করা, এগুলোর উদ্দেশ্যে মাল্যদান করা।

এ সকল অগ্নিউপাসক ও হিন্দুয়ানি শিরকে আকবরসমূহকে (সবচেয়ে বড় শিরক) এদেশের শাসকবর্গ রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করে রেখেছে, এবং তারা প্রতিনিয়ত এদের পূজা করে যাচ্ছে এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর মাধ্যমে এসকল ভয়ঙ্কর শিরককে রক্ষা করে যাচ্ছে।

অতএব সেকালের মক্কার মুশরিকরা আল্লাহকে বিশ্বাস করার পরেও মূর্তি পূজার অপরাধে তাদের জান-মালকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছিল। তদ্রূপ বাংলার শাসকবর্গ ঈমান আনয়নের পর মূর্তি ও দেবতা পূজায় লিপ্ত হওয়ার জন্য মুশরিকে পরিণত হয়ে মুরতাদ হয়েছে। এবং তাদের জান ও মাল মুসলিমদের জন্য হালাল। শিরক হল জঘন্যতম অপরাধ। যার কোন ক্ষমা নেই। শিরক মিশ্রিত যে কোন আমল ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যহীন এবং আল্লাহর নিকটে তা প্রত্যাখ্যাত। কেউ যদি জীবনে একটি শিরকও করে এবং



তওবা না করে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে একটি মাত্র শিরকই তার ঈমান ও জীবনের সৎকর্মকে নিস্ফল করে দেবে।

### এ ধরনের লোকদের ঈমান ও আমলের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থঃ তোমার প্রতি আর তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওয়াহী করা হয়েছে, যদি আল্লাহর শরীক স্থির কর, তাহলে তোমার কর্ম অবশ্য অবশ্যই নিস্ফল হয়ে যাবে, আর তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা যুমারঃ ৬৫ নং আয়াত)

অন্যত্র আল্লাহ বলেনঃ

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُوراً

অর্থঃ আর আমি তাদের আমলের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণারূপ করে দেব। (সূরা ফুরকানঃ ২৩ নং আয়াত)

ঈমান আনার পর যারা শিরকে আকবার ও কুফরি করে তারা মুরতাদ। কোন কোন ক্ষেত্রে মুরতাদদের তওবা করার সুযোগ দিতে হয়, আবার বিশেষ ক্ষেত্রে তাদেরকে তওবা করার সুযোগ না দিয়ে সরাসরি হত্যা করতে হয়। অতএব কালেমা পড়ার পর মৃত্যু পযর্ন্ত সবাই ঈমানের উপর দৃঢ় থাকে না। কেউ তার কর্মকাণ্ড দ্বারা মুশরিক হয়। কেউ মুনাফিক আবার কেউবা মুরতাদ হয়। যারা আল্লাহদ্রোহী কাজর্কমের দরুণ মুরতাদে পরিণত হওয়ার পরও নিজেদেরকে মুসলিম ধারণা করে নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি নেক আমল করতে থাকে, এমতাবস্থায় তাদের আদায়কৃত এই সকল ইবাদত দুনিয়া ও আখিরাতে কোনই কাজে আসবেনা, বরং তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। যেখান থেকে তারা আর কোনদিনই পরিত্রাণ পবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

অর্থঃ "তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হল দোযখবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা বাকারাহঃ ২১৭ নং আয়াত)

মূতিপূজা হচ্ছে আইয়ামে জাহেলিয়াতের সবচেয়ে বড় অপরাধ। যারা লোকদেরকে জাহেলী মতবাদের দিকে আহবান করে তারা মুরতাদ; যদিও তারা নামাজ পড়ে রোজা রাখে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ

مَنْ دَعَا بِدَعْوَي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثُى جَهَنَّمَ وَ اِنْ صَامَ وَ صَلَّى وَ زَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ

"যে ব্যাক্তি জাহেলী মতবাদের দিকে লোকদেরকে আহবান করে সে জাহান্নামী; যদিও সে রোযা রাখে, নামাজ পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে।" (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী)

এদেশের শাসকশ্রেণী, শিরকে আকবর, তথা মুর্তি ও দেবতা পূজায় লিপ্ত এর সমর্থনে **"ইকামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি"** পুস্তক হতে উদ্ধৃতি করে দিচ্ছি।

মক্কার মুশরিকগণ তাওহীদের কোন অংশ বদলে ফেলেছিল? তারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করত। তারা আখেরাতে ও ক্বিয়ামতে বিশ্বাসী ছিল।

তাহলে কোন সে কারণ ছিল যে, তারা মুশরিক বলে অভিহিত হল? তাদের রক্ত হালাল বলে ঘোষণা করা হল? এর একটি মাত্র জওয়াব এই যে, তারা আল্লাহকে 'খালেক্ব' ও 'রব' হিসাবে মেনে নিলেও প্রবৃত্তিপূজা করতে গিয়ে দুনিয়াবী স্বার্থে তাঁর নাযিলকৃত হালাল-হারাম ও অন্যান্য ইবাদত ও বৈষয়িক বিধান সমূহ তারা মানেনি। এমনকি রসূলকে হক্ব জেনেও অহংকারবশে তারা তাঁকে মানতে পারেনি। বরং সহিংস বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রেও তারা অন্যকে শরীক করেছিল। তাদের মৃত পূর্বসুরীদের মূর্তি বানিয়ে পবিত্র কাবা গৃহে স্থাপন করেছিল ও



তাদের অসীলায় ও সুপারিশে পরকালে মুক্তি পাওয়ার বিশ্বাস পোষণ করেছিল। ফলে আল্লাহকে খুশি করার পরিবর্তে তারা ঐসব মূর্তিকে খুশি করার জন্য জানমাল কুরবানী করত। নযর-নিয়ায ও মানতের ঢল নামিয়ে দিত। এক কথায় "তাওহীদে রবূবিয়াত" কে তারা মেনে নিলেও "তাওহীদে উলূহিয়াত" এবং তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত-কে তারা মানেনি।

মক্কার সেকালের মুশরিকদের সাথে বাংলার বর্তমান নামধারী মুসলিমদের পার্থক্য কোথায়? এরাও নামের দিক দিয়ে মক্কার নেতাদের ন্যায় আব্দুল্লাহ, আব্দুল মুত্তালিব, আবু ত্বালিব হলেও প্রবৃত্তিপূজার কারণে দুনিয়াবি স্বার্থে আল্লাহর নাযিলকৃত হারাম-হালাল ও অন্যান্য ইবাদত ও বৈষয়িক বিধানসমূহ মানেনা। প্রকাশ্যে অস্বীকার না করলেও পরোক্ষভাবে তারা এসবকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত সুদ ও সুদ ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি তথা জুয়া-লটারি মুনাফাখোরীকে তারা আইনের মাধ্যমে চালু রেখেছে। পতিতাবৃত্তির মত হারাম ও জঘন্য প্রথাকে রাষ্ট্রীয় সহায়তা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। সিনেমা, টেলিভিশন, ভিসিয়ার, ভিসিপির সাহাযে ব্লু ফিল্ম, রাস্তাঘাটে, পত্র-পত্রিকায় সর্বত্র নগ্ন ছবি ও পর্ণ্যে সাহিত্যের ছড়াছড়ির মাধ্যেমে যৌন সুঁড়সুড়ি দিয়ে মানুষের প্রবৃত্তিকে উস্কে দিয়ে যেনা–ব্যাভিচারকে ব্যাপকরূপ দিয়েছে। নারী নির্যাতন আজ আইয়ামে জাহেলিয়াতকেও হার মানিয়েছে। জাহেলী যুগের গোত্রীয় রাজনীতি আজকের যুগে গণতন্ত্রের নামে দলবাজী তথা দলীয় হিংসা মারামারির রাজনীতিতে রূপ পরিগ্রহ করেছে। দলীয় স্বার্থে আইন ও ন্যায়বিচার এমনকি দেশের জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইবাদাতের নামে চালু হয়েছে অগণিত শিরক ও বিদ'আতী প্রথা। জাহেলী যুগের মূর্তিপূজার বদলে চালু হয়েছে কবর পূজার শিরকী প্রথা। সে যুগের মুশরিকরা প্রাণহীন মূর্তির অসীলায় পরকালীন মুক্তি কামনা করত। এ যুগের মুসলিমরা কবরে শায়িত মৃত পীরের অসীলায় পরকালীন মুক্তি কামনা করে।

"সম্মান প্রদর্শনের নামে মূর্তির বদলে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হচ্ছে। শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, শিখা অনির্বাণ, মঙ্গলঘট, মঙ্গল প্রদীপ ইত্যাদির মাধ্যমে অগ্নিউপাসক ও হিন্দুয়ানী শিরকসমূহ রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করা হয়েছে।" (ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি, ৫, ৬, ৭ পৃঃ)

# কাফির মুনিবদের শেষরক্ষা হবে না

জনৈক এজেন্ট শিরোনাম করেছেন **'মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করাও হারাম'** অতঃপর লিখেছেনঃ মানুষকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করাও ইসলামে জায়েয নয়। হত্যার হুমকি দেখানো ইসলামে নেহায়েত অন্যায়। এমনকি একজন মুসলমান অপর মুসলমানকে হাত ও মুখ দ্বারা কোনভাবে কষ্ট দিতে পারেনা।

তারপর ক্রমানুসারে ছয়টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এবং প্রত্যেকটি হাদীসের পর নিজস্ব মন্তব্য করেছেন। যেমন, প্রথম হাদীসের পর মন্তব্য করেছেন, এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, ইসলামে ভীতি প্রদর্শন করা হারাম। কাজেই বিভিন্ন স্থানে বোমা মারার হুমকি দিয়ে মানুষকে সন্ত্রস্ত করা জায়েয নয়।

দ্বিতীয় হাদীসের পর লিখেছেন, অত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন মানুষ কোন মানুষের প্রতি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অস্ত্র দ্বারা ইশারা করতে পারেনা। কারণ শয়তান সর্বদা কোন মুসলমানের দ্বারা অঘটন ঘটানোর সুযোগ অনুসন্ধান করতে থাকে। আর অস্ত্র দ্বারা ইশারাকারীর পরিণাম জাহান্নাম। তাই মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয় এমন কোন কাজ করা ইসলামী শরী'আতে হারাম।

তৃতীয় হাদীসের পর লিখেছেন, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক কোন মানুষ তার নিজ ভাইয়ের প্রতি অথবা অন্য কোন মানুষের প্রতি অস্ত্র দ্বারা ইশারা করার পরিণাম হল জাহান্নাম।

পঞ্চম হাদীসের পর লিখেছেন, অত্র হাদীস সমূহ দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, বর্তমানে যারা ধর্মের নামে বিভিন্ন স্থানে বোমা মারার হুমকি দিয়ে মানুষকে আতঙ্কিত করছে এবং নির্বিচারে মানুষকে বোমা মেরে হত্যা করছে তারা মুসলমানদের দলভুক্ত নয়। তাদেরকে কোন ইসলামী দলের অন্তর্ভুক্ত মনে করে কোন সহযোগিতা করা যাবে না। তাদেরকে কোন প্রকার আশ্রয়ও দেওয়া যাবে না। বরং তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে।

চর্তুথ হাদিস উল্লেখের পর লিখেছেন, এ হাদিস দ্বারা বুঝা গেল যে, যারা মুসলমান হওয়া সত্তেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে কিংবা ভীতি প্রদর্শন করে তারা প্রকৃত মুসলমান নয়। তারা মুসলমানের রীতিনীতিকে বিসর্জন দিয়েছে।



ষষ্ঠ হাদিসের পর লিখেছেন, এ হাদিস দ্বারা বুঝা গেল যে ,যে ব্যাক্তি কোন মুসলমানকে হত্যা করে সে কাফির।

(কে বড় লাভবান, লেখক, আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ ১৫২–১৫৩পৃঃ)

**আমাদের দুটি কথাঃ** উক্ত এজেন্ট রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীসের অপব্যাখা করে এদেশের মুরতাদ শাসক ও বিশ্বের কাফিরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হারাম করেছেন। তিনি যে বাক্যটি বার বার উল্লেখ করেছেন তা হল, "মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করা" "মানুষকে সন্ত্রস্ত করা" "মানুষের প্রতি অস্ত্র দ্বারা ইশারা করা।" অর্থাৎ 'মানুষ' শব্দ উল্লেখ করেছেন।

'মানুষ' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। 'মানুষ' দুই প্রকার (১) মু'মিন (২) কাফির। 'মানুষ' শব্দটি উল্লেখ করে কৌশলে মুসলমান নয় বরং মুরতাদ ও কাফিরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) উক্ত ছয়টি হাদিসের মাধ্যমে একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে অস্ত্রের মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে ভীতি প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু একজন মুসলমান কাফিরদের ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারবে না একথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং এ সকল হাদীস দ্বারা কাফিরদের ভীতি প্রদর্শন করা যাবে না এ দাবীটি উক্ত এজেন্টের জালিয়াতি।

# উক্ত এজেন্টের জালিয়াতিঃ-

عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

**(১)** "ইবনে আবু লায়লা (রাঃ) বলেন, মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সাহাবাগণ বলেছেন যে, তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে রাতে সফর করতেছিলেন। এক রাতে তাদের একজন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় তাদের একজন সঙ্গী একখানা রশির দিকে অগ্রসর হল, যা ঐ ঘুমন্ত লোকটির

নিকট ছিল এবং এই লোক রশিখানা হাতে নিয়ে নিল। হঠাৎ ঘুমন্ত লোকটি ঘুম হতে উঠে রশিসহ ঐ লোকটিকে নিজের কাছে দেখে ভীষণভাবে ভয় পেল। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, কোন মুসলমানের জন্য এটা যায়েয নয় যে, সে অন্য মুসলমানকে ভীতি প্রদর্শন করবে।"

(আবু দাউদ, মিশকাত, কিতাবুল কিসাস; ধর্মত্যাগি এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে হত্যা করা অনুচ্ছেদ; বাংলা মিশকাত; এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ৭ম খণ্ড, ৮০ পৃষ্ঠা, হা/৩৩৮৯)

**হাদীসের বিশেষ অংশঃ**

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا "কোন মুসলমানের জন্য এটা জায়েয নয় যে, সে অন্য কোন মুসলমানকে ভীতি প্রর্দশন করবে।"

উক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে ভীতি প্রর্দশন করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু মুসলমান আল্লাহর দুশমন কাফিরদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারবে না, একথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। উক্ত এজেন্টের দাবি 'ইসলামে ভীতি প্রদর্শন করা হারাম' এ কথাটি মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য।

অর্থাৎ একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে সন্ত্রস্ত করতে পারবে না। উক্ত এজেন্টের দ্বিতীয় দাবি "কাজেই বিভিন্ন স্থানে বোমা মারার হুমকি দিয়ে মানুষকে সন্ত্রস্ত করা জায়েয নয়" মিথ্যা।

কেননা, হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলিম শব্দ উল্লেখ করেছেন। এ শব্দের দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে, মুসলমানগণ সকলেই মানুষ'। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে কোন বে-ঈমান কাফির অন্তর্ভুক্ত নেই। কিন্তু 'মানুষ' এমন একটি শব্দ যার মধ্যে 'কাফের ও মুসলমান' সকলেই রয়েছে। যদি রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন, **"কোন মানুষের জন্য এটা জায়েয নয় যে, সে অন্য কোন মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করবে"** তবে কাফিরকেও ভীত-সন্ত্রস্ত করা হারাম হতো।

কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) 'মানুষ শব্দের স্থলে 'মুসলিম' শব্দ উল্লেখ করেছেন। উক্ত হাদিস দ্বারা মানুষকে সন্ত্রস্ত করা জায়েয নয় বলে কৌশলে কাফির মুরতাদদের "ভীত-সন্ত্রস্ত করা হারাম" দাবীটি উক্ত এজেন্টের জালিয়াতি।



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ

صحيح بخاري / كِتَاب الْفِتَنِ بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

**(২)** আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের প্রতি অস্ত্রের দ্বারা ইংগিত না করে। কেননা সে জানেনা, হয়তো শয়তান তার অস্ত্রটির দ্বারা ঐ ব্যক্তির প্রতি আঘাত করিয়ে দিতে পারে। ফলে সে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে।'

(বুখারি, মুসলিম, মিশকাত, কিতাবুল কিসাস; সে সব অপরাধে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়না অনুচ্ছেদ ৩০৫; পৃঃ বাংলা মিশকাত, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ৭ম খণ্ড, ৬৬পৃঃ হা/৩৩৬৩)

**হাদীসের বিশষ অংশঃ**

لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ

"তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের প্রতি অস্ত্রের দ্বারা ইঙ্গিত না করে।"

উল্লেখ্য যে, হাদীসের শব্দ أَحَدُكُمْ (আহাদুকুম) 'তোমাদের কেউ' তোমাদের বলতে এখানে 'মুসলমানদের কেউ' বলা হয়েছে, কাফিরদের সম্বোধন করা হয়নি। أَخِيهِ (আখীহি) 'তার ভাইয়ের প্রতি'। 'ভাই' বলে এখানে 'মুসলিম ভাই' বলা হয়েছে। একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই, কোন মুরতাদ, কাফির ও মুশরিক মুসলমানের ভাই হতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"মু'মিনরাতো পরস্পর ভাই-ভাই"

(সূরা হুজরাতঃ ১০ নং আয়াত)

অতএব, উক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) একজন মুসলমানকে তার অপর মুসলমান ভাই এর প্রতি অস্ত্রের দ্বারা ইশারা করতে নিষেধ করেছেন।

কোন কাফিরকে ভীতি প্রদর্শন করা যাবে না এমন কোন শব্দ উল্লেখ করেননি। অথচ উক্ত এজেন্ট এই হাদীসের পর মন্তব্য করেছেন, 'অত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন মানুষ কোন মানুষের প্রতি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অস্ত্র দ্বারা ইশারা করতে পারে না।' অর্থাৎ তিনি 'মানুষ' শব্দ উল্লেখ করেছেন, আর এই 'মানুষ' শব্দটিতে মু'মিন ও কাফির সকলেই অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। তিনি সূক্ষ্মভাবে 'মানুষ' শব্দের মাধ্যমে কাফিরদেরকে রক্ষা করতে চেয়েছেন।

অতএব হে মুসলিম, এ সকল এজেন্টদের থেকে সাবধান!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيْدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَضَعَهَا وإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ

**(৩)** আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি লোহার টুকরা দ্বারা ইশারা করে ঐ লোহার টুকরা হাত থেকে না ফেলা পযর্ন্ত ফিরিশতারা তার প্রতি লানত করতে থাকে।' যদিও ঐ লোকটি তার আপন ভাই হয়।

(বুখারী, মিশকাত, কিতাবুল ক্বিসাস, 'যে সব অপরাধে ক্ষতি পূরণ দিতে হয় না' অনুচ্ছেদ, ৩০৫ পৃঃ; বাংলা মিশকাত, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ৭ম খণ্ড, ৬৬ পৃঃ হা/৩৩৬৪)

## হাদীসের বিশেষ অংশঃ

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি ইশারা করবে।'

উল্লেখ্য যে, হাদীসের শব্দ أَخِيهِ (আখীহি) তার ভাইয়ের প্রতি। 'ভাই' বলে এখানে 'মুসলিম ভাই' বলা হয়েছে। একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। কোন মুরতাদ, কাফির ও মুশরিক মুসলমানের ভাই হতে পারে না।

অতএব, উক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) একজন মুসলমানকে তার অপর মুসলমান ভাইয়ের প্রতি অস্ত্রের দ্বারা ইশারা করতে নিষেধ করেছেন। অথচ উক্ত এজেন্ট তার কাফির বন্ধুদের রক্ষার জন্য মন্তব্য করেছেন, ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক কোন মানুষ তার নিজ ভাইয়ের প্রতি অথবা অন্য কোন মানুষের প্রতি অস্ত্র দ্বারা ইশারা করার পরিণাম হল জাহান্নাম। অর্থাৎ তিনি 'মানুষ' শব্দ উল্লেখ করেছেন। আর এই 'মানুষ' শব্দটিতে মু'মিন ও



কাফির সকলেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি কৌশলে 'মানুষ' শব্দের দ্বারা কাফিরদেরকে রক্ষা করতে চেয়েছেন।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

**(৪)** ইবনে ওমর ও আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

(বুখারী, মিশকাত, কিতাবুল কিসাস, 'যে সব অপরাধে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না' অনুচ্ছেদ; ৩০৫ পৃঃ; বাংলা মিশকাত, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ৭ম খণ্ড, ৬৬পৃঃ; হা/৩৩৬৫)

عَنْ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيف فَلَيْسَ مِنَّا

সালামা ইবনু আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

(মুসলিম, মিশকাত, কিতাবুল কিসাস, যে সব অপরাধে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না অনুচ্ছেদ, ৩০৫পৃঃ বাংলা মিশকাত, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ৭ম খণ্ড, ৬৭ পৃঃ; হা/ ৩৩৬৬)

উক্ত হাদীসদ্বয়ে একজন মুসলিম অন্য মুসলিমকে হামলা না করতে বলা হয়েছে। কিন্তু একজন মুসলিম কাফির ও মুরতাদদেরকে আক্রমণ করতে পারবে না এমনটি বলা হয় নাই।

এই হাদীসের পর উক্ত এজেন্ট মন্তব্য করেছেন, এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, যারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে কিংবা ভীতি প্রদর্শন করে তারা প্রকৃত মুসলমান নয়। তারা মুসলমানের রীতিনীতিকে বিসর্জন দিয়েছে। (কে বড় লাভবান, ১৫৩ পৃঃ)

এদেশের নামধারী মুসলিম শাসকবর্গ মূর্তিপূজা, দেব-দেবী পূজা, অগ্নি পূজার দ্বারা বহুপূর্বে কাফির ও মুরতাদে পরিণত হয়েছে। এছাড়া পূর্ণ ইসলামী শরীয়াতকে ধ্বংস ও ইসলামী বিধান অনুযায়ী ফয়সালা না করার দরূণ তারা কাফির ও মুরতাদে পরিণত হয়েছে। আর এই মুরতাদদের পাক্কা

মুসলমান বলে প্রচার করে 'রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মুসলমানদের রক্ষার হাদীসকে' কাফির-মুরতাদ রক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে উক্ত এজেন্ট দাজ্জালে পরিণত হয়েছেন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মুসলমানকে গালাগালি করা ফাসেকী আর তার সাথে মারামারি করা কুফরী।
(বুখারী, ঈমান অধ্যায়, ১২ পৃঃ মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, ৫৮ পৃঃ মিশকাত, আদাব অধ্যায়, ৪১১ পৃঃ)

**হাদীসের বিশেষ অংশঃ** قِتَالُهُ كُفْرٌ 'তার সাথে মারামারি করা কুফরী।'

**উক্ত এজেন্টের চরম অজ্ঞতাঃ**

قِتَالُهُ كُفْرٌ অর্থ করেছেন, 'তাকে 'হত্যা করা' কুফরী'।
(কে বড় লাভবানঃ ১৫৪)

অর্থাৎ, قِتَال 'ক্বিতাল' এর অর্থ করেছেন 'হত্যা করা' قِتَال 'ক্বিতাল' বাবে মুফা'আলার মাসদার। আরবী সকল অভিধানে قِتَال 'ক্বিতাল' এর অর্থ, যুদ্ধ, লড়াই, সমর, খুনাখুনি, মারামারি, হানাহানি লিখিত আছে।

হত্যা করার আরবী قَتْل 'ক্বাত্ল্'। এটি বাবে نصر 'নাছারা' এর মাসদার।

হাদীসের শব্দ যদি قَتْلُه 'কাতলুহু' থাকতো, তবে অর্থ 'হত্যা করা হতো।' কিন্তু হাদীসের শব্দে قِتَالُهُ 'কিতালুহু' আছে। অতএব এর অর্থ হচ্ছে, তার সাথে মারামারি করা, যুদ্ধ করা, লড়াই করা ইত্যাদি।

যদি ক্বওমী ও ইসলামী মাদরাসার মিযান-মুনশায়িব অধ্যয়নরত কোন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয় قِتَال 'কিতাল' কোন বাবের মাসদার ও তার অর্থ কি? তবে উত্তরে সহজেই বলবে, এটা বাবে মুফা'আলার মাছদার, এবং অর্থ, লড়াই করা, যুদ্ধ করা ইত্যাদি। যদি তাকে আবারো জিজ্ঞাসা করা হয় হত্যা



করার আরবী শব্দ কি? উত্তরে বলবে قَتْل 'কাতল'। এটি বাবে নাসারা এর মাসদার।

অতএব উক্ত এজেন্ট এমনি মূর্খ যে ক্বওমী ও ইসলামী মাদরাসার মিযান-মুনশায়িব এর ছাত্রদের ন্যায় জ্ঞান রাখেন না।

উক্ত এজেন্ট এই হাদীসের ভুল অনুবাদের পর মন্তব্য লিখেছেন, 'এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যা করে সে কাফির।'
(কে বড় লাভবানঃ ১৫৪)

উক্ত এজেন্ট হাদীসের অনুবাদে চরম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। অজ্ঞতার আলোকে হাদীসের ভুল অনুবাদ করে মুজাহিদীনদেরকে কাফির বলে ফতুয়া দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীস "মুসলমানের সাথে মারামারি করা কুফরী" কে কাফির-মুরতাদ রক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে ইসলামের চরম দুশমনে পরিণত হয়েছেন।

এদেশের শাসকবর্গ মূর্তিপূজা, দেব-দেবীপূজা, অগ্নিপূজা ও আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে মানব রচিত বিধানে রাষ্ট্র চালানোর কারণে মুশরিক ও মুরতাদে পরিণত হয়েছে। এরপরও যদি কেউ ঐ শাসকবর্গকে মুসলমান মনে করে তাহলে সেও কুফরী করল। কারণ কেউ যদি কোন মুসলমানকে কাফের বলে সে যেমন অপরাধী, তদ্রূপ কেহ যদি কোন কাফির, মুশরিক বা মুরতাদকে মুসলমান বলে সেও সমঅপরাধী। শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) তাঁর গ্রন্থ نواقض الاسلام ইসলাম বিনষ্টকারী যে দশটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে 'যে ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফির মনে করে না অথবা তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে সে কুফ্রী করল।'
(আল আকীদাতুস সহীহা, প্রণেতা, শায়খ আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ), পৃঃ নং ২৫)

# আল্লাহার দুশমন কাফির, মুশরিক ও মুরতাদদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার ইসলামী বিধানঃ

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ

অর্থঃ তোমরা কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্যে যথাসাধ্য শক্তি ও সদা সজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, যদদ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে, এছাড়া অন্যান্যদেরকে।

(সূরা আনফালঃ ৬০ নং আয়াত)

تُرْهِبُونَ এর অর্থ হচ্ছে- তোমরা ভীতি প্রদর্শন করবে।

عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রু অর্থ্যাৎ কাফিরগণ।

وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ইয়াহুদী বানু কুরাইযাকে বুঝানো হয়েছে। সুদ্দি (রহঃ) এর দ্বারা পারস্যবাসীকে বুঝিয়েছেন। আর সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন যে, এরা হচ্ছে ঘরের মধ্যে অবস্থানকারী শয়তান। (ইবনে কাসীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা জিহাদের প্রস্তুতির মাধ্যমে আল্লাহর দুশমন ও মুসলমানদের দুশমনদেরকে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ

অর্থঃ যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের নিকট ওয়াহী করলেন- আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং তোমরা ঈমানদারদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখো, আর যারা কাফির, আমি তাদের হৃদয়ে সত্ত্বর ভীতি সৃষ্টি করে দেব।

(সূরা আনফালঃ ১২ নং আয়াত)

سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ

আমি কাফিরদের মনে সত্ত্বর ভীতি সৃষ্টি করে দেব।

অত্র আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কাফিরদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করে দেয়ার কথা বলেছেনঃ



سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا

অর্থঃ খুব শীঘ্রই আমি কাফিরদের মনে ভীতির সঞ্চার করবো। কারণ, ওরা আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করেছে যে বিষয়ে তিনি কোন প্রমাণ অবতরণ করেননি। (সূরা আল ইমরানঃ ১৫১ নং আয়াত)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ

জাবির ইব্‌নে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি বস্তু দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি। (১) আমাকে এক মাসের পথ দূরত্ব হতে ভীতি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমার জন্য ভূমিকে মসজিদ ও পবিত্রকারী করা হয়েছে। আমার উম্মাতের যে কোন ব্যক্তি যেখানেই সময় হবে সেখানেই সালাত আদায় করবে। (৩) আমার জন্য গনীমতের সম্পদ হালাল করা হয়েছে। (৪) আমার পূর্ববর্তী নবীগণ বিশেষভাবে তাদের সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হতেন; কিন্তু আমাকে সমগ্র মানব জাতির নিকট ব্যাপকভাবে প্রেরণ করা হয়েছে। (৫) আমাকে সার্বজনীন সুপারিশ করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

(বুখারী, কিতাবুস সালাত, ৬২ পৃঃ হাঃ নং ৪৩৮; মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ ১৯৯ পৃঃ; মিশকাত 'নবীকুল শিরোমণি (সাঃ) এর মর্যাদাসমূহ' অনুচ্ছেদ, ৫১২ পৃঃ, বাংলা মিশকাত, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ১০ম খণ্ড, ১৯৮ পৃঃ, হাঃ/৫৫০১)

نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ আমাকে এক মাসের পথ দূরত্ব হতে ভীতি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের তিনটি আয়াত ও বুখারী, মুসলিমের ১টি সহীহ হাদীস দ্বারা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ হলো যে, আল্লাহর দুশমন কাফির, মুশরিক ও মুরতাদদের জিহাদের মাধ্যমে ভীত-সন্ত্রস্ত করা ইসলামের একটি অন্যতম বিধান। কাফির ও মুরতাদ ব্যতীত কোন মুসলমানই এই বিধানকে অস্বীকার করতে পারে না।

# শাসন ক্ষমতা থেকে দূরে রাখার ঘৃণ ষড়যন্ত্র ও নবী-রসূলগণের উপর মিথ্যা তোহমত আরোপ

"দাউদ ও সুলায়মান ব্যতিত কোন নবীই সিয়াসাতে মূল্কী'র অধিকারী ছিলেন না।"

(আহলে হাদীস আন্দোলন, ৩৬৫ পৃঃ, লেখক, আসাদুল্লাহ আল গালিব)

"নবীগণ রাষ্ট্র ক্ষমতার জন্য লালায়িত ছিলেন না এবং তা পাবার জন্য লড়াইও করেননি।"

(ইক্বামতে দ্বীন: পথ ও পদ্ধতি, ১৩ পৃঃ লেখক, আসাদুল্লাহ আল গালিব)

"নবী-রাসূলগণ তাদের আমলের প্রতিষ্ঠিত শাসন ক্ষমতাকে উৎখাতের চেষ্টা করেননি।"

(সমাজ বিপ্লবের ধারা (আন্দোলন সিরিজ-৩) ১৯৯৪ ইং, মার্চে প্রকাশিত বই এর ১৪ ও ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রঃ) (লেখক, আসাদুল্লাহ আল গালিব)

**আমরা এখানে পরীক্ষা করে দেখব উক্ত লেখকের মন্তব্যগুলির যথার্থতা কতটুকু।**

**(ক)** "দাউদ ও সুলায়মান ব্যতিত কোন নবীই সিয়াসাতে মূল্কী'র অধিকারী ছিলেন না।"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْثُرُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাদের উপর শাসন পরিচালনা করতেন। যখনই একজন নবী মারা যেতেন তখন অন্য আরেকজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী নাই। অবশ্য খলীফা হবেন এবং তারা হবেন অনেক। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, তখন আমাদেরকে কি করার নির্দেশ



দিচ্ছেন? তিনি বললেনঃ প্রথমজনের পর প্রথমজনের বায়আত পূর্ণ করবে। অর্থাৎ, তোমাদের উপর তাদের যে হক ও অধিকার রয়েছে তোমরা তা আদায় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন ওদের সর্ম্পকে যাদের উপর (তাদেরকে) শাসক বানিয়েছেন।

(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত, কিতাবুল ইমারাত, ৩২০ পৃঃ, বাংলা মিশকাত, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ৭ম খণ্ড, ১৪৪ পৃঃ, হাঃ নং ৩৫০৬)

**আপনি হাদীসের শব্দের প্রতি লক্ষ্য করেছেন কি?**

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ বাণী ইসরাঈলের নবীগণ তাদের উপর শাসন পরিচালনা করতেন।

كَانَتْ تَسُوسُ 'কানাত তাসূসু' এটা ماضي استمراري 'মাযী ইসতেমরারী (চলমান অতীতকাল) এর ছীগাহ, অর্থ তারা সর্বদা, সব সময় শাসন পরিচালনা করতেছিলেন।

كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ (যখনই একজন নবী মারা যেতেন তখন অন্য আরেকজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন)। كُلَّمَا 'কুল্লামা' যখনই هَلَكَ نَبِيٌّ 'হালাকা নাবিউন'- এর মধ্যে نَبِيٌّ নাবী শব্দকে نكرة (অনির্দিষ্ট) আনা হয়েছে। অর্থাৎ কোন নবী মারা যেতেন। خَلَفَهُ نَبِيٌّ 'খালাফাহু নাবিউন' এর মধ্যেও نَبِيٌّ নাবী শব্দকে نكرة (অনির্দিষ্ট) আনা হয়েছে।

এর দ্বারা প্রমাণ হলোঃ বানী ইসরাঈলদেরকে অবিরামভাবে অসংখ্য নবী শাসন পরিচালনা করতেন। যখনই কোন নাবী মৃত্যুবরণ করতেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্য নবী তাঁর স্থলাভিষিত হতেন।

বাণী ইসরাঈল ফিরআউন এর হাত থেকে মুক্তি লাভের পর হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ) তাদের শাসন পরিচালনা করতেন। এটা সকলের জানা কথা। এছাড়া হযরত দাউদ (আঃ) এখন পর্যন্ত নবুয়াত প্রাপ্ত হননি। তিনি শবেমাত্র যুবক মানুষ। এমন সময় হযরত শামবীল (আঃ) এর দোয়াতে আল্লাহ তায়ালা ত্বালূত কে বাদশাহ নিযুক্ত করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে

কাফির জালুতের বিশাল সেনাদলকে তছ্নছ্ করে দেয়, অবশেষে হযরত দাঊদ (আঃ) এর হাতে বিরোধী দলের নেতা জালূত নিহত হয়। জালূত নিহত হওয়ার পর হযরত শামবীল (আঃ) ও ত্বালূত বানী ইসরাঈলের শাসন পরিচালনা করেন। এবং পরে দাঊদ (আঃ)-কে নবুওয়াত ও রাজত্ব দান করা হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ

অর্থঃ তখন তারা আল্লাহর হুকুমে জালুতের সৈন্যদেরকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করে ফেলল। এবং আল্লাহ দাউদকে রাজ্য ও প্রজ্ঞা দান করলেন। (সূরা বাকারাঃ ২৫১ নং আয়াত)

(বিস্তারিত জানার জন্য তাফসির ইবনে কাসীর, সূরা বাকারার ২৪৬-২৫১ আয়াত এর তাফসীর দেখুন)

এছাড়া হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) হিজরতের পর সিয়াসাতে মুলকীর অধিকারী হন, এটা সকলের জানা।

অতএব যারা বলেন, "দাঊদ ও সুলায়মান ব্যতীত কোন নবীই সিয়াসাতে মুল্কীর অধিকারী ছিলেন না" তারা নবী রসূলগণের উপর মিথ্যা তোহমত আরোপকারী, এবং ইসলাম ধ্বংসের নীল নকশা বাস্তবায়নে তৎপর।

**হে মুসলমান, এ সকল এজেন্টদের অপতৎপরতা হতে সাবধান!**

**(খ)** "নবী-রসূলগণ তাদের আমলের প্রতিষ্ঠিত শাসন ক্ষমতাকে উৎখাতের চেষ্টা করেননি"

"নবীগণ রাষ্ট্র ক্ষমতার জন্য লালায়িত ছিলেন না এবং তা পাবার জন্য লড়াইও করেননি।"

কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, নবী রসূলগণ তাদের যুগের প্রতিষ্ঠিত তাগুতী শাসন ক্ষমতাকে উৎখাতের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কোন কোন নবী-রসূল তাগুত শাসকদেরকে উৎখাত করে নিজে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে আল্লাহর বিধান জারী করেছিলেন।


আবার কেহ কেহ উৎখাত করতে না পারলেও সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে আজীবন সশস্ত্র জিহাদ চালিয়ে গেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ

অর্থঃ আর বহু নবী ছিলেন যারা সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে সশস্ত্র জিহাদ করেছেন। আল্লাহর পথে তাদের উপর যত বিপদই এসেছিল সেজন্য তাঁরা হতাশ হননি, দুর্বলও হননি এবং দমেও যাননি।

(সূরা আল ইমরানঃ ১৪৬ নং আয়াত)

অতএব উপরোক্ত আয়াত থেকে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, নবী-রসূলগণ সশস্ত্র জিহাদ করেছেন। কিন্তু কিছু কিছু আলেম ইসলামের শত্রুদের চক্রান্তে বিভ্রান্ত হয়ে নবী-রসূলগণের আদর্শকে ভুলে গেছেন। তাই তারা জিহাদের জন্য অস্ত্র ব্যবহার বাদ দিয়ে শুধু কাগজ-কলম ব্যবহার করার কথা বলছেন এবং মানব রচিত বিধানে রাষ্ট্র পরিচালনা কারীদেরকে ক্ষমতা হতে উৎখাত করার চিন্তা করছেন না।

তাই মনের অজান্তেই দুটি কাজকে তারা বেছে নিয়েছেনঃ

১. জিহাদকে অস্ত্রমুক্ত করে কাগজে কলমে রূপান্তরিত করা।
২. তাগুতদেরকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত না করার পক্ষপাতিত্ব করা।

প্রকৃতপক্ষে এগুলো কাদিয়ানীদের আকীদা এবং ইসলাম বিধংসী ষড়যন্ত্র। বর্তমানে তাওহীদপন্থী কিছু আলেমও তাদের এই ভ্রান্ত আকীদার অনুসারী হয়েছে। কাদীয়ানীরা যেমন ইংরেজ ও তার দোসরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ না করার ফতোয়া দিয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে এ যুগের আলেমদের মধ্যেও কেউ কেউ মুসলমান নামধারী তাগুত শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ না করার ফতোয়া দিচ্ছে।

# আমীররূপী এজেন্টের জিহাদ এর বিরোধিতা

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُواالْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالْسِنَتِكُمْ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা।

(আবুদাঊদ, নাসায়ী, দারেমী; মিশকাত, জিহাদ অধ্যায়, ৩৩১-৩৩২ পৃঃ; বাংলা মিশকাত, এমদাদিয়া পুস্তকালয় ৭ম খণ্ড, ২০৮ পৃঃ, হাঃ নং ৩৬৪৬)

উক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুশরিকদের বিরুদ্ধে জান মাল ও যবান দ্বারা সশস্ত্র যুদ্ধ করতে বলেছেন। কেননা যে যুদ্ধে জান ও মাল ব্যবহার করা হয়, তখন ঐ যুদ্ধ সশস্ত্র হয়, নিরস্ত্র হয় না।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

অর্থঃ আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে; অতঃপর তারা মারে ও মরে।

(সূরাঃ তাওবাহ ১১১ নং আয়াত)

অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা জান ও মাল দ্বারা সশস্ত্র জিহাদ করতে বলেছেন।

উপরের হাদীস উল্লেখ করে জনৈক এজেন্ট লিখেছেনঃ

<u>অতএব আসুন! আল্লাহর দেওয়া মাল, আল্লাহর দেওয়া জান, আল্লাহর দেওয়া যবান ও কলম আল্লাহর পথে ব্যয় করি এবং আল্লাহ বিরোধী মুশরিক শক্তির বিরুদ্ধে, তথা আধুনিক জাহেলিয়াতের বিভিন্নমুখী চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমরা সর্বমুখী প্রস্তুতি গ্রহণ করি।</u>

(ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি, ২৯ পৃঃ, লেখক, আসাদুল্লাহ আল-গালিব)



লেখক আল্লাহ বিরোধী মুশরিক শক্তি ও আধুনিক জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ তো করছেনই না এবং সশস্ত্র জিহাদের কোন প্রস্তুতিও গ্রহণ করছেন না। বরং যারা সশস্ত্র জিহাদ করছেন তাদেরকে সন্ত্রাসী বলে গালি দিচ্ছেন এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীসের অপব্যাখ্যা করে বিভ্রান্ত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করছেন। আর জিহাদকে অস্ত্রমুক্ত করার জন্য লিখেছেনঃ <u>"ইসলামী পরিভাষায় জিহাদের তাৎপর্য একই থাকবে। তবে জেহাদের পদ্ধতি পরিবর্তনশীল। অসিযুদ্ধ আর এখন নয়। এখন মসীযুদ্ধ অসির চাইতে মারাত্মক।"</u> <u>"এযুগে জেহাদের সর্বাপেক্ষা বড় হাতিয়ার হলো তিনটি। কথা, কলম ও সংগঠন।"</u>

(সমাজ বিপ্লবের ধারা, আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আন্দোলন সিরিজ-৩; প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৮৬)

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সকল যুগের জন্যই সশস্ত্র জিহাদকে ফরয করেছেনঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

অর্থঃ "তোমাদের উপর ক্বিতাল (সশস্ত্র জিহাদ) ফরজ করে দেয়া হয়েছে, অথচ তোমাদের কাছে তা অপছন্দনীয়।

(সূরা বাকারাঃ ২১৬ নং আয়াত)

# কারো পছন্দ হোক বা না হোক সকল যুগের জন্য সশস্ত্র জিহাদের এ আদেশ জারী থাকবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেনঃ

لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ

"আল্লাহর আইনকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমার উম্মাতের মধ্যে একটি দল সব সময় যুদ্ধ করে যাবে, তারা তাদের শত্রুদের প্রতি কঠোর হবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তারা কিয়ামত পর্যন্ত এ কাজ চালিয়ে যাবে।"

(সহীহ্ মুসলিম, ২য় খণ্ড, ১৪৪ পৃঃ)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا مِنْ نَبِيٍ بَعَثَهُ اللهُ فِى اُمَّتِهِ اِلاَّ كَانَ لَهُ فِى اُمَّتِهِ حَوَارِيُّون وَاَصْحَابٌ يَاُخُذُوْنَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِه ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَالاَ يَفْعُلُوْنَ وَ يَفْعَلُوْنَ مَالاَيُؤمَرُون فَمَنْ جَاهَدَهُم بِيَدِهِ فَهُوَمُؤمِنٌ وَّمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانه فَهُوَمُؤمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤمِنٌ وَلَيْس وَرَاءَ ذلِكَ مِنَ الاِيْمَانِ حَبَّةَ خَرْدَلٍ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেছেনঃ আমার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা কোন নবীকে তাঁর উম্মতের মধ্যে প্রেরণ করেননি, যাঁর উম্মতের মধ্যে তার কোন 'হাওয়ারী' বা সাহাবী দল দিলেন না; তাঁরা সুন্নাতের সাথে আমল করতেন ও তাঁর হুকুমের অনুসরণ করতেন। অতঃপর এমন লোকেরা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হলো, যারা অন্যদের তাই বলত যা নিজেরা করত না; আবার এমন সব কাজ করত, যা করতে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এই সব লোকদের বিরুদ্ধে যারা নিজের হাত দ্বারা জিহাদ করবে, তারা মুমিন। যারা তাদের বিরুদ্ধে যবান দ্বারা জিহাদ করবে, তারা মুমিন। যারা হৃদয় দিয়ে



জিহাদ করবে তারাও মুমিন। এর বাইরে তার মধ্যে সরিষা দানা পরিমাণ ঈমান নেই।'

(মুসলিম, মিশকাত, ঈমান অধ্যায়, ২৯ পৃঃ, বাংলা মিশকাত, ১ম খণ্ড, ১১৭ পৃঃ হাদীস নং ১৫০)

এই হাদীস উল্লেখের পর জনৈক এজেন্ট লিখেছেনঃ "অতএব শির্ক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে রুখে দাঁড়ানোই হ'ল প্রকৃত জিহাদ। আর তাওহীদের মর্মবানীকে জনগণের নিকটে পৌঁছে দেওয়া তাদের মর্মমূলে প্রোথিত করাই হ'ল প্রকৃত দাওয়াত। তাই একই সাথে তাওহীদের 'দাওয়াত' ও তাওহীদ বিরোধী জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সর্বমুখী 'জিহাদ'-ই হ'ল দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি।"

(ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি, লেখক, আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ২৯-৩০ পৃঃ)

**উক্ত হাদীসের বিশেষ অংশঃ** فَمَنْ جَاهَدَهُم بِيَدِهِ فَهُوَمُؤمِنٌ

"এই সব লোকদের বিরুদ্ধে যারা নিজের হাত দ্বারা জিহাদ করবে, তারা মুমিন।" 'হাত দ্বারা জিহাদ করবে' এই বাক্যের দ্বারা 'সশস্ত্র জিহাদ' বুঝানো হয়েছে। এ কথাটি কাফির ও বেঈমান ব্যতীত প্রত্যেক মুসলমানই স্বীকার করবে।

যেমন, মিশকাত এর ভাষ্যগ্রন্থ 'মিরকাতে' বলা হয়েছে فَمَنْ جَاهَدَهُم بِيَدِهِ অর্থাৎ فَمَنْ حَارَبَهُمْ 'যে ব্যক্তি তাদের সাথে যুদ্ধ করবে'।

অতএব যারা তাদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ করবে তারা পূর্ণ মুমিন।

উক্ত এজেন্ট "শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে রুখে দাঁড়ানোই হ'ল প্রকৃত জিহাদ" এর মাধ্যমে জিহাদের কথা বললেও তিনি সশস্ত্র জিহাদ তো করছেনই না এবং সশস্ত্র জিহাদের কোন প্রস্তুতিও গ্রহণ করছেন না। বরং সশস্ত্র জিহাদকারীদেরকে সন্ত্রাসী ও খারিজী বলে প্রচার করছেন। অথচ উক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সশস্ত্র জিহাদকারীদেরকে পূর্ণ মুমিন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

**অতএব হে মুসলমান, ইসলামের দুশমনদের থেকে সাবধান!**

## ৩য় অধ্যায়ঃ

# আত্মঘাতী নয়, ফিদায়ী হামলা



عَنْ عَلْقَمَةِ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

**صحيح بخاري / كِتَاب بَدْءِ الْوَحْيِ** بَاب بَدْءُ الْوَحْيِ

আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস লাইছী বলেন, আমি হযরত ‘ওমর ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) কে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি যে, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, সকল কর্ম নিয়্যত এর উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়্যত করে তা পেয়ে থাকে। অতএব যার হিজরত দুনিয়া অর্জন করা কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য হয়েছে, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হয়েছে যার জন্য সে হিজরত করেছে।

(বুখারী ‘ওহীর সূচনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি কিভাবে ওহীর সূচনা হয়েছিল, হা/১)

# আত্মহত্যার কারণ ও শাস্তি

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

**صحيح بخاري / كِتَاب الْجَنَائِز** بَاب مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْس

**(হাদীস নং ১)** ছাবিত ইবনে যাহ্হাক (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি লৌহখণ্ড দ্বারা আত্মহত্যা করে তাকে লৌহ খন্ড দ্বারা জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে।

(বুখারী, জানাযার অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ আত্মহত্যাকারী প্রসংগে, হা/১২৭৪)

**হাদীস এর শিক্ষাঃ** (ক) এই হাদীসে আত্মহত্যার কোন কারণ উল্লেখ করা হয়নি। (খ) লৌহখণ্ড দ্বারা আত্মহত্যার পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। (গ) জাহান্নামে শাস্তির পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

ইহুদী খ্রীষ্টানদের গুপ্ত এজেন্টদের অন্যতম এক আলেম, بِحَدِيدَةٍ শব্দের অর্থ "লৌহাস্ত্র" করেছেন, অথচ এর অর্থ হবে লৌহখণ্ড।{কে বড় লাভবান ১৪৯ পৃঃ} (দেখুন, মিসবাহুল লোগাত, আল মানার ইত্যাদি)

عَنْ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللَّهُ بَدَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

**صحيح بخاري / كِتَاب الْجَنَائِز** بَاب مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْس

**(হাদীস নং ২)** জুনদুব (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তির জখম ছিল, অতঃপর সে আত্মহত্যা করে। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজের জীবনের ব্যপারে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম।

(বুখারী, জানাযার অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ আত্মহত্যাকারী প্রসংগে, হা/১২৭৪)

**হাদীস এর শিক্ষাঃ** (ক) এই হাদীসে জখমের ব্যথা অসহ্য হওয়াকে আত্মহত্যার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছে। (খ) তার জন্য জান্নাত হারাম, অর্থাৎ সে চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ



**صحيح بخاري / كِتَاب الْجَنَائِز** بَاب مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْس

**(হাদীস নং ৩)** আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি শ্বাসরুদ্ধ করে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে শ্বাসরুদ্ধ করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বর্শাবিদ্ধ করে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে বর্শাবিদ্ধ করতে থাকবে। (বুখারী, জানাযার অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ আত্মহত্যাকারী প্রসংগে, হা/১২৭৫)

**হাদীস এর শিক্ষাঃ** (ক) এই হাদীসে আত্মহত্যার কারণ উল্লেখ করা হয়নি। (খ) শ্বাসরুদ্ধকরে এবং বর্শাবিদ্ধকরে আত্মহত্যার পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। (গ) জাহান্নামের শাস্তির ধরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

জনৈক গুপ্ত এজেন্ট يَطْعُنُهَا শব্দের অর্থ "অস্ত্রের আঘাতে" করেছেন, অথচ এর অর্থ হবে 'বর্শাবিদ্ধ করে'। হাদীসের অর্থ করেছেন, সে জাহান্নামে সর্বক্ষণ অস্ত্রের আঘাতে আত্মহত্যা করতে থাকবে। (কে বড় লাভবান ১৫০ পৃঃ)

অথচ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ জাহান্নামীদের বলা হবে- হে জাহান্নামীরা! মৃত্যু নেই, তোমাদের অনন্তকাল এখানেই থাকতে হবে। (বুখারী ২/৯৬৯ পৃঃ)

অন্যত্র রসূল (সাঃ) বলেছেনঃ জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর মৃত্যুকে হাযির করে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে জবাই করে দেয়া হবে। অতঃপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, হে জান্নাতীগণ!, হে জাহান্নামীগণ! এখানে কোন মৃত্যু নেই। (বুখারী ২/৯৬৯ পৃঃ)

অত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে জাহান্নামে মৃত্যু নেই, অথচ জাহান্নামে আত্মহত্যা করতে থাকলে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু বুঝায় কিন্তু জাহান্নামে মৃত্যুর কোন অবকাশ নাই।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ

يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

**صحيح بخاري** / **كِتَاب** الطِّبِّ بَاب شُرْبِ السُّمِّ وَالدَّوَاءِ بِهِ وَبِمَا يُخَافُ مِنْهُ وَالْخَبِيثِ

**(হাদীস নং ৪)** আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্নহত্যা করবে সে জাহান্নামের আগুনে সর্বদা লাফিয়ে পড়বে এবং সেটাই হবে তার চিরস্থায়ী বাসস্থান। যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্নহত্যা করবে, বিষ তার হাতে থাকবে। জাহান্নামে সে সর্বদা বিষ পান করতে থাকবে এবং জাহান্নাম হবে তার চিরন্তন বাসস্থান। যে ব্যক্তি লৌহখণ্ড দ্বারা আত্নহত্যা করবে তার হাতে সেই লৌহখণ্ড থাকবে। জাহান্নামে সর্বদা নিজের পেটে সেটি দিয়ে মারতে থাকবে এবং জাহান্নাম হবে তার চিরস্থায়ী বাসস্থান।

(বুখারী, চিকিৎসা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ বিষপান করা, বিষ দ্বারা চিকিৎসা করা, হা/৪৫৪৫)

**হাদীস এর শিক্ষাঃ**

(ক) এই হাদীসে আত্নহত্যার কোন কারণ উল্লেখ করা হয়নি।

(খ) আত্নহত্যার কয়েকটি পদ্ধতি বা মাধ্যম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ (১) পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়া (২) বিষপান করা (৩) লৌহখণ্ড দ্বারা আঘাত করা।

(গ) আত্নহত্যার শাস্তির ধরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

(ঘ) আত্নহত্যাকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

জনৈক ব্যক্তি হাদীসের অনুবাদ করেছেন,............ আগুনে লাফিয়ে পড়ে "সর্বক্ষণ আত্নহত্যা" করতে থাকবে। ............ জাহান্নামে সে "সর্বক্ষণ বিষপান করে আত্নহত্যা" করতে থাকবে।

অথচ ইতিপূর্বে প্রমাণ করা হয়েছে যে, জাহান্নামে কোন মৃত্যু হবে না। অতঃএব জাহান্নামে আত্নহত্যা করে মৃত্যুর কোন সুযোগ নেই। সুতরাং অনুবাদে "আত্নহত্যা" এই শব্দটি তার জালিয়াতী।

**প্রথম জালিয়াতীঃ** "ধর্মের নামেও কেউ আত্নহত্যা করলে তার পরিণতিও হবে অনুরূপ"।



ধর্মের নামে কেউ আত্নহত্যা করতে পারে এর প্রমাণে কুরআনের কোন আয়াত কিংবা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কোন হাদীস পূর্বেও কেউ দেখাতে পারেননি এখনোও কেউ দেখাতে পারবেন না। ৩ ও ৪ নং হাদীসে আত্নহত্যার কোন কারণ উল্লেখ করা হয়নি। বরং আত্নহত্যার পদ্ধতি ও শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব উক্ত হাদীসদ্বয় থেকে "ধর্মের নামে আত্নহত্যা করা" এই কারণ প্রমাণ করা ইয়াহুদীদের স্বভাব।

১নং হাদীসে আত্নহত্যার কারণ উল্লেখ করা হয়নি। ২নং হাদীসে জখমের ব্যথা অসহ্য হওয়াকে আত্নহত্যার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সামনে আরো কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হবে যেখানে দেখা যাবে যে অসুস্থতা ও জখমের ব্যথা অসহ্য হওয়ার কারণেই আত্নহত্যা করেছে।

বিভিন্ন হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, আত্নহত্যার কারণ- অসুস্থতা ও জখমের ব্যথা অসহ্য হওয়া। ধর্মের কারণে নয়। কোন মুজাহিদের যদি আত্নহত্যা করাই উদ্দেশ্য হয় হবে আত্নহত্যার বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে কোন একটি পদ্ধতির মাধ্যমে ঘরে বসেই মরতে পারত তারা তা করেনা কেন? অথবা যদি আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা আত্নহত্যা করাই উদ্দেশ্য হয় তবে দুর্গম গিরিপথ পাড়ি দিয়ে, কন্টকাকীর্ন পথ অতিক্রম করে শত্রুর গুপ্তচরদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন চেকপোষ্ট অতিক্রম করে তাগুতের নিরাপদ দূর্গে প্রবেশ করে হামলার মাধ্যমে আল্লাহর দুশমনদের ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে নিজেও শাহাদাতের পিয়ালা পান করে রবের সান্নিধ্যে পৌছার চেয়ে একটি বুলেটের মাধ্যমেও তো আত্নহত্যা করতে পারত, তা করেনা কেন?

প্রকৃতার্থে ফিদায়ী বা শাহাদাত পিয়াসী বা আত্নোৎর্সগকারী ব্যক্তি এমন এক অভিযান বা হামলায় অংশ গ্রহণ করেন যে অভিযান থেকে আর ফিরে আসা যায় না, যেখানে মৃত্যু অনিবার্য আর এটিই হচ্ছে, শাহাদাত লাভের অন্যতম মাধ্যম। যার বিশদ বর্ণনা সামনে আসছে ইনশাআল্লাহ।

আর ফিদায়ী হামলায় অংশগ্রহণকারীকে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান ও তার এজেন্টগণ আত্নঘাতী হামলা বলে অপপ্রচার করে ইসলামের গতিরোধ করতে চায়। আল্লাহ ওদের ধ্বংস করুন!

**দ্বিতীয় জালিয়াতীঃ** "তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে"।

এর বিশদ বর্ণনা পরে করা হবে। ইনশাআল্লাহ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِي قُلْتَ لَهُ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّارِ قَالَ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا فَلَمَّا كَانَ مِنْ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى بِالنَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

**صحيح بخاري / كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ** بَاب إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

**(হাদীস নং ৫)** আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। তিনি ইসলামের দাবীদার এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, এ ব্যক্তি জাহান্নামী, অথচ যখন যুদ্ধ শুরু হল তখন লোকটি ভীষণভাবে যুদ্ধ করল এবং আহত হল। তখন বলা হল, হে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে লোকটি সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন, সে লোকটি জাহান্নামী আজ সে ভীষণ বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছে এবং মারা গেছে। রাবী বলেন, এ কথার জন্য কারো কারো মনে এ বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টির উপক্রম হয় এবং তারা এ বিষয়ে কথাবার্তায় লিপ্ত রয়েছেন। এমন সময় খবর এল যে, লোকটি মারা যায়নি বরং মারাত্নকভাবে আহত হয়েছে। যখন রাত্রি হল সে আঘাতের কষ্টে ধর্যধারণ করতে পারল না এবং আত্নহত্যা করল। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এ সংবাদ পৌছান হল। তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি অবশ্যই আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল।

অতঃপর তিনি লোকদের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, মুসলিম অন্তর ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর আল্লাহ তা'আলা এই দ্বীনকে মন্দ লোকের দ্বারাও সাহায্য করেন।

(বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ আল্লাহ তা'আলা মন্দ লোকের দ্বারা কখনো কখনো দ্বীনের সাহায্য করেন, হা/২৮৩৩)



**হাদীস এর শিক্ষাঃ** (ক) যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ভবিষ্যৎবাণী যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী উমুক ব্যক্তি জাহান্নামী।

(খ) যুদ্ধ শুরুর পর ঐ ব্যক্তির বীর বিক্রমে যুদ্ধ করা এবং পরে নিহত হওয়ার খবর উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে প্রচার হওয়ার জন্য তাঁরা বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করেন এবং কারো কারো মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, জিহাদে অংশগ্রহণকারী নিহত ব্যক্তি শহীদ বা জান্নাতী না হয়ে কিরুপে জাহান্নামী হতে পারে?

(গ) বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনার এক পর্যায়ে ঐ ব্যক্তি সর্ম্পর্কে সটিক তথ্য পরিবেশন করা হল যে, হামলায় অংশগ্রহণকারী ঐ ব্যক্তি নিহত না হয়ে মারাত্নকভাবে আহত হয়েছে। এবং রাত্রে আঘাতের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আত্নহত্যা করেছে।

(ঘ) এই হাদীস দ্বারা দিবালোকের মত স্পষ্ট প্রমাণ হল যে, জিহাদে যোগদানকারী ঐ ব্যক্তি আত্নঘাতী হামলা করে নিহত হয়নি বা হামলার সময় নিহত হয়নি বরং রাত্রি বেলায় আঘাতের ব্যথা অসহ্য হওয়ার কারণে আত্নহত্যা করেছে এবং আত্নহত্যার কারণে জাহান্নামী হবে।

(ঙ) ঐ ব্যক্তির আত্নহত্যার কারণ জখমের ব্যথা অসহ্য হওয়া।

❋আর ফিদায়ী বা শাহাদাত পিয়াসী বা আত্নোৎসর্গকারী হামলাকারী এমন একটি অস্ত্র বহন করে হামলা চালায় যে অস্ত্র থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না বরং ঐ অস্ত্রের দ্বারাই তার শাহাদাত লাভের সৌভাগ্য হয়।

একজন মুসলিম ব্যক্তির জীবনে অনেক ভাল আমল থাকতে পারে।

যেমনঃ- ছলাত, ছিয়াম, হজ্জ, উমরাহ, কুরবানী, দান, খয়রাত, জিহাদ, হিজরত ইত্যাদি। যদি ঐ মুসলিম ব্যক্তি কোন সময় মানসিক আঘাতের কারণে, অসুস্থতার কারণে বা আঘাতের ব্যাথা অসহ্যের দরুণ (যে আঘাত হতে পারে কোন দুর্ঘটনার কারণে বা জিহাদে অংশগ্রহণ করার কারণে) আত্নহত্যা করে, তবে তার এতগুলো ভাল আমল থাকা সত্ত্বেও সে জাহান্নামে যাবে।

কিন্তু ফিদায়ী বা আত্নোৎসর্গকারী হামলাকারীর (আপনাদের ভাষায় আত্নঘাতী হামলাকারীর) হামলার পূর্বে শরীরে কোন্ জখম থাকে যা থেকে সে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সে আত্নঘাতী হামলা চালায়? যদি সে আত্নহত্যাই

করতে চাইতো তবে সে হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন আত্মহত্যাকারীর মতো একাকি আত্মহত্যা করতে পারত। যুদ্ধের ময়দানে আত্মহত্যা করতে যাবে কেন? প্রকৃতপক্ষে এ সব কিছু ইয়াহুদী, খ্রীষ্টানদের এজেন্টদের অপতৎপরতা বৈ কিছুই নয়।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقِيلَ مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

**(হাদীস নং ৬)** সাহ্ল ইবনু সা'দ সা'ঈদী (রাঃ) হতে বর্ণীত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং মুশরিকরা মুখোমুখি হলেন। পরস্পরের মধ্যে তুমুল লড়াই হল। (দিনের শেষে) রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর সেনা ছাউনিতে ফিরে আসলেন আর অন্যপক্ষও তাদের ছাউনিতে ফিরে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাহাবীগণের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি তার তরবারি থেকে একাকী কিংবা দলবদ্ধ কোন শত্রু সৈন্যকেই রেহাই দেননি। বরং পিছু ধাওয়া করে তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করেছেন। তাদের কেই বললেন, অমুক ব্যক্তি আজ যা করেছে আমাদের


মধ্যে আর অন্য কেউ তা করতে সক্ষম হয়নি। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, কিন্তু সে তো জাহান্নামী। সাহাবীগণের একজন বললেন, (ব্যাপারটা দেখার জন্য) আমি তার সঙ্গী হব। সাহ্ল ইবনু সা'ঈদী (রাঃ) বলেন, পরে তিনি ঐ লোকটির সঙ্গে বের হলেন, লোকটি থামলে তিনিও থামতেন, লোকটি দ্রুত চললে তিনিও দ্রুত চলতেন। বর্ণনাকারী বলেন, এক সময়ে লোকটি ভীষণভাবে আঘাত প্রাপ্ত হল এবং (যন্ত্রণার চোটে) শীঘ্র মৃত্যু কামনা করল। তাই সে তার তরবারির গোড়ার অংশ মাটিতে রেখে এর ধারালো দিক বুকের মাঝে রাখল। এরপর সে তরবারির উপর নিজেকে জোরে চেপে ধরে আত্মহত্যা করল। তখন লোকটি (অনুসরণকারী সাহাবী) রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে এসে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্র রসূল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ব্যাপার কী? তিনি বললেন, একটু আগে আপনি যে লোকটির কথা বলেছিলেন যে, লোকটি জাহান্নামী, তাতে লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল। তখন আমি তাদেরকে বলেছিলাম, আমি লোকটির পিছু নিয়ে দেখব। কাজেই আমি ব্যাপারটির খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। এক সময় লোকটি মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হল এবং শীঘ্র মৃত্যু কামনা করল, তাই সে তার তরবারির হাতলের দিক মাটিতে বসিয়ে এর তীক্ষ্ণ ভাগ নিজের বুকের মাঝে রাখল। এরপর নিজেকে তার উপর জোরে চেপে ধরে আত্মহত্যা করল। এ সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, অনেক সময় মানুষ জান্নাতীদের মত 'আমাল করতে থাকে' যা দেখে অন্যরা তাকে জান্নাতীই মনে করে। অথচ সে জাহান্নামী। আবার অনেক সময় মানুষ জাহান্নামীদের মতো 'আমাল করতে থাকে যা দেখে লোকজনও সেরূপই মনে করে থাকে, অথচ সে জান্নাতী।
(বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ নিশ্চিত ভাবে বলা যাবে না যে, অমুক ব্যক্তি শহীদ, ১ম খণ্ড, ৪০৬ পৃঃ)

**এই হাদীস এর শিক্ষাঃ** (ক) এই হাদীসটি ৫নং হাদীসের বিস্তারিত বিবরণ। এর পূর্ণ আলোচনা ৫নং হাদীসে করা হয়েছে।

(খ) যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ঐ ব্যক্তির নাম ছিল কুযমান। সে ছিল মুনাফেক। উহুদ যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে সে অংশগ্রহণ করেনি। এতে করে মহিলারা তাকে তিরস্কার করে। অবশেষে সে বাড়ি থেকে বের হয়ে যুদ্ধে

যোগদান করে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকে এবং আহত হয় এবং পরে আত্নহত্যা করে মারা যায়। (বুখারীর টিকা ১/৪০৬ পৃঃ)

এই হাদীসের বিবরণ রসূল (সাঃ) এর বিশ্বখ্যাত সীরাত গ্রন্থ আর রাহীকুল মাখতুমে এভাবে এসেছে-

আহতদের মধ্যে কোজমান নামে এক ব্যক্তিকেও পাওয়া গেলো। সে এই যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে লড়াই করেছিল। সাত বা আটজন মুশরেককে হত্যা করেছিলো। তার দেহে ছিলো বহুসংখ্যক আঘাতের চিহ্ন। তাকে বনু যোফার মহল্লায় নিয়ে যাওয়া হলো। মুসলমানরা তাকে সুসংবাদ শুনালেন। সে বললো, আল্লাহর শপথ, আমিতো আমার গোত্রের সুনামের জন্য লড়াই করেছি। গোত্রের সুনাম রক্ষার চিন্তা না থাকলে আমি তো লড়াই করতাম না। জখমের যন্ত্রনা তীব্র হয়ে গেলে কোজমান নিজেকে যবাই করে আত্নহত্যা করে। রসূল (সাঃ) এর কাছে তার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হলে তিনি বললেন, সে তো জাহান্নামী। এই ঘটনায় রসূল (সাঃ) এর একটি ভবিষ্যতবাণীর সত্যতা প্রমাণিত হলো।

আল্লাহর কালেমা বুলন্দের উদ্দেশ্য ছাড়া দেশের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে যারা যুদ্ধ করে, তাদের সকলের পরিণাম কোজমানের মতো হবে। এমনকি যদি তারা ইসলামের পতাকাতলে রাসূল (সাঃ) এর বা সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করে, তবুও তাদের এই পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে। (যাদুল-মায়াদ দ্বিতীয় খণ্ড ৯৭-৯৮ পৃঃ, আর রাহীকুল মাখতুম ২৮৫ পৃঃ)

৫নং হাদীসে বর্ণিত যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিটি যে মুনাফেক বা অমুসলিম ছিল তা উল্লেখিত ইতিহাস থেকেই প্রমাণিত হলো। আহত হওয়ার পর যদি সে ঐ জখমের কারণেই মরে যেত তাহলে তো সে শহীদ হতো। কিন্তু মুনাফিক হওয়ার জন্য সে ইসলামে ও পরকালের উপর ঈমান না রাখার জন্য আত্নহত্যার পথ বেছে নেয় এবং জাহান্নামে চলে যায়।

জিহাদে অংশগ্রহণকারী একজন প্রকৃত মুমিন মুজাহিদ এর চিন্তা-চেতনা ও উদ্দেশ্য "আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা" ছাড়া আর কিছু থাকেনা তার সাথে হাদীসে বর্ণিত ঐ মুনাফিকের কি সর্ম্পক থাকতে পারে?



উক্ত লেখক স্বীয় পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, ধর্মের নামে আত্নহত্যাকারীও জাহান্নামী। রসূল (সাঃ) তাঁর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণকারী আত্নঘাতী সাহাবীকেও জাহান্নামী বলে ঘোষণা করেছেন।

উত্তরে এতোটুকুই বলব যে, হাদীসে বর্ণিত উক্ত ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দের উদ্দেশ্যে আত্নহত্যা করেনি বরং আঘাতের ব্যথা অসহ্য হওয়ার দরুণ আত্নহত্যা করেছে এবং বিশ্বস্ত ইতিহাস থেকে এটাও প্রমাণ করা হয়েছে যে, ঐ ব্যক্তি ছিল একজন মুনাফিক। অতঃএব যিনি আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার জন্য, অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে হলেও সশস্ত্র জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফিদায়ী হামলা চালায় তার সাথে উক্ত হাদীসদ্বয়ের কি সর্ম্পক থাকতে পারে? তিনি হবেন শহীদ।

কেননা রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ সকল কর্ম নিয়্যত এর উপর নির্ভরশীল।

عَنْ جَابِرٍ فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَمَرِضَ فَجَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ فَقَالَ غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ قَالَ قِيلَ لِي لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ

**صحيح مسلم / كتاب الإيمان** بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ نَفْسَهُ لَا يُكَفَّرُ

**(হাদীস নং-৭)** জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, যখন নবী করীম (সাঃ) মদীনায় হিজরত করলেন, তখন তুফাইল ইবনু আমরও (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট হিজরত করে আসলেন। তাঁর সাথে তার স্বগোত্রীয় অন্য ব্যক্তি হিজরত করে এসেছিল। এক পর্যায়ে মদিনায় অবস্থান তাদের কাছে অপছন্দনীয় হয়ে উঠল ও পরে সে অসুস্থ হয়ে ধর্যহারা হয়ে পড়ল। অতঃপর ছুরি দ্বারা হাতের গিরা কেটে ফেলল। ফলে এমনভাবে হাত হতে রক্তক্ষরণ হল যে এতেই সে মারা গেল। পরে তুফাইল ইবনু আম্‌র (রাঃ) তাকে স্বপ্নে দেখলেন যে, অবস্থা খুবই সুন্দর এবং তার হাত দু'খানা ঢাকা। তখন তুফাইল (রাঃ) তাকে

জিজ্ঞেস করলেন, তোমার প্রতিপালক তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? লোকটি বলল, আল্লাহ আমাকে তাঁর নবীর নিকট হিজরত করার দরুণ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তুফাইল (রাঃ) আবার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার আমি তোমার হাত দু'খানা ঢাকা দেখছি কেন? সে বলল, আমাকে বলা হয়েছে যে, তুমি যা নষ্ট করেছ, আমি তা কখনো ঠিক করব না। তুফাইল (রাঃ) স্বপ্নের পূর্ণ বিবরণ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট পেশ করলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হে আল্লাহ, তার হাত দু'খানাকেও মাফ করে দেও।

(মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ আত্মহত্যাকারীকে কাফির না বলার দলীল, হা/১৫৯)

**হাদীস থেকে শিক্ষাঃ** (ক) মুসলিম শরীফে এই হাদীস আনয়নের পূর্বে بَاب রচনা করেছেন, بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ نَفْسَهُ لَا يُكَفَّرُ = আত্মহত্যাকারীকে কাফির না বলার দলীল। এই অধ্যয় রচনার দ্বারাই দিবালোকের মত স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, ঐ ব্যক্তি আত্মহত্যা করে ছিল।

(খ) হাদীসে فَاجْتَوَوْا এর টিকায় আল্লামা ইমাম নববী (রঃ) উল্লেখ করেছেন, অর্থ খাত্তাবী বলেন, وَهُوَ دَاءٌ يُصِيْبُ الْجَوْفَ এটি এমণ একটি পিড়া যা পেটকে আক্রান্ত করে। (মুসলিম ১/৭৪ পৃঃ টিকা দ্রঃ)

সুতরাং সে ব্যক্তি যে রোগে আক্রান্ত হয়েছিল তা হলো পেটের পিড়া।

(গ) অসুস্থতার দরুণ লোকটি অস্থির হয়ে ছুরি দ্বারা হাতের গিরা কেটে ফেলে।

ঐ লোকটির রোগ ছিল পেটে, যা তাকে অস্থির করে ফেলেছিল কিন্তু তার হাতে কোন আঘাত বা অসুখ ছিল না।

সে ভালভাবেই বুঝে ছিল যে পেটের পিড়া থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হাতের গিরা কেটে ফেললে প্রচন্ড রক্তক্ষরণের মাধ্যমে তার মৃত্যু হবে এবং হলোও তাই। আর এটিই হলো আত্মহত্যা।

(ঘ) তুফাইল (রাঃ) এবং ঐ আত্মহত্যাকারী সাহাবীর স্বপ্নে সাক্ষাৎ ও জিজ্ঞাসাবাদ যাতে প্রমাণ হয় যে, আত্মহত্যার মতো বড় গুণাহকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নবী (সাঃ) এর নিকট হিজরত করার জন্য ক্ষমা করে



দিয়েছেন এবং বড় গুনাহের কারণে জাহান্নামে শাস্তি না দিয়ে প্রথমেই জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন।

(ঙ) প্রথমে আত্মহত্যাকারী সাহাবীর হাতদ্বয়কে ক্ষমা না করা, পরে রসূল (সাঃ) এর দু'য়ার কারণে হাতকেও ক্ষমা করার প্রমাণ।

এই হাদীসটি উপরে উল্লেখিত কয়েকটি হাদীস, বিশেষকরে ৪নং হাদীসে বর্ণিত আত্মহত্যাকারী "চিরস্থায়ী জাহান্নামী" এর ব্যাখ্যা।

আল্লামা নববী (রঃ) মুসলিম শরীফে ৪ নং হাদীসের টিকায় উল্লেখ করেছেনঃ

فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا অর্থঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বাণী, "আত্মহত্যাকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী। সেটি হচ্ছে তার চিরস্থায়ী ঠিকানা"।

এ বিষয়ে কয়েকটি মতামত পরিলক্ষিত হয়। (১) এটি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে হারাম জানা সত্ত্বেও হালাল মনে করে আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তি কাফির এবং এটির শাস্তি তার জন্য রয়েছে।

(২) চিরস্থায়ী থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে দীর্ঘদিন অবস্থান করা। বাস্তবে চিরস্থায়ী থাকা নয়। যেমন বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা বাদশাহ্ এর রাজত্ব চিরস্থায়ী করুন! (অথচ একজন বাদশাহ এর আয়ুকাল সীমিত)

(৩) এটিই তার প্রতিদান। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করবেন এবং ঘোষণা দিবেন, যে ব্যক্তি মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করবে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। (মুসলিম, ৭৩ পৃঃ উক্ত হাদীসের টিকা দ্রঃ)

আল্লামা নববী (রঃ) মুসলিম শরীফে ৭ নং হাদীসের টিকায় উল্লেখ করেছনঃ

اَمَّا اَحْكَامُ الْحَدِيْثِ فَفِيْهِ حُجَّةٌ لِقَاعِدَةٍ عَظِمَةٍ لِاَهْلِ السُّنَّةِ اَنَّ مَنْ قَتَلَ
نَفْسَهُ اَوِ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً غَيْرَهَا وَ مَاتَ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ فَلَيْسَ بِكَافِرٍ
وَلَايُقْطَعُ لَهُ بِالنَّارِ بَلْ هُوَ فِىْ حُكْمِ الْمَشِيَةِ وَ قَد تَقَدَّمَ بَيَانُ الْقَاعِدَةِ وَ
تَقْرِيْرِهَا وَهَذَا الْحَدِيْثُ شَرْحٌ لِلاَحَادِيْثِ اَلَّتِىْ قَبْلَهُ الْمُوْهِمِ ظَاهِرُهَا
تَخْلِيْدُ قَاتِلِ النَّفسِ وَ غَيْرِهِ مِنْ اَصْحَابِ الْكَبَاءِرِ فِىْ النَّارِ

অর্থাৎ, এই হাদীসের বিধানসমূহ হলঃ এই হাদীসে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের একটি বড় মূলনীতির হুজ্জত বা প্রমাণ রয়েছে, যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করবে অথবা এছাড়া অন্য কোন গুণাহে লিপ্ত হয়ে তওবা ব্যতীত

মারা যাবে, সে ব্যক্তি কাফির নয় এবং নিশ্চিতরূপে জাহান্নামী নয়। বরং সে আল্লাহর ইচ্ছাধীন। ইতিপূর্বে এর মূলনীতি ও বিবরণ আলোচিত হয়েছে।

এই হাদীসটি ঐ সকল অস্পষ্ট হাদীসের ব্যাখ্যা, যাতে বাহ্যত আত্মহত্যাকারী ও অন্যান্য কবীরা গুণাহগার ব্যক্তিকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলা হয়েছে। (মুসলিম, শরহে নববী, ৭৪ পৃঃ, উক্ত হাদীসের টিকা দ্রঃ)

এর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হলো, যে কোন আত্মহত্যাকারীকেও আল্লাহ তায়ালা কোন ছওয়াবের কারণে ক্ষমা করে জান্নাত দিতে পারেন। এটি সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছাধীন।

জনৈক গুপ্ত এজেন্ট স্বীয় পুস্তকে ৭ নং হাদীস উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন যে, এ হাদীস দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আত্মহত্যা তো দূরের কথা কোন মানুষই তার নিজের শরীরের বাহ্যিক ও আত্মিক কোনটাই নষ্ট করতে পারে না। আর নষ্ট করা বা অকেজো করা হারাম। যদি কোন ব্যক্তি তার কোন অঙ্গ নষ্ট করে তাহলে আল্লাহ তার সে নষ্ট অঙ্গকে ক্ষমা করবেন না। অর্থাৎ পরকালে তা ঠিক করে দিবেন না।

কাজেই "আত্মঘাতী বোমাবাজরা কোনদিন ক্ষমা পাবে এ আশা করা যায় না।" -কে বড় লাভবান ১৫১ পৃঃ।

অথচ ৭নং হাদীসের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঐ ব্যক্তি আত্মহত্যা করে গুণাহগার হয়েছিল বলেই ক্ষমার প্রশ্ন উঠে। আর আল্লাহ তায়ালা হিজরতের ছাওয়াবের কারণে তাকে ক্ষমা করে জান্নাতে দাখিল করেছেন। আরও প্রমাণ করা হয়েছে যে, আত্মহত্যাকারীকে ক্ষমা করা/না করা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ তায়ালা ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের ষড়যন্ত্র থেকে মুসলিমদের রক্ষা করুন!


**উক্ত গুপ্ত এজেন্ট স্বীয় পুস্তকে শিরোনাম করেছেনঃ–**

**"আত্মঘাতী হামলা ইসলামে বৈধ নয়"**

এ প্রসঙ্গে একটি আয়াত উল্লেখ করেছেন-

﴾وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ লিখেছেনঃ "আর তোমরা নিজেদের জীবনকে ধবংসের মুখে ঠেলে দিও না। মানুষের সাথে সদাচরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সদাচরণ কারীদের ভালবাসেন"। (সূরা বাকারাহ্ঃ ১৯৫ নং আয়াত)

তারপর মন্তব্য করেছেনঃ

অত্র আয়াতে আল্লাহ আত্মহত্যাকে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। (কে বড় লাভবান ১৪৯ পৃঃ)

এ আয়াতে জালিয়াতির প্রমাণঃ

হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহর পথে ব্যয়কারীদের সম্বন্ধে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (সহীহ্ বুখারী ২/৬৪৮ পৃঃ)

মনীষীগণও এই আয়াতের তাফসীরে একথাই বলেছেন। হযরত আবু ইমরান (রঃ) বর্ণনা করেন যে, মুহাজিরগণের একব্যক্তি কনষ্টান্টিনোপলের যুদ্ধে কাফিরদের সৈন্য বাহিনীর উপর বীরত্বপূর্ণ আক্রমণ চালান এবং তাদের বুহ্য ভেদ করে শত্রু সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে পড়েন। তখন কতগুলো লোক পরস্পর বলাবলি করে, 'দেখ! এই ব্যক্তি স্বীয় হস্তদ্বয় ধবংসের মধ্যে নিক্ষেপ করছে।' হযরত আবু আইউব (রাঃ) একথা শুনে বলেনঃ এই আয়াতের সঠিক ভাবার্থ আমরাই ভাল জানি। জেনে রেখো যে, এই আয়াতটি আমাদের সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়। আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাহচর্যে থেকেছি, তাঁর সাহায্যের কাজেই থেকেছি। অবশেষে ইসলাম বিজয়ীর বেশে প্রকাশিত হয় এবং মুসলমানেরা জয়লাভ করে। তখন আমরা আনসারগণ একদা একত্রিত হয়ে এই পরামর্শ করি যে, মহান আল্লাহ তাঁর নবী (সাঃ) এর সাহচর্যের মাধ্যমে আমাদের কে সম্মানিত করেছেন। আমরা তাঁর সেবার কার্যে নিযুক্ত থেকেছি এবং তার সাথে যুদ্ধে যোগদান করেছি। এখন আল্লাহর ফজলে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে, মুসলমানগণ বিজয়ী হয়েছেন এবং যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে। এতদিন ধরে না আমরা আমাদের সন্তানদের খবরা-খবর নিতে পেরেছি, না যান-ধন, জমি-জমা ও বাগ-বাগিচার দেখাশোনা করতে পেরেছি।

সুতরাং এখন আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া উচিত। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সুতরাং জিহাদ ছেড়ে দিয়ে ছেলে-মেয়ে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি মনোযোগ দেয়া যেন নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ারই সামিল। আবু ইমরান বলেন, সে জন্যই হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) সারা জীবনই জিহাদ করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন।

(সুনান-ই-আবু দাউদ ১ম খণ্ড, ৩৪০ পৃঃ, তিরমিযী ২য় খণ্ড, ১২৬ পৃঃ, সুনান-ই-নাসায়ী ইত্যাদি)

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধের সময় মিশরীয়দের নেতা ছিলেন হযরত উকবা ইবনে আমের এবং সিরীয়দের নেতা ছিলেন হযরত ইয়াযীদ বিন ফুযালাহ্ বিন উবাইদ। হযরত বারা বিন আযীব (রাঃ) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাস করেনঃ যদি আমি একাকী শত্রু সারির মধ্যে ঢুকে পড়ি এবং তথায় শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ি ও নিহত হয়ে যাই তবে কি এই আয়াত অনুসারে আমি নিজের জীবনকে নিজেই ধ্বংসকারীরূপে পরিগণিত হবো?

তিনি উত্তরে বলেনঃ 'না না' আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় নবী (সাঃ) কে বলেনঃ

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ

অর্থাৎ (হে নবী) আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, তুমি শুধু তোমার জীবনেরই মালিক।

সুতরাং শুধুমাত্র তোমার জীবনকেই কষ্ট দেয়া হবে।' বরং ঐ আয়াতটি তো তাদেরই ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল যারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে খরচ করা হতে বিরত রয়েছিল। (তাফসীর-ই-ইবনে মিরদুওয়াই ইত্যাদি)

মুসনাদ-ই-ইবনে আবি হাতিমের মধ্যে রয়েছে যে, মুসলমানগণ দামেস্ক অবরোধ করেন। 'ইয্দিশনাওআহ্' নামক গোত্রের এক ব্যক্তি বীরত্ব দেখিয়ে শত্রুদের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং তাদের ব্যুহ ভেদ করে ভিতরে চলে যায়। জনগণ তাকে খারাপ মনে করে এবং হযরত আমর বিন আসের (রাঃ) এর নিকট অভিযোগ পেশ করে। হযরত আমর (রাঃ) তাকে ডেকে নেন এবং বলেন, কুরআন মাজীদের মধ্যে রয়েছে- 'নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন 'যুদ্ধের মধ্যে এইরূপ


বীরত্ব দেখানো জীবনকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা নয় বরং আল্লাহর পথে মাল খরচ না করাই হচ্ছে ধ্বংসের মধ্যে পতিত হওয়া।

হযরত কারযী (রাঃ) প্রভৃতি মনীষী হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে যুদ্ধে যেতো এবং সাথে সাথে খরচ নিয়ে যেতো না। তখন হয় তারা ক্ষুধায় মারা যাবে, না হয় তাদের বোঝা অন্যদের ঘাড়ে চেপে বসবে। তাই এই আয়াতে তাদেরকে বলা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তা হতে তাঁর পথে খরচ কর এবং তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না- যে ক্ষুধা পিপাসায় বা পায়ে হেঁটে হেঁটে মরে যাবে।' এর সাথে সাথে যাদের কাছে কিছু রয়েছে তাদেরকেও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, তোমরা মানুষের হিতসাধন করতে থাকো তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ভাল বাসবেন। তোমরা পুণ্যের প্রত্যেক কাজে খরচ করতে থাকো। বিশেষ করে যুদ্ধের সময় আল্লাহর পথে খরচ করা হতে বিরত থেকো না, এটা প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই ধ্বংস টেনে আনবে। সুতরাং হিতসাধন করা হচ্ছে বড় রকমের আনুগত্য যার নির্দেশ এখানে হচ্ছে যে, হিতসাধন কারীগণ আল্লাহ্ তা'আলার বন্ধু।

(ডঃ মুজিবুর রহমান কর্তৃক অনূদিত তাফসীর ইবনে কাসীর উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

(তোমরা নিজেদের হাতকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না)

এই আয়াতটি জিহাদ ছেড়ে দেওয়া এবং জিহাদের পথে ব্যয় না করার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। আর ফিদায়ী হামলাকে জোরালোভাবে সমর্থন করছে। হে আল্লাহ ইসলামের দুশমনদের তুমি ধ্বংস করে দাও!

# ফিদায়ী হামলার পক্ষে ফাতওয়া সমূহঃ-

**প্রশ্নঃ (২৫/২৫)** সম্প্রতি বিমান ছিনতাই করে আমেরিকার 'টুইন টাওয়ার' ধ্বংস করা হয়েছে। এখানে ছিনতাইকারীগণ যদি মুসলমান হন এবং তাদের উদ্দেশ্য যদি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের শামিল হয় তবে কি তারা শহীদ বলে গণ্য হবেন? দলীল ভিত্তিক জওয়াব চাই।

আঃ রহমান।
হাটদামনাশ, বাগমারা, রাজশাহী।

**উত্তরঃ** আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে অথবা স্বীয় জান-মাল, দ্বীন ও পরিবার-পরিজনকে অন্যায় আক্রমণ ও আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে তারাই শহীদ।

মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে অতঃপর মারে ও মরে। (সূরা তওবাঃ ১১১)

আর যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে অতঃপর প্রাণ হারায়, আমি অবশ্যই তাকে মহা প্রতিদান দেব। (সূরা নিসাঃ ৭৪)

রসূল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, "সে ব্যক্তি শহীদ।" (মুসলিম, মেশকাত হাঃ ৩৮১১, জিহাদ অধ্যায়)

সুতরাং ছিনতাইকারীগণ যদি মুসলমান হন এবং মুসলিম বিদ্বেষী যালিম রাষ্ট্র আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশ্যে এরূপ করে থাকেন, তবে অবশ্যই তারা শহীদ বলে গণ্য হবেন।

**(আত-তাহরীক, ৫৪ পৃঃ অক্টোবর ২০০১, প্রশ্ন নং ২৫/২৫)**

**প্রশ্নঃ (২৫/৩৫০)** আমরা জানি আত্মহত্যাকারীর পরিনাম জাহান্নাম। বর্তমানে ফিলিস্তিনী মুজাহিদ ভাইয়েরা অভিশপ্ত ইহুদীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গিয়ে নিজেকে মানব বোমায় পরিণত করে মারা যাচ্ছে। আখেরাতে তাদের পরিণাম কি হবে।

এস, এস, মনীরুযযামান।
কৃপারামপুর, ধানদিয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।



**উত্তরঃ** আল্লাহ তা'আলার দ্বীনকে সমুন্নত করার লক্ষে মুজাহিদগণ যে কোন কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। যদিও নিশ্চিত হন যে, আমরা জিহাদের ময়দানে মৃত্যুবরণ করব। তারা শহীদের মর্যাদা পাবেন ইনশাআল্লাহ।

**কারণঃ** তাদের লক্ষ্য হ'ল আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা। পক্ষান্তরে আত্মহত্যাকারীর ঐ ধরণের কোন প্রত্যাশা থাকে না। কাজেই দু'টির লক্ষ্য দু'ধরনের।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, মুতার যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় গোলাম যায়েদ বিন হারেসাকে তিন হাযার সৈন্যের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। অতঃপর বললেন, যায়েদ বিন হারেসা শহীদ হ'লে জাফর বিন আবু ত্বালেব সেনাদলের নেতৃত্ব দিবে। সেও যদি শহীদ হয় তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। পরপর তিন জনই শহীদ হ'লে খালিদ বিন ওয়ালিদ এর হাতে নেতৃত্ব সোপর্দ করা হয় এবং তার হাতেই বিজয় সাধিত হয়। (সহীহ্ বুখারী, হাঃ ৩৭২৮ মাগাযী অধ্যায়, ২১০ পৃঃ)

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উক্ত ভাষণে সেনাপতিগণ অনুধাবণ করেছিলেন যে, আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে হ'লেও আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য সশস্ত্র জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়।

**(আত-তাহরীক ৫২ পৃঃ, আগষ্ট ২০০২ সংখ্যা, প্রশ্ন নং ২৫/৩৫০)**

**প্রশ্নঃ (২/৩৪৭)** আমরা জানি, আত্মহত্যাকারীর পরিণাম জাহান্নাম। বর্তমানে মুজাহিদ ভাইয়েরা ইহুদী-খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গিয়ে নিজেকে মানববোমায় পরিণত করে মারা যাচ্ছেন।এভাবে আত্মঘাতি বোমায় নিহতদের আখেরাতে পরিণাম কি হবে?

ইকবাল হুসাইন।
হরিপুর, ভেন্ডাবাড়ী, পীরগঞ্জ, রংপুর।

**উত্তরঃ** আল্লাহ তায়ালার দ্বীনকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে মুজাহিদগণ যে কোন কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। যদিও নিশ্চিত হন যে, আমরা জিহাদের ময়দানে মৃত্যুবরণ করব। এরা শহীদের মর্যাদা পাবেন ইনশাআল্লাহ।

**কারণঃ** তাদের লক্ষ্য হল আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা। পক্ষান্তরে আত্মহত্যাকারীর ঐ ধরণের কোন প্রত্যাশা থাকে না। কাজেই দু'টির লক্ষ্য দু'ধরণের।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, মুতার যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় গোলাম যায়েদ বিন হারেসাকে তিন হাযার সৈন্যের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। অতঃপর বললেন, যায়েদ বিন হারেসা শহীদ হ'লে জাফর বিন আবু ত্বালেব সেনাদলের নেতৃত্ব দিবে। সেও যদি শহীদ হয় তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা নেতৃত্ব গ্রহণ করবে।

অপর বর্ণনায় আনাস (রাঃ) বলেন, উক্ত তিন জনের শহীদ হওয়ার খবর আসার আগেই আল্লাহর রসূল (সাঃ) অশ্রুসিক্ত নয়নে তাদের মৃত্যুর খবর আমাদেরকে শুনান এবং বলেন, অতঃপর আল্লাহর তরবারি সমূহের মধ্যকার একটি তরবারি (খালেদ বিন ওয়ালিদ) ঝাণ্ডা হাতে নেন এবং তার হাতেই আল্লাহ বিজয় দান করেন।

(সহীহ্ বুখারী ২/১০৪ পৃঃ, হাঃ নং ৪২৬১, ৪২৬২ 'মাগাযী' অধ্যায় 'সিরিয়ায় সংঘটিত মুতার যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ)

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উক্ত ভাষণে সেনাপতিগণ অনুধাবন করেছিলেন যে, আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কারণ রাসূল (সাঃ) এর কথা চির সত্য।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে হলেও আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। তবে সবকিছু নির্ভর করে ব্যক্তির নিয়তের উপরে।

**(আত-তাহরীক ৪৭ পৃঃ, জুলাই ২০০৩ এর সংখ্যা, প্রশ্ন নং ২/৩৪৭)**



# ফিদায়ী হামলা

فِدَاء 'ফিদা' এর শাব্দিক অর্থ, উৎসর্গ করা।

فِدَائِيٌّ 'ফিদায়ী' এর অর্থ, আত্মোৎসর্গকারী।

ফিদায়ী হামলা (আত্মোৎসর্গকারী হামলা), এটি জিহাদের এমন একটি অধ্যায়, কুরআন ও হাদীসে যার প্রমাণ এতো মযবুত যে, ইহুদী, খ্রীষ্টান ব্যতীত কোন মুসলিমই এটাকে অস্বীকার করতে পারে না।

**ফিদায়ী হামলার সংজ্ঞাঃ** (ক) আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য মৃত্যুকে অবশ্যম্ভাবী জেনেও সশস্ত্র জিহাদে হামলা চালানো।

(খ) আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য সশস্ত্র জিহাদে এমন হামলা চালানো যেখানে তার নিশ্চিত মৃত্যু হয়।

**প্রমাণ সমূহঃ (১)**

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিনদের থেকে জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে অতঃপর তারা মারে ও মরে।

(সূরা তাওবাঃ ১১১ নং আয়াত)

অত্র আয়াতটি ফিদায়ী হামলার একটি বড় দলীল। কেননা এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মু'মিনগণ যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর দুশমনদের মারবে এবং নিশ্চিতভাবে নিজেরাও শহীদ হয়ে জান্নাতে যাবে।

❁ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

আর যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে অতঃপর মৃত্যুবরণ করে অথবা বিজয় অর্জন করে আমি তাকে মহা প্রতিদান দেব। (সূরা নিসাঃ ৭৪ নং আয়াত)

অর্থাৎ যারা জিহাদে যোগদান করে মারা যাবে অথবা বিজয়ী হবে তাকে আল্লাহ মহা পুরস্কার দিবেন। যেহেতু ফিদায়ী হামলা জিহাদেরই একটি অংশ এজন্যই তিনি জান্নাতে যাবেন।

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মরে যাও, তবে তারা যা কিছু জমা করে থাকে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়া সে সব কিছুর চেয়ে উত্তম। (সূরা আল ইমরানঃ ১৫৭ নং আয়াত)

আল্লাহর দ্বীনকে সুমন্নত করার জন্য যারা নিহত হবে। আল্লাহ তাদের পাপরাশিকে ক্ষমা করে দিবেন।

ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান ও তাদের দোসরগণ ফিদায়ী হামলাকে আত্মহত্যার সাথে তুলনা করে এটিকে বন্ধ করে দিতে চায়। কারণ তারা হামলার এই পদ্ধতিকে চরমভাবে ভয় পায়। তারা প্রচার করে থাকে "আত্মঘাতী হামলা"।

এখানে দুটিশব্দ আছেঃ (১) আত্মঘাতী (২) হামলা।

আত্মঘাতীর সাথে হামলার যোগ হওয়ার দরুন প্রমাণ হয় যে, সে ব্যক্তি জিহাদের ময়দানে আছে। কেননা যুদ্ধেই হামলা হয়ে থাকে।

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে হামলা করতে গিয়ে নিহত হবে, তাদের তিনি মহা প্রতিদান দিবেন। তাদের সকল পাপরাশি ক্ষমা করবেন।

তর্কের খাতিরে একমিনিটের জন্য যদি ধরেও নেয়া হয় এটি আত্মহত্যা, তবুও ৭নং হাদিস ও উপরের আয়াতের ভিত্তিতে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হচ্ছে যে, আত্মঘাতী হামলাকারীকে আল্লাহ তার সকল পাপ ক্ষমা করে জাহান্নামের শাস্তি না দিয়ে প্রথমেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾
سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾

অর্থঃ (৪) যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় আল্লাহ কখনই তাদের আমল বিনষ্ট করবেন না। (৫) তিনি তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। (৬) অতঃপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

(সূরা মুহাম্মাদঃ ৪-৬ নং আয়াত)

❁ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় তাদের কর্ম বিনষ্ট হয় না; অর্থাৎ তারা কিছু গুণাহ করলেও সেই গুণাহের



কারণে তাদের সৎকর্ম হ্রাস পায় না। বরং অনেক সময় তাদের সৎকর্ম তাদের গুণাহের কাফ্‌ফারা হয়ে যায়।

❁ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ

এতে শহীদের জন্য দু'টি নেয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে। (১) আল্লাহ তাকে হেদায়েত করবেন, (২) তার সমস্ত অবস্থা ভাল করে দিবেন। অবস্থা বলে দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় জাহানের অবস্থা বোঝানো হয়েছে। দুনিয়াতে এই যে, যে ব্যক্তি জিহাদে যোগদান করে, সে শহীদ না হলেও শহীদের সওয়াবের অধিকারী হবে। আখেরাতে এই যে, সে কবরের আযাব থেকে এবং হাশরের পেরেশানী থেকে মুক্তি পাবে। কিছু লোকের হক তার জিম্মায় থেকে গেলে আল্লাহ তায়ালা হকদারকে তার প্রতি রাজি করিয়ে তাকে মুক্ত করে দিবেন। (মাযহারী) শহীদ হওয়ার পর হেদায়েত করার অর্থ এই যে, তাদেরকে 'মনযিলে-মকসূদ' অর্থাৎ জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবেন;

যেমন ক্বোরআনে জান্নাতীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতে পৌঁছে এ কথা বলবেঃ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـٰذَا

অর্থাৎ আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন।

(সূরা আরাফঃ ৪৩ নং আয়াত)

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ

এ হচ্ছে একটি তৃতীয় নেয়ামত। অর্থাৎ, তাদেরকে কেবল জান্নাতেই পৌঁছানো হবে না; বরং তাদের অন্তরে আপনা-আপনি জান্নাতে নিজ নিজ স্থান ও জান্নাতের নেয়ামত তথা হুর ও গেলমানের এমন পরিচয় সৃষ্টি হয়ে যাবে, যেমন তারা চিরকাল তাদের মধ্যে বসবাস করত এবং তাদের সাথে পরিচিত ছিল। এরূপ না হলে অসুবিধা ছিল। কারণ, জান্নাত ছিল একটি নতুন জগৎ। সেখানে নিজ নিজ স্থান খুঁজে নেওয়ার মধ্যে ও সেখানকার বস্তুসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার মধ্যে সময় লাগত এবং বেশ কিছুকাল পর্যন্ত অপরিচিতির অনুভূতির কারণে মন অশান্ত থাকত।

(তাফসীর মাআরেফুল কোরআন, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

উক্ত আয়াত ও তাফসীর দ্বারা প্রমাণ হলো যে, ফিদায়ী সহ অন্যান্য শহীদগণের সকল গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

## হিজরত ও শাহাদাতের দ্বারা সকল গোনাহ মাফ হয়ে যায়ঃ

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

অতঃপর যারা হিজরত করেছে, যাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং আমার পথে যাদেরকে অত্যাচার করা হয়েছে এবং যারা যুদ্ধ করেছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে, আমি অবশ্যই তাদের অপরাধসমূহকে তাদের থেকে দূর করে দেব এবং আমি তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত। এই হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিনিময়। আর আল্লাহর নিকটে রয়েছে উত্তম বিনিময়।

(সূরা আল-ইমরানঃ ১৯৫ নং আয়াত)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, হিজরতকারীর এবং যে ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ করে নিহত হবে, সে ব্যক্তি ফিদায়ী হামলার মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনভাবে শহীদ হলে তার সকল পাপ ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

(এ প্রসঙ্গে তাফসীরে মাআরেফুল কোরআনে উল্লেখ রয়েছে)

## হিজরত ও শাহাদাতের দ্বারা হক্কুল এবাদ ব্যতীত অন্যান্য সব গোনাহ মাফ হয়ে যায়ঃ

لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ .........আয়াতের আওতায় তাফসীরের সার সংক্ষেপে এই শর্তারোপ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র হকের বেলায় যে সমস্ত ত্রুটি গাফলতী ও পাপ-তাপ হয়ে থাকবে তা হিজরত ও শাহাদতের মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে। তার কারণ, স্বয়ং রসূল (সাঃ) হাদীসে ঋণ-ধারকে এ থেকে পৃথক করে দিয়েছেন। বরং তার ক্ষমার নিয়ম হলো স্বয়ং পাওনাদার কিংবা তার ওয়ারিশগণকে প্রাপ্য পরিশোধ করে দেবে অথবা তাদের কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেবে। অবশ্য যদি কারো প্রতি আল্লাহ্ তায়ালা বিশেষ অনুগ্রহ করে পাওনাদারকে রাজী করিয়ে দেন, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। কারো কারো ব্যাপারে এমন হবেও বটে। (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)



## * মূতার যুদ্ধে ফিদায়ী হামলা *

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, মূতার যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় গোলাম যায়েদ বিন হারেছাকে তিন হাজার সৈন্যের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। অতঃপর বলেন, যায়েদ বিন হারেছা শহীদ হলে জা'ফর বিন আবু ত্বালেব সেনাদলের নেতৃত্ব দিবে। সেও যদি শহীদ হয় তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। তারপর তিন জনই শহীদ হলে খালিদ বিন ওয়ালিদ এর হাতে নেতৃত্ব সোর্পদ করা হয় এবং তার হাতেই বিজয় সাধিত হয়। (সহীহ্ বুখার, ২য় খণ্ড, মাগাযী অধ্যয়, পৃঃ ৬১১)

**মুসলিম বাহিনীর সঙ্কটঃ** উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে মুসলিম সৈন্যরা মাআন নামক এলাকায় পৌঁছুলেন। এ স্থান ছিলো হেজাজের সাথে সংশ্লিষ্ট জর্দানী এলাকায়। মুসলিম বাহিনী এখানে এসে অবস্থান নেন। মুসলিম গুপ্তচররা এসে খবর দিলেন যে, রোমের কায়সার বালকা অঞ্চলের মাআব এলাকায় এক লক্ষ রোমক সৈন্য সমাবেশ করে রেখেছে। এছাড়া তাদের পতাকা তলে লাখাম, জাজাম, বলকিন, বাহরা এবং বালা গোত্রের আরো এক লক্ষ সৈন্য সমবেত হয়েছিল। উল্লিখিত শেষোক্ত এক লক্ষ ছিলো আরব গোত্রসমূহের সমন্বিত সৈন্য দল।

**মজলিসে শূরার বৈঠকঃ** মুসলমানরা ধারণাই করতে পারেননি যে, তারা কোন দুর্ধর্ষ সেনাদলের সম্মুখীন হবেন। দূরবর্তী এলাকায় তারা সত্যিই সঙ্কটজনক অবস্থার সম্মুখীন হলেন। তাদের সামনে এ প্রশ্ন মূর্ত হয়ে দেখা দিলো যে, তারা তিন হাজার সৈন্যসহ দুই লক্ষ দুর্ধর্ষ সৈন্যের সাথে মোকাবেলা করবেন? বিস্মিত চিন্তিত মুসলমানরা দুই রাত পর্যন্ত পরামর্শ করলেন। কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করলেন যে, রসূল (সাঃ) কে চিঠি লিখে উদ্ভুত পরিস্থিতি সর্ম্পকে অবহিত করা হোক। এরপর তিনি হয়তো বাড়তি সৈন্য পাঠাবেন অথবা অন্য কোন নির্দেশ দেবেন। সেই নির্দেশ তখন পালন করা যাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রাঃ) দৃঢ়তার সাথে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন, 'হে লোক সকল, আপনারা যা এড়াতে

চাইছেন এটাতো সেই শাহাদাত, যার জন্য আপনারা বেরিয়েছেন। স্মরণ রাখবেন যে, শত্রুদের সাথে আমাদের মোকাবেলার মাফকাঠি সৈন্যদল, শক্তি এবং সংখ্যাধিক্যের নিরিখে বিচার্য নয়। আমরা সেই দ্বীনের জন্যই লড়াই করি, যে দ্বীন দ্বারা আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে গৌরবান্বিত করেছেন। কাজেই সামনের দিকে চলুন। আমরা দুইটি কল্যাণের মধ্যে একটি অবশ্যই লাভ করবো। আমরা জয়লাভ করবো অথবা শাহাদাত বরণ করে জীবন ধন্য হবে। অবশেষে আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহার মতামতের প্রেক্ষিতেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

**সেনা নায়কদের শাহাদাতঃ** মূতা নামক জায়গায় উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে অত্যন্ত তিক্ত লড়াই হয়। মাত্র তিন হাজার মুসলিম সৈন্য দুই লক্ষ অমুসলিম সৈন্যের সাথে এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। বিস্ময়কর ছিলো এ যুদ্ধ। দুনিয়ার মানুষ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। ঈমানের বাহাদুরী চলতে থাকলে এ ধরনের বিস্ময়কর ঘটনাও ঘটে।

সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রিয় পাত্র হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) পতাকা গ্রহণ করেন। অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়ে তিনি শাহাদত বরণ করেন। এ ধরনের বীরত্বের পরিচয় মুসলমান ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়নি।

হযরত যায়েদ এর শাহাদাতের পর পতাকা তুলে নেন হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব। তিনিও তুলনাহীন বীরত্বের পরিচয় দিয়ে লড়াই করতে থাকেন। তীব্র লড়াইয়ের এক পর্যায়ে তিনি নিজের সাদাকালো ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে শত্রুদের উপর আঘাত করতে থাকেন। শত্রুদের আঘাতে তাঁর ডান হাত কেটে গেলে বাঁ হাত দ্বারা পতাকা ধারণ করেন, বাঁ হাত কেটে গেলে দুই বাহু দিয়ে ইসলামের পতাকা বুকের সাথে জড়িয়ে রাখেন। শাহাদাত বরণ করা পর্যন্ত এভাবে পতাকা ধরে রাখেন।

বলা হয়ে থাকে, একজন রোমক সৈন্য তরবারী দিয়ে তাকে এমন আঘাত করে যে, তার দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বেহেশতে দুটি পাখা দান করেছেন। সেই পাখার সাহায্যে তিনি জান্নাতে



যেখানে ইচ্ছা উড়ে বেড়ান। এ কারণে তাঁর উপাধি জাফর তাইয়ার' এবং জাফর যুল জানাহাইন। তাইয়ার অর্থঃ উড্ডয়নকারী আর জানাহাইন অর্থঃ দুই পাখা ওয়ালা।

বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের মাধ্যমে হযরত জাফর (রাঃ) এর শাহাদাত বরণের পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রাঃ) পতাকা গ্রহণ করে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে সামনে অগ্রসর হন। কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দের পর তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করেন,

"ওরে মন খুশী বেজার যেভাবে হোক  
মোকাবেলা কর, যুদ্ধের আগুন জ্বেলেছে ওরা  
বর্শা রেখেছে খাড়া জান্নাত থেকে  
কেনরে তুই থাকতে চাস দূরে?"

এরপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রাঃ) বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকেন। তাঁর চাচাত ভাই গোশত লেগে থাকা একটি হাড় তাঁর হাতে দেন। তিনি এক কামড় খেয়ে ছুঁড়ে ফেলেন। এরপর লড়াই করতে করতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

(আর রাহীকুল মাখতুম "অনুবাদ খাদিজা আখতার রেজায়ী" ৪০০-৪০২ পৃঃ)

আল্লামা আকরাম খাঁ (রঃ) এর রচিত অমর সীরাত গ্রন্থ "মোস্তফা-চরিত" এর মধ্যে মুতার যুদ্ধ প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ মুসলমানগণ সিরিয়া প্রদেশে উপস্থিত হয়ে যখন জানতে পারলেন যে, তাঁদের মোকাবেলার জন্য এক লক্ষ সৈন্য[১] মাআব অঞ্চলে অপেক্ষা করছে, তখন বর্তমান অবস্থায় সিদ্ধান্ত নির্ধারণের জন্য যাত্রা স্থগিত করে সকলে পরামর্শে উপনিত হলেন। নানা রকম আলোচনার পর একদল বলতে লাগলো যে, এই নতুন পরিস্থিতি সম্বন্ধে মদীনায় সংবাদ দেওয়া হউক, দেখাযাক এ সম্বন্ধে রসূল (সাঃ) কি আদেশ

---

[১]. কিন্তু ঐতিহাসিক বর্ণনায় জানা যায় যে, তার অধিনে এক লক্ষ সৈন্য সুসজ্জিত হয়ে আছে। মুসলিমগণ এই প্রকার সংবাদ জানতে পেরেছিল। এটা ব্যতীত স্বয়ং কায়সার দুই লক্ষ সৈন্য প্রস্তুত করতেছে বলে জনরব শুনা গিয়েছিল।

(মোস্তফা-চরিত, ৭৭২ পৃঃ)

করেন। তিন হাজার সৈন্য নিয়ে এক লক্ষ শিক্ষিত ও সুসজ্জিত সৈন্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া কোন মতেই সঙ্গত হবে না।

মহামতি আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা এই প্রকার আলোচনা শুনে স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে এবং তেজদৃপ্ত ভাষায় বললেন, "মুসলিম সমাজ!" তোমরা যে সাফল্য অর্জনের জন্য বাহির হয়েছিলে, আল্লাহ্র রহমতে তা এখন তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে। তোমরা তো বাহির হয়েছিলে শাহাদত হাছিল করার, সত্যের নামে আত্মবলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে। মুসলিম কখনই সংখ্যা গণনা করে না, পার্থিব শক্তির তুলনায় সে কখনই প্রবৃত্ত হয় না, তাদের একমাত্র শক্তি আল্লাহ। সেই আল্লাহ্র প্রেরিত মহাসত্যকে বক্ষে ধারণ করে, সত্যের তেজে দৃপ্ত হয়ে কর্তব্যের কোরবান গাহে আল্লাহ্র নামে হৃৎপিন্ডের তপ্ত শোণিতর্পণ করাই আমাদের সাফল্য। বিজয় হতে পারি ভাল, আর শাহাদাত হয় আরও ভাল। সুতরাং এত আলোচনা আর এই যুক্তি-পরামর্শ কিসের জন্য?"

এই আগুন সকলের বুকে লুকিয়ে ছিল, কেবল দুই-চারিজন দূরদর্শিতার হিসাবে এরূপ প্রস্তাব করে ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহার বাক্যগুলো দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে সব যুক্তিতর্ক, সব দূরদর্শিতা এবং সমস্ত 'মছলেহৎ' কোথায় ভেসে গেল। সকলে চিৎকার করে বলতে লাগলেন "আল্লাহ্র কসম, রওয়াহার পুত্র সত্য কথা বলেছেন।

তিন সহস্র মুসলিম আল্লাহ্র নামে জয়জয়কার করতে করতে এক লক্ষ খ্রীষ্টানের মোকাবেলায় ধাবিত হলেন। একেই বলে ইসলাম, একেই বলে ঈমান! আর আজকাল দূরদর্শিতা ও মছলেহৎ-পরস্তীর চাপে পড়ে মুসলমানের ঈমানের যে কিরূপ নির্মমভাবে নিষ্পেষিত ও নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে, চিন্তাশীল পাঠকবর্গকে তা আর বুঝাতে হবে না। তাই উভয় যুগের কর্মের-কর্মফলের মধ্যে এত প্রভেদ। (মোস্তফা-চরিত ৭৭৩-৭৭৪ পৃঃ)



**<u>উল্লেখিত হাদীস ও বিশ্বস্ত ইতিহাস দ্বারা দুইটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রমাণ হচ্ছেঃ-</u>**

**(১)** রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মূতার যুদ্ধে পরপর তিনজন সেনা-কমাণ্ডার নিযুক্ত করার দরূণ সেনা-কমাণ্ডারগণ অনুধাবন করেছিলেন যে, আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কারণ রসূল (সাঃ) এর কথা চির সত্য। এই হাদীসটি একথাকে প্রমাণ করছে যে, অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে হলেও আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। আর এটিই হচ্ছে ফিদায়ী হামলা।

**(২)** তিন হাজার সৈন্য দ্বারা দুই লক্ষ সৈন্যের মোকাবেলা করা যায় না, এ মতামতের প্রতি জোরালো সমর্থন। অবশেষে আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রাঃ) এর ভাষণ "হে লোক সকল, আপনারা যা এড়াতে চাইছেন এটাতো সেই শাহাদত, যার জন্যে আপনারা বেরিয়েছেন।" অবশেষে তাঁর মতামতের প্রেক্ষিতে হামলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া এ কথাকে প্রমাণ করছে যে, মুতার যুদ্ধে সকল সাহাবী ফিদায়ী হামলা চালিয়েছিলেন।

**<u>এ যুদ্ধে ১২ জন মুসলমানকে আল্লাহ তায়ালা শহীদ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন যাদের মধ্যে তিনজন সেনাপতিও রয়েছেন।</u>**

# কনষ্টান্টিনোপল যুদ্ধে ফিদায়ী হামলা

হযরত আবু ইমরান (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদগণের এক ব্যক্তি কনষ্টান্টিনোপলের যুদ্ধে কাফিরদের সৈন্যবাহিনীর উপর বীরত্বপূর্ণ আক্রমণ চালান এবং তাদের বুহ্য ভেদকরে শত্রু সৈন্যের মধ্যে ঢুকে পড়েন। তখন কতকগুলো লোক পরস্পর বলাবলি করে, দেখ! এই ব্যক্তি স্বীয় হস্তদয় ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) একথা শুনে বলেনঃ এই আয়াতের সঠিক ভাবার্থ আমরাই ভাল জানি। জেনে রেখো যে, এই আয়াতটি আমাদের সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়। আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাহচর্যে থেকেছি, তাঁর সাথে যুদ্ধ জিহাদেও অংশগ্রহণ করেছি এবং সদা তাঁর সাহায্যের কাজেই থেকেছি। অবশেষে ইসলাম বিজয়ীর বেশে প্রকাশিত হয় এবং মুসলমানেরা জয়লাভ করে। তখন আমরা আনসারগণ একদা একত্রিত হয়ে এই পরামর্শ করি যে, মহান আল্লাহ তাঁর নবী (সাঃ)-এর সাহচর্যের মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করেছেন। আমরা তাঁর সেবার কার্যে নিযুক্ত থেকেছি এবং তাঁর সাথে যুদ্ধে যোগদান করেছি। এখন আল্লাহর ফযলে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে, মুসলমানগণ বিজয়ী হয়েছেন এবং যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে। এতদিন ধরে না আমরা আমাদের সন্তানাদির খবরা-খবর নিতে পেরেছি, না মাল-ধন, জমি-জমা ও বাগ-বাগিচার দেখাশুনা করতে পেরেছি। সুতরাং এখন আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া উচিত। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সুতরাং জিহাদ ছেড়ে দিয়ে ছেলে-মেয়ে ও ব্যবসা-বানিজ্যের প্রতি মনোযোগ দেয়া যেন নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ারই শামিল।

(সুনান-ই- আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, ৩৪০ পৃঃ; তিরমিযী ২য় খণ্ড, ১২৬ পৃঃ; সুনান-ই- নাসায়ী ইত্যাদি)

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, কনষ্টান্টিনোপলের যুদ্ধের সময় মিশরীয়দের নেতা ছিলেন হযরত উকবা বিন আমের এবং সিরীয়দের নেতা ছিলেন হযরত ইয়াযীদ বিন ফুযালাহ বিন উবাইদ। হযরত বারা বিন আযীব (রাঃ) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেনঃ যদি আমি একাকী শত্রুসারির মধ্যে ঢুকে পড়ি এবং তথায় শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ি ও নিহত হয়ে যাই তবে কি এই



আয়াত অনুযায়ী আমি নিজের জীবনকে নিজেই ধ্বংসকারীরূপে পরিগণিত হবো?

তিনি উত্তরে বলেনঃ ‘না না; আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবীকে বলেনঃ

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ

অর্থাৎ (হে নবী) তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, তুমি শুধু তোমার জীবনেরই মালিক; সুতরাং শুধুমাত্র তোমার জীবনকেই কষ্ট দেয়া হবে।’ বরং ঐ আয়াতটি তো তাদেরই ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল যারা আল্লাহ তায়ালার পথে খরচ করা হতে বিরত রয়েছিল। (সূরা নিসাঃ ৮৪ নং আয়াত)

(তাফসীর ইবনে মিরদুওয়াই, তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা বাকারা ১৯৫ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

এই হাদীস দু’টি ফিদায়ী হামলার পক্ষে মযবুত দলীল। অর্থাৎ নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও একাকী শত্রু সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে হামলা চালানো যায়। তিনি

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

(অর্থাৎ তোমরা স্বীয় হস্ত ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না) এই আয়াত অনুসারে নিজের জীবনকে নিজেই ধ্বংসকারীরূপে পরিগণিত হবেন না। অর্থাৎ আত্মহত্যাকারী বলে পরিগণিত হবেন না। যদিও কেউ কেউ এমন ব্যক্তিকে কোরআন ও হাদীসের সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে তাকে ‘নিজেকে ধ্বংসকারী বা আত্মহত্যাকারী বলে থাকে। এবং আরও বুঝা যাচ্ছে যে, মুজাহিদগণ আল্লাহর দুশমনকে যে কোন উপায়ে হামলা করতে পারেন।

# ছারিয়্যা নাখলায় ফিদায়ী হামলা

আল্লামা আকরাম খাঁ (রঃ) স্বীয় অমর সীরাত গ্রন্থ 'মোস্তফা-চরিত' এর মধ্যে উল্লেখ করেছেনঃ গুপ্তচর সংঘ প্রেরণ- এই ঘটনার পাঁচ মাস পরে, (যখন মক্কাবাসিদের সমরায়োজনের কথা বিশেষভাবে রসূল (সাঃ) জানতে পেরেছিলেন) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহ্শ নামক জনৈক প্রবাসী মুসলমানের নেতৃত্বাধীনে একটি গুপ্তচর দল গঠন করে তাঁদেরকে মক্কার পথে যাত্রা করতে বলেন।

এই দলের সরঞ্জামের মধ্যে ছিল ৪ টি উট, আর মাত্র ৮ জন মুসলমান। রসূল (সাঃ) দলপতি আব্দুল্লাহকে একটি পত্র দিয়ে বলেছিলেন, দুই দিনের পথ অতিবাহিত করার পর এই পত্র খুলে দেখবে এবং তাতে যা লিখা আছে সেভাবে কর্তব্য পালন করবে। তবে, সেই কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য কাহাকেও অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য করিও না। আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) পত্র নিয়ে চলে গেলেন, এবং দুই দিন পরে তা খুলে দেখেন, তাতে লেখা আছে, "পত্র পাঠ করে, মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখ্লা নামক স্থানে গিয়ে তাদের সংবাদ জানাতে থাকবে।"

নাখ্লা তায়েফ ও মক্কার মধ্যে, মক্কার সন্নিকটে অবস্থিত। মদীনা হতে এতদূর, শত্রু কেন্দ্রের এত নিকটবর্তী নাখ্লা প্রান্তরে গমন, একটি সহজ পরীক্ষার কথা নয়। কিন্তু মোস্তফার চরণ সেবকগণ কর্তব্যের জন্য সমস্ত অসম-সাহসিক কাজই করতে পারেন।

হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) রসূল (সাঃ) এর পত্র পাঠ করে সকলকে তার মর্ম অবগত করে বলেন, ভাই সকল! জোর নাই, জবরদস্তী নাই, রসূল (সাঃ)এর আদেশ এটা, ইসলামের জন্য, স্বজাতির মঙ্গলের জন্য এটা আমাদের কর্তব্য। অতএব আমি এই কর্তব্য পালনের জন্য যাত্রা করলাম। যার ইচ্ছা হয় দেশে ফিরে যাও, আর যার শহীদের গৌরব জনক মৃত্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, সে আমার সাথে আসো।

অতঃপর দলপতি আল্লাহর নাম নিয়ে যাত্রা করলেন। আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর সহচরগণও একই টাকশালের মোহর, সুতরাং তাঁরাও আনন্দ, উৎফুল্লচিত্তে তাঁর সাথে যাত্রা করেন। (মোস্তফা-চরিত ৫৮৫-৫৮৬ পৃঃ)



এ প্রসঙ্গে আর রাহীকুল মাখতুমে এভাবে উল্লেখ রয়েছেঃ সেনাপতির হাতে নবী (সাঃ) একটি চিঠি দেন এবং বলেন যে, দুইদিন সফর শেষে যেন তা পাঠ করা হয়। দুইদিন সফর শেষে হযরত আব্দুলাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) চিঠি খুলে পাঠ করেন। তাতে লেখা ছিলো যে, আমার এই চিঠি পাঠ করার পর তোমরা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান "নাখ্লা" নামক স্থানে অবতরণ করবে এবং সেখানে কোরায়শদের একটি কাফেলার জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে। পাশাপাশি খবরাখবর সম্পর্কে আমাকে অবহিত করবে।

হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) সঙ্গী সাহাবীদের চিঠির বক্তব্য সম্পর্কে জানিয়ে বলেন, যে কারো ওপর জোর-জবরদস্তি করছিনা, শাহাদত যাদের প্রিয় তারা থেকে যেতে পারে। আমি যদি একা থেকে যাই তবুও সামনে অগ্রসর হবো। (আর রাহীকুল মাখতুম, ২০৭ পৃঃ)

প্রিয় পাঠক, ছারিয়্যা নাখ্লা এর অভিযান সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন। এই অভিযান এতোটাই ঝুকিপূর্ণ ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রথমে সেনাপতিকে মৌখিক কোন নির্দেশ না দিয়ে চিঠির মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছিলেন। (অথচ তিনি বিভিন্ন অভিযান পরিচালনার পূর্বেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন) আর ঐ চিঠি পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন দুই দিন পর। আরো চিন্তা করুন সেনাপতি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) এর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর চিঠি পাঠ করার পর সাথীদের উদ্দেশ্য মন্তব্য-"কারো ওপর জোর-জবরদস্তি করছি না, শাহাদাত যাদের প্রিয়, তারা থেকে যেতে পারে। আমি যদি একা থেকে যাই তবুও সামনে অগ্রসর হবো।" এটিই হচ্ছে ফিদায়ী হামলা, অর্থাৎ সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নির্দেশ পালনার্থে শাহাদাত লাভের আশায় অভিযান পরিচালনা করে ছিলেন। সুবহানাল্লাহ!!

# বদর যুদ্ধে ফিদায়ী হামলা

# অর্থাৎ নিশ্চিত মৃত্যু বা শাহাদত এর জন্যই হামলা

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقَدِّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ قَالَ يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ قَالَ نَعَمْ قَالَ بَخٍ بَخٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ قَالَ فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ التَّمْرِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ

**صحيح مسلم / كِتَاب الْإِمَارَةِ** بَاب ثُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ

হযরত আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ মুশরিকদের পূর্বেই বদর প্রান্তরে পৌঁছে যায় এবং মুশরিকগণও চলে আসে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ‘তোমরা সেই জান্নাতের প্রতি ওঠো যার বিস্তৃতি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সমপরিমান।’ একথা শুনে ওমায়ের ইবনে হুমাম বলেন, চমৎকার! চমৎকার! রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে একথা বলার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল, অন্য কোন কারণে নয়, আমি আশা করছিলাম যে, আমিও সেই জান্নাতের অধিবাসীদের মধ্যে যদি হতে পারতাম। প্রিয় নবী (সাঃ) বললেন, সেই জান্নাতের অধিবাসীদের মধ্যে তুমিও রয়েছো। এরপর ওমায়ের ইবনে হুমাম তূনীর থেকে কয়েকটি খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। হঠাৎ উচ্ছাসিত কণ্ঠে বলেন, যদি এই খেজুরগুলো খাওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে জীবনটি অনেক দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে। এ কথা বলে তিনি খেজুর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিধর্মীদের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

(মুসলিম, ইমারত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ শহীদের জন্য জান্নাত বিদ্যমান, হা/৩৪৯৯)



বদর যুদ্ধে যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিহাদের জন্য এ ভাষায় উদ্বুদ্ধ করছিলেন ‘তোমরা সেই জান্নাতের প্রতি ওঠো যার বিস্তৃতি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সমপরিমান।’ এ কথা শুনে ওমায়ের ইবনে হুমাম (রাঃ) যে মন্তব্য করেছিলেন তা অত্যান্ত তাৎপর্যপূণ। যদি এই খেজুরগুলো খাওয়া পর্যন্ত বেচে থাকি, তবে জীবনটি অনেক দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে। অতঃপর নিশ্চিত মৃত্যু তথা শাহাদাত লাভের জন্যই হামলা পরিচালনা করেন এবং শহীদ হয়ে যান।

ওমায়ের ইবনে হুমাম (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কথা শুনেই নিশ্চিত শাহাদত লাভের আশায় হামলা করে শহীদ হয়ে যান।

এই হাদীসটি একথা প্রমাণ করছে যে, ফিদায়ী হামলা তথা নিশ্চিত শাহাদত লাভের আশায় হামলা করা যায়। আর তিনি হবেন শহীদ।

আল্লামা নববী (রঃ) মুসলিম শরীফ এর শরহ্ এর মধ্যে এই হাদীসের টিকায় লিখেছেন-

فِيْهِ جَوَازُ الْانْغِمَارِ فِى الْكُفَّارِ وَالتَّعَرُّضِ لِلشَّهَادَةِ وَهُوَ جَاءِزٌ بِلاَ كِرَاهَةٍ عِنْدَ جَمَاهِيْرِ الْعُلَمَاءِ

অর্থাৎ শাহাদত লাভের আশায় কাফিরদের সারির মধ্যে একাকী ঢুকে হামলা চালানো জায়েজ। জুমহুরে উলামাগণ এটিকে জায়েজ মনে করেন। কারো নিকটেই এটি অপছন্দনীয় নয়।

(মুসলিম শরীফ, ২য় খণ্ড, আল্লামা নববীর শরহ্ সহ, ১৩৯ পৃঃ টিকা দ্রঃ)

# ওহুদের যুদ্ধে ফিদায়ী হামলা বা নিশ্চিত শাহাদত লাভের জন্যই হামলা করা

মোটকথা এই দলের (মুসলিমদের) মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থা দেখা দেয়। অনেকে ছিলেন বিস্ময়ভিভূত। তারা বুঝতে পারছিলেন না যে, কোন দিকে যাবেন। সেই সময় এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে ঘোষণা করল যে, মোহাম্মাদকে হত্যা করা হয়েছে। এতে মুসলমানদের অবশিষ্ট মনোবলও নষ্ট হয়ে গেল। কোন কোন মুসলমান এ ঘোষণা শোনার পর যুদ্ধ করা বন্ধ করে হতোদ্যম হয়ে হাতের অস্ত্র ছুঁড়ে ফেললেন। কিছু সংখ্যক মুসলমান এতটুকু পর্যন্ত ভাবল যে, মোনাফেক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে বলা হোক যে, আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে আমাদের জন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা কর।

এই লোকদের কাছ দিয়ে কিছুক্ষণ পর হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ) যাচ্ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, বেশ কয়েকজন সাহাবী চুপচাপ বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কার প্রতিক্ষায় রয়েছ? তারা জবাব দিলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে হত্যা করা হয়েছে। হযরত আনাস ইবনে নযর বলেন, তাহলে তোমরা বেঁচে থেকে কি করবে? ওঠো, যে কারণে রসূলুল্লাহ (সাঃ) জীবন দিয়েছেন, সেই একই কারণে তোমরাও জীবন দাও। এরপর বলেন, হে আল্লাহ রব্বুল আলামীন, ওরা অর্থাৎ এই মুসলিমরা যা কিছু করেছে, তা থেকে আমি তোমার দরবারে পানাহ চাই। একথা বলে তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। সামনে যাওয়ার পর হযরত সা'দ ইবনে মায়া'য (রাঃ) এর সাথে দেখা হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু ওমর কোথায় যাচ্ছেন? হযরত আনাস (রাঃ) বললেন, জান্নাতের সুবাসের কথা কি আর বলবো। হে সা'দ ওহুদ পাহাড়ের ওপার থেকে জান্নাতের সুবাস অনুভব করছি। একথা বলার পর হযরত আনাস (রাঃ) আরো সামনে এগিয়ে গেলেন এবং কাফেরদের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। যুদ্ধ শেষে তাঁকে সনাক্ত করাই সম্ভব হচ্ছিল না। তাঁর বোন তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক দেখে তাঁকে সনাক্ত করেছিলেন। বর্শা, তীর ও তলোয়ার দিয়ে তাঁর পবিত্র দেহে আশিটি আঘাত করা হয়েছিল।

(যাদুল-মায়াদ, ২য় খণ্ড, ৯২-৯৩ পৃঃ; সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড, ৫৭৯ পৃঃ; আর রাহীকুল মাখতুম সহ ২৬৯-২৭০ পৃঃ)



عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ لَئِنْ اللَّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي أَصْحَابَهُ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ قَالَ سَعْدٌ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعَ قَالَ أَنَسٌ فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ قَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً

**صحيح بخاري / كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ** بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার চাচা আনাস ইবনে নযর (রাঃ) বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! যদি আল্লাহ আমাকে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার সুযোগ করে দেন, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা দেখবেন আমি কি করি। যখন ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হল এবং মুসলিমগণ পরাজিত হল। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! এরা অর্থাৎ মুসলমানগণ যা কিছু করেছে তা থেকে তোমার দরবারে ক্ষমা চাই এবং ওরা অর্থাৎ মুশরিকগণ যা কিছু করেছে তা থেকে আমি মুক্ত। অতঃপর তিনি অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে তাঁর সাথে সা'দ ইবনে মুয়ায এর সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন, হে সা'দ ইবনে মুয়ায: জান্নাতের কথা কি আর বলব। নযর এর রবের কসম, আমি ওহুদ পাহাড়ের ওপার থেকে জান্নাতের সুবাস অনুভব করছি। সা'দ (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! তিনি যা করেছেন আমি তা করতে সক্ষম হইনি। আনাস (রাঃ) বলেন, যুদ্ধ শেষে আমরা তাঁকে শহীদ হিসেবে পেলাম। মুশরিকগণ তাঁর দেহে বর্শা তীর ও তলোয়ার দিয়ে আশিটিরও অধিক আঘাত করেছিল। তাঁকে সনাক্ত করাই সম্ভব হাচ্ছিলো না। তাঁর বোন তাঁর আঙ্গুলের ডগা দেখে তাঁকে সনাক্ত করেছিল। আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা মনে করি পবিত্র কোরআনের এই

আয়াতটি তিনি এবং তাঁর মত মহান ব্যক্তিদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছেঃ ‘মুমিনদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছিল, তা সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যু বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। (সূরা আহযাবঃ ২৩ নং আয়াত)

{বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ‘মুমিনদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছিল, তা সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যু বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি, হা/২৫৯৪}

আনাস ইবনে নযর (রাঃ) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করতে পেরে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি যদি কোন যুদ্ধে অংশ নিতে পারেন তখন আল্লাহ তায়ালা দেখতে পাবেন তিনি কিরূপ আচরণ করেন। তারপর তিনি ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধে যখন মুসলমানদের বিপর্যয় ঘটে গেল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর শাহাদাতের গুজব ছড়িয়ে পড়ল এতে করে কোন কোন মুসলমান যুদ্ধ করা বন্ধ করে হতোদ্যম হয়ে হাতের অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলল। তখন তিনি বললেন, তাহলে তোমরা বেঁচে থেকে কি করবে? ওঠো, যে কারণে রসূলুল্লাহ (সাঃ) জীবন দিয়েছেন, সেই একই কারণে তোমরাও জীবন দাও। তারপর তিনি নিশ্চিত শাহাদাত লাভের আশায় এমন হামলা পরিচালনা করেন- যে দু-চারটি আঘাত পেয়ে যুদ্ধের মাঠ থেকে ফিরে আসেননি। বরং নিশ্চিত শাহাদাত লাভের পূর্ব পর্যন্ত হামলা অব্যাহত রেখেছেন। যাতে করে তাঁর পবিত্র দেহে আশিটির অধিক জখমের চিহ্ন ছিল। সুবহানাল্লাহ্!!

এবং এই সকল মহান ব্যক্তিদের সর্ম্পকে একটি আয়াত অবতীণ হয়।

এটিই হচ্ছে ফিদায়ী হামলা। অর্থাৎ নিশ্চিত শাহাদাত লাভের আশায় হামলা পরিচালনা করা যায়। তিনি হবেন শহীদ এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর প্রতি সন্তুষ্টি হবেন।



# একজন মহান ব্যক্তির ফিদায়ী হামলা

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ

**صحيح مسلم / كِتَاب الْإِمَارَةِ** بَاب ثُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ

আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ ‘নিশ্চয় তরবারীর ছায়ার নিচেই জান্নাত রয়েছে।’ একথা শুনে জীর্ণশীর্ণ প্রকৃতির এক ব্যক্তি দাড়িয়ে গেলেন। অতঃপর বললেন হে আবু মূসা! আপনি কি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে একথা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি তাঁর সাথীদের কাছে ফিরে গেলেন এবং বললেন, আমি তোমাদেরকে সালাম জানাচ্ছি। তারপর একথা বলেই তিনি তলোয়ারের খাপ ভেঙ্গে ফেলে দূরে নিক্ষেপ করে দিলেন। তারপর তরবারী নিয়ে দুশমনদের দিকে রওয়ানা দিয়ে তা দ্বারা অনেক শত্রু নিধন করলেন। অবশেষে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

(মুসলিম, ইমারত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ শহীদের জন্য জান্নাত বিদ্যমান, হা/৩৫০০)

আবু মূসা (রাঃ) এর মুখে উক্ত মহান ব্যক্তি যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর এই বাণী “নিশ্চই তরবারীর ছায়ার নিচেই জান্নাত রয়েছে” শুনতে পেলেন, তখন তিনি তার সাথীদেরকে বিদায়ী সালাম জানালেন এবং তরবারীর খাপ ভেঙ্গে দূরে নিক্ষেপ করে দিলেন। তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে এটিই আমার জীবনের শেষ হামলা এবং অবশ্যই আমি শহীদ হব। তাই তিনি তরবারীর খাপের প্রয়োজন মনে করলেন না। তিনি আল্লাহর দুশমনদের হামলা করতে গিয়ে নিজেও শহীদ হয়ে গেলেন। সুবহানাল্লাহ!!

**আর এটিই হচ্ছে ফিদায়ী হামলা।**
**অর্থাৎ নিশ্চিত শাহাদাত লাভের আশায় হামলা চালানো।**

# কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান না থাকাটাই ফিদায়ী হামলাকারীকে শহীদ না বলে আত্মহত্যাকারী বলার মূল কারণ

**প্রমাণঃ** আমরা ইতিপূর্বে কনষ্টান্টিনোপল যুদ্ধে একজন ফিদায়ী ব্যক্তির হামলার দরূণ তাকে আত্মঘাতী বলে মন্তব্য করা ও তার খণ্ডনে হযরত আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ) এর দলীল পেশ করার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, ফিদায়ী হামলাকারীকে আত্মঘাতী বলার মূল কারণ হচ্ছে কুরআন ও হাদীসের পূর্ণ জ্ঞানের অভাব।

## হামলা করতে গিয়ে নিজের অস্ত্রের আঘাতে নিহত হলেও তিনি শহীদ হবেন

সালমা ইবনে আকওয়ার বর্ণনায় এভাবে উল্লেখ রয়েছে, আমরা খয়বরে পৌঁছার পর খয়বরের অধিবাসীদের বাদশাহ মারহাব তলোয়ার নিয়ে অহংকার প্রকাশ করতে করতে এগিয়ে এল। তার কণ্ঠে ছিল স্পর্ধিত আবৃত্তি সম্বলিত এ কবিতা,

"খয়বর জানে মারহাব আমি
অস্ত্র সাজে সজ্জিত অনন্য আমি বীর রণকৌশলে
অভিজ্ঞতা কাজে লাগাই যুদ্ধের আগুণ উঠলে জ্বলে।"

তার মোকাবেলায় আমার চাচা হযরত আমের (রাঃ) এগিয়ে গেলেন।
তিনি আবৃত্তি করলেন,

"খয়বর জানে আমার নাম আমের
অস্ত্র সাজে সজ্জিত বীর সেনানী যুদ্ধের।"

মুখোমুখি হওয়ার পর একজন অন্য জনের উপর আঘাত হানলো। মারহাবের শাণিত তলোয়ার আমার চাচা আমেরের ঢালের ওপর আঘাত করলো। ইহুদী মারহাবকেও আমার চাচা নীচের দিকে আঘাত করতে চাইলেন



কিন্তু তার তলোয়ার ছিল ছোট। তিনি মারহাবের উরুতে আঘাত করতে চাইলে তলোয়ার ধাক্কা খেয়ে তাঁর নিজের হাঁটুতে লাগলো। অবশেষে এই আঘাতেই তিনি ইন্তেকাল করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার দু'টি পবিত্র আঙ্গুল তুলে বললেন, ওর জন্যে রয়েছে দুই রকমের পুরস্কার। হযরত আমের (রাঃ) ছিলেন অনন্য রণকুশল মোজাহিদ। তার মতো আরব বীর পৃথিবীতে কমই এসেছেন।

(সহীহ্ বুখারী, ২/৬০৩ পৃঃ খয়বর যুদ্ধ অধ্যায়। সহীহ্ মুসলিম ২য় খণ্ড, ১১২ পৃঃ খযবর যুদ্ধ অধ্যায়; আর রাহীকুল মাখতুম ৩৮১ পৃঃ সহ)

সহীহ্ মুসলিমে অন্যান্য হাদীসের মধ্যে বর্ধিতকারে বর্ণিত হয়েছেঃ-

زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ مَنْ قَالَهُ قُلْتُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَأَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ

**صحيح مسلم** / **كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ** بَاب غَزْوَةِ خَيْبَرَ

অর্থাৎ লোকেরা মনে করে আমেরের সকল আমল বরবাদ হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, এ কথা কে বলেছে? আমি বললাম, উমুক উমুক ব্যক্তি ও উসাইদ ইবনে হুজাইর আনসারী বলেছে। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি একথা বলেছে সে মিথ্যা বলেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর দু'টি আঙ্গুল তুলে বললেন, ওর জন্য রয়েছে দুই রকমের পুরস্কার। সে হলো জিহাদকারী ও মুজাহিদ। তার মতো আরব বীর পৃথিবীতে কমই এসেছেন। (মুসলিম, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ খায়বার যুদ্ধ, হা/৩৩৫৫)

অন্য বর্ণনায় এসেছেঃ-

فَقُلْتُ وَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا لَيَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ يَقُولُونَ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا

অর্থাৎ আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম, লোকেরা তার জানাজার সালাত পড়তে ভয় পাচ্ছে। তারা বলাবলি করছে, সে এমন

একজন ব্যক্তি, যে নিজের অস্ত্রের আঘাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, সে জিহাদকারী ও মুজাহিদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।
(মুসলিম, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ খায়বার যুদ্ধ, হা/৩৩৫৬)

**একটি প্রশ্নের উত্তরঃ** প্রশ্ন হতে পারে যে, ফিদায়ী হামলাকারীকে এজন্যই আত্মঘাতী বলে জাহান্নামী বলা হবে কারণ সে নিজের অস্ত্রের আঘাতেই নিহত হয়েছে?

**উত্তরঃ** খায়বর যুদ্ধে হযরত আমের (রাঃ) শত্রুকে হামলা করতে গিয়ে নিজের অস্ত্রের আঘাতে নিহত হন। এ জন্য লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, আমেরের সকল আমল বরবাদ হয়ে গেছে। এমনকি সাহাবীগণ তাঁর জানাযার সালাত আদায় করতেও ভয় পাচ্ছিলেন। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তার জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার। সে জিহাদকারী ও মুজাহিদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

অতএব ফিদায়ী হামলাকারী হামলা করতে গিয়ে নিজের অস্ত্রের আঘাতে নিহত হলে তিনি শহীদ হবেন এবং তার জন্য থাকবে দু'টি পুরস্কার। তিনি জিহাদকারী ও মুজাহিদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবেন ইনশাআল্লাহ।



## প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দুশমনগণ ফিদায়ী হামলাকারীকেই শুধু আত্মঘাতী বলেনি বরং তারা পবিত্র ওহুদের যুদ্ধকেও আত্মঘাতী বলে প্রচার করেছিল

**আল্লাহ তায়ালা ওহুদের যুদ্ধ সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে কোরআন মজীদে উল্লেখ করেছেনঃ**

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ

অর্থঃ এবং মুনাফিকদেরকেও জেনে নিতে পারেন। আর তাদেরকে বলা হলো এসো, আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর কিংবা শত্রুদের প্রতিহত কর। তারা বলেছিল, আমরা যদি যুদ্ধ জানতাম, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম। (সূরা আল ইমরানঃ ১৬৭ নং আয়াত)

**উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন, যখন ওহুদ যুদ্ধে মুনাফিকদের বলা হলো তোমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ কর। তখন তারা বলেছিল, এটাকে যদি আমরা যুদ্ধ বলে জানতাম, তবে আমরা তোমাদের সাথে যেতাম। বরং এটি আত্মহত্যার সামিল। অতএব আমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করতে যাবনা।**

এ প্রসঙ্গে তাফসীরে উল্লেখ রয়েছে-

অর্থাৎ 'যুদ্ধ জানার' অর্থ হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে যদি তোমরা যুদ্ধ করার জন্য রওনা দিতে, তবে আমরাও সাথে যেতাম। কিন্তু তোমরা নিজেদেরকে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ধাবিত করছ। এমন ভূল কর্মে আমরা তোমাদের সাথে কিভাবে যাব? একথা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সাথীরা এজন্য বলেছিল যখন তাদের পরামর্শ মানা হয়নি। এবং ঐ সময় বলেছিল যখন তারা সওত্ নামক স্থান থেকে ফিরে যাচ্ছিল এবং আব্দুল্লাহ ইবনে হারাম আনসারী (রাঃ) তাদেরকে বুঝিয়ে যুদ্ধে যোগদানের চেষ্টা করছিলেন।

(দেখুন, কোরআনে কারীম উর্দূ অনুবাদ ও তাফসীর, শাহ ফাহাদ কুরআন কারীম প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, সূরা আল ইমরানের ১৬৭ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

**উক্ত আয়াত ও তাফসীর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, আল্লাহর দুশমনগণ ইসলামকে পৃথিবী থেকে নিঃশেষ করার জন্য জিহাদকেও আত্মহত্যার শামিল বলে প্রচার করেছিল। যেন মুজাহিদগণ এই অপপ্রচার শুনে জিহাদে যোগদান না করেন এবং ইসলাম ধ্বংস হয়ে যায়। অতএব মুজাহিদগণ! ইসলামের দুশমনদের অপপ্রচার হতে সাবধান!**

# শহীদদের মর্যাদা

وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

অর্থঃ আর যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে অতঃপর মৃত্যুবরণ করে অথবা বিজয় অর্জন করে আমি তাকে মহা প্রতিদান দেব।

(সূরা নিসাঃ ৭৪ নং আয়াত)

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

অর্থঃ আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মরে যাও, তবে তারা যা কিছু জমা করে থাকে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়া সে সবকিছুর চেয়ে উত্তম। (সূরা আল ইমরানঃ ১৫৭ নং আয়াত)

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾

অর্থঃ (৪) যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় আল্লাহ কখনই তাদের আমল বিনষ্ট করবেন না। (৫) তিনি তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। (৬) অতঃপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

(সূরা মুহাম্মাদঃ ৪-৬ নং আয়াত)

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

অর্থঃ অতঃপর যারা হিজরত করেছে, যাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং আমার পথে যাদেরকে অত্যাচার করা হয়েছে এবং যারা যুদ্ধ করেছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে, আমি অবশ্যই তাদের অপরাধ সমূহকে তাদের থেকে দূর করে দেব এবং আমি তাদেরকে এমন জান্নাতে



প্রবেশ করাব যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এই হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিনিময়। আর আল্লাহর নিকটেই রয়েছে উত্তম বিনিময়।

(সূরা আল ইমরানঃ ১৯৫ নং আয়াত)

উল্লিখিত আয়াতসমূহের বিস্তারিত আলোচনা ‘ফিদায়ী হামলা’ অধ্যায়ে করা হয়েছে।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

অর্থঃ (১৬৯) আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত এবং নিজেদের পালনকর্তার নিকটে জীবিকাপ্রাপ্ত। (১৭০) আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদ্‌যাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয়-ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা-ভাবনাও নেই। (১৭১) আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ মু'মিনদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।

(সূরা আল ইমরান ১৬৯-১৭১ নং আয়াত)

এ আয়াতগুলোতে শহীদদের প্রথম বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে, তাদের অনন্ত জীবনলাভ। অতঃপর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁদের রিযিক প্রাপ্তি। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ তারা সদা-সর্বদা আনন্দমুখর থাকবেন।

যে সমস্ত নেয়ামত আল্লাহ তাঁদেরকে দান করবেন সেগুলোর মধ্যে চতুর্থটি হলো- وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم

অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের যেসব উত্তরসূরিকে পৃথিবীতে রেখে গিয়েছিলেন, তাদের ব্যাপারে তাঁদের এ আনন্দ অনুভূত হয় যে, তারাও পৃথিবীতে থেকে সৎকাজ ও জিহাদে নিয়োজিত রয়েছেন। ফলে তারাও এখানে এসে এমনি সব নেয়ামত এবং উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন।

(তাফসীর মাআরেফুল কোরআন, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)

এ আয়াতে যে শানে নুযুল ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, তা হল এই-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

**سنن أبي داوود / كِتَاب الْجِهَادِ** بَاب فِي فَضْلِ الشَّهَادَةِ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন আমাদের ভাইয়েরা ওহুদের ঘটনায় শহীদ হন তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁদের আত্মাগুলোকে সবুজ পাখির পেটের ভিতরে স্থাপন করেন। তাঁরা জান্নাতের উদ্যানসমূহ থেকে তাঁদের রিযিক আহরণ করেন। অতঃপর তারা সেই স্বর্ণের প্রদীপসমূহে ফিরে আসেন, যা তাদের জন্য আল্লাহর আরশের ছায়ার নীচে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়েছে। যখন তারা নিজেদের জন্য আনন্দ ও শান্তিময় এ জীবন প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন, আমাদের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের ভাইদেরকে কেউ কি জানিয়ে দিতে পারে? যে আমরা জীবিত, জান্নাতে আমাদের রুজি দেওয়া হচ্ছে, "যাতে তারা জিহাদ পরিত্যাগ না করে এবং জিহাদের সময় পিছনে সরে না আসে।" তখন আল্লাহ বললেন, 'আমি তোমাদের এ সংবাদ তাদেরকে পৌঁছে দিচ্ছি।' ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতটি নাযিল করেন-

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا

(আবু দাউদ, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ শাহাদাতের ফযিলত, হা/২১৫৮)



## শহীদদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرَبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سِتّ خِصَالٍ يُغْفَرُلَه' فِيْ اَوَّلِ دَفْعَةٍ وَ يُرى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ يُأمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ وَ يُوْضَعُ عَلى رَاْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ اَلْيَاقُوْتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَ يُزَوَّجُ اِثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِنَ الْحُوْرِالْعِيْنِ وَ يُشَفَّعُ فِى سَبْعِيْنَ مِنْ اَقَارِبِهِ

হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারার (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহর নিকট শহীদদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে-

(১) রক্তের প্রথম ফোটা ঝরতেই ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং জান্নাতে তার অবস্থানের জায়গাটি তাকে দেখানো হবে।

(২) কবরের আযাব হতে তাকে নিরাপদ রাখা হবে।

(৩) কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা হতে তাকে নিরাপদে রাখা হবে।

(৪) তার মাথায় সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। তার একটি ইয়াকুত দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছু হতে উত্তম।

(৫) বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট বাহাত্তর জন হুরের সাথে তার বিবাহ দেয়া হবে।

(৬) তার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে ৭০ জনের জন্য তার সুপারিশ কবুল করা হবে।

(তিরমিযী, ১ম খণ্ড, ২৯৫ পৃঃ, মিশকাত, ৩৩৩ পৃঃ)

# শহীদগণের জান্নাত থেকে দুনিয়াতে ফিরে আসার আকাংখা প্রকাশ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ الْكَرَامَةِ

**صحيح بخاري / كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ** بَاب تَمَنِّي الْمُجَاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا

আনাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করার পর পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসতে পছন্দ করবে না যদিও পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ তাকে দেওয়া হয়, একমাত্র শহীদ ব্যতীত। শহীদ ব্যক্তি শাহাদাতের মর্যাদা দেখে পৃথিবীতে ফিরে এসে দশবার শহীদ হতে চাবে।

(বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মুজাহিদের দুনিয়াই ফিরে আসার আকাঙ্খা, হা/২৬০৫)

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ قَالَ أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطِّلَاعَةً فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا قَالُوا أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا

**صحيح مسلم/كِتَاب الْإِمَارَةِ** بَاب بَيَانِ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

মাসরুক (রঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম-"আর যারা আল্লাহর



রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করোনা। বরং তারা জীবিত এবং নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিকা প্রাপ্ত।" তিনি বললেন, আমরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, তাদের আত্মাগুলো সবুজ রঙের পাখির পেটে স্থাপন করা হয়। তারা আরশে ঝুলন্ত প্রদীপ সমূহে থাকে। জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করে ঐ প্রদীপ সমূহতে ফিরে আসে।

অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের প্রতি একবার উঁকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরা কি কোন কিছুর আকাংখা করো? তারা বলবে, আমরা জান্নাতের যেখানে খুশি বিচরণ করি আমরা আবার কোন জিনিসের আকাংখা করব? আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে তিনবার এরূপ আচরণ করবেন। যখন তারা উপলব্ধি করবে যে তারা কিছু না চাইলে ছেড়ে দেয়া হবে না, তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশা করি যে, আপনি আমাদের আত্মাগুলিকে আমাদের দেহে ফিরিয়ে দিন, যাতে আমরা আবার আপনার রাস্তায় শহীদ হতে পারি। তারপর যখন তিনি দেখবেন যে, এটার কোন প্রয়োজন নেই, তখন তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে।

(মুসলিম, ইমারত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ শহীদদের আত্মাসমূহ জান্নাতে থাকবে......., হা/৩৪৭৯)

# রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর শাহাদাত লাভের আকাংখা

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ

**صحيح بخاري / كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ** بَاب تَمَنِّي الشَّهَادَةِ

আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। যদি কিছু সংখ্যক মুমিন এমন না হতো যারা আমার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করার পরিবর্তে পেছনে থেকে যাওয়া আদৌ পছন্দ করবে না এবং যাদেরকে আমি সাওয়ারী জন্তুও সরবরাহ করতে পারব না বলে আশংকা না হতো, তাহলে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত কোন ক্ষুদ্র সেনাদল থেকেও আমি পেছনে থাকতাম না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, আমার নিকট অত্যন্ত পসন্দনীয় বিষয় হচ্ছে, আমি আল্লাহর পথে নিহত হয়ে যাই অতঃপর জীবিত হই, আবার নিহত হই, অতঃপর জীবিত হই, আবার নিহত হই, পুনরায় জীবিত হয় এবং পুনরায় নিহত হই।

(বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ শাহাদাতের আকাঙ্খা করা, হা/২৫৮৭)

পরিশেষে রব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা করি- হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শয়তানের সকল হামলা ও চক্রান্ত হতে রক্ষা কর। কেননা তুমি তাকে দেখতে পাও, আমরা দেখতে পাই না। তার সকল চক্রান্ত তোমার নিকট দৃশ্যমান, অথচ আমরা তা বুঝতে পারিনা।

হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান, কাদিয়ানী সহ অন্যান্য ইসলামের সকল দুশমনদের সকল ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা কর! হে আল্লাহ, যারা পার্থিব তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে তোমার বিধানকে বিকৃত করে, গোপন করে, তাদের মুখোস উন্মোচন করার জন্য তোমার প্রদত্ত ইলমের কোন কিছু গোপন করি নাই। হে আল্লাহ, যে সকল ভাই ও বোনেরা উক্ত পুস্তক রচনা করতে,



কম্পোজ করতে ও ছাপাতে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে তুমি কবুল করে নাও এবং উত্তম প্রতিদান দান কর! হে আল্লাহ, তুমি আমাকে ত্বাগূতের হাতে বন্দি না করে শহীদ করে নাও। হে আল্লাহ, জাহান্নামের আগুন হতে আমাকে রক্ষা কর!

কেননা তুমি তো বলেছঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾

অর্থঃ (১৭৪) নিশ্চয় আল্লাহ যা কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন তা যারা গোপন করে ও তৎপরিবর্তে নগণ্য মূল্য গ্রহণ করে, নিশ্চয় তারা স্ব স্ব পেটে অগ্নি ছাড়া অন্য কিছু ভক্ষণ করে না; এবং কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, এবং তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(১৭৫) এরাই হল সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে, অতএব জাহান্নাম কিরূপে সহ্য করবে। (সূরা বাকারাঃ ১৭৪, ১৭৫ নং আয়াত)

হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো, আমরা বর্ণনা করে দিলাম....... হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো, আমরা বর্ণনা করে দিলাম....... কেননা জাহান্নামের শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের নেই।

হে আল্লাহ! রহমত বর্ষণ করুন আমাদের ইমাম ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সমস্ত সাহাবীদের উপর। আমীন!

**সুব্হা-নাকা আল্ল-হুম্মা, ওয়া বিহাম্দিকা আশ্হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লা- আংতা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।**